Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১১তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০০৮

Contents

মাসিক
আত-তাহরীক

১১তম বর্ষ মার্চ ২০০৮ ইং ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **প্রবন্ধঃ**
❑ মুসলিম জাগরণ: সফলতা লাভের মূলনীতি ০৩
-নূরুল ইসলাম
❑ আধ্যাত্মিক জগতে ছালাতের গুরুত্ব ০৭
- রফীক আহমাদ
❑ তাওহীদ *(শেষ কিস্তি)-আব্দুল ওয়াদূদ* ১৩
❑ হতাশা মুমিন জীবনের বৈশিষ্ট্য নয় ১৭
- মাসঊদ আহমাদ
❑ মুসলমানদের ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ২২
- মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
✡ **অর্থনীতির পাতাঃ** ২৪
♦ সূদঃ ইসলাম, অন্যান্য ধর্ম এবং সাহিত্যে
- শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান।
✡ **চিকিৎসা জগতঃ** ২৯
♦ গলগণ্ড ঃ কারণ ও চিকিৎসা
✡ **ক্ষেত-খামারঃ** ৩০
♦ বার্ড ফ্লু ঃ আমাদের করণীয়
✡ **কবিতাঃ** ৩২
♦ বাংলাদেশের গান ♦ প্রিয় বাংলাদেশ
♦ দেশের গান ♦ স্বাধীনতা সংগ্রাম।
✡ সোনামণিদের পাতা ৩৩
✡ স্বদেশ-বিদেশ ৩৪
✡ মুসলিম জাহান ৩৬
✡ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৩৭
✡ পাঠকের মতামত ৩৯
✡ সংগঠন সংবাদ ৪২
✡ প্রশ্নোত্তর ৪৭

সম্পাদকীয়

রক্তস্নাত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে কসোভোর স্বাধীনতা লাভঃ

বিশ্ব মানচিত্রে আরেকটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটল। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্য, ক্ষয়-ক্ষতি ও রক্তক্ষয়ী জাতিগত সংঘাতের মধ্য দিয়ে অবশেষে স্বাধীনতা লাভ করল বিশ্বের ১৯৪তম, মুসলিম বিশ্বের ৫৮তম এবং ইউরোপের তৃতীয় মুসলিম দেশ কসোভো। গত ১৭ ফেব্রুয়ারী সেদেশের পার্লামেন্টের এক ঐতিহাসিক অধিবেশনে সার্বিয়ার কাছ থেকে দেশটির স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। 'কসোভো লিবারেশন আর্মি'র একসময়কার নেতা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হাশিম থাচি পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১২০ সদস্য বিশিষ্ট পার্লামেন্টে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাব উত্থাপন করলে উপস্থিত ১০৯ জন পার্লামেন্ট সদস্যের সর্বসম্মত ভোটে তা পাশ হয়। উল্লেখ্য, সোস্যালিস্ট রিপাবলিক অব যুগোস্লাভিয়ার পতনের পর জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, মেসিডোনিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা এবং সার্বিয়া নামে পাঁচটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হ'লেও মুসলিম অধ্যুষিত কসোভোর স্বাধীনতাকে অস্ত্র ও নৃশংসতার মাধ্যমে দমিয়ে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা করেছিল সার্বীয়রা। কিন্তু শতকরা ৯২ ভাগ মুসলমানের আবাসভূমি কসোভোর স্বাধীনতার যৌক্তিক দাবীকে পদদলিত রাখার পশ্চিমা প্রয়াস শেষতক ব্যর্থ হয়। 'রিপাবলিক অব কসোভো' নামে বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নেয় স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র কসোভো। আর এরই সাথে সমাপ্তি ঘটল ইউরোপের পেট বলে খ্যাত বলকান অঞ্চলের 'ইউরোপিয়ান সিক্স অ্যাব' বা ছয়টি রাষ্ট্রের বিভক্তি। তবে এর মাধ্যমে একটি বিষয় পরিস্কার হয়েছে যে, যুগোস্লাভিয়া ভেঙ্গে ছয়টি রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় মুসলিম প্রধান বসনিয়া ও কসোভোর ক্ষেত্রে যত রক্ত ঝরেছে, বাকী চারটি রাষ্ট্র স্লোভেনিয়া, ম্যাসিডোনিয়া, ক্রোয়েশিয়া ও মন্টেনেগ্রোর বেলায় তার সিকি অংশও ঝরেনি। এর মূল কারণই হচ্ছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া। একই কারণে স্বাধীনতা লাভও বিলম্বিত হ'ল। দেশ দু'টি মুসলিম প্রধান না হ'লে অল্প সময়ের ব্যবধানেই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হ'ত। যেমনটি ঘটেছে পূর্ব তিমুর সহ যুগোস্লাভিয়ারই অন্যান্য চারটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে। উল্লেখ্য যে, বলকানের কসাই বলে খ্যাত যুগোস্লাভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচ শুধু বসনিয়াতেই দুই লাখ মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ৬০ হাযার মুসলিম মা-বোন হয়েছেন গণধর্ষণের শিকার। পঙ্গুত্ববরণ করতে হয়েছে ১০ লক্ষাধিক বনু আদমকে। অবশেষে ঐতিহাসিক 'ডেটন' চুক্তির মাধ্যমে ১৯৯২ সালের ১ মার্চ বসনিয়া-হার্জেগোভিনা স্বাধীনতা লাভ করে।

কসোভোর ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। কসোভোর ইতিহাসও বড়ই নিষ্করুণ। ১৩৮৯ সালের ২৮ জুন অনুষ্ঠিত

'ব্যাটল অব কসোভো'-তে সার্বীয় প্রিন্স ল্যাজারের পরাজয়ের মাধ্যমে কসোভোতে তুর্কি শাসনের সূচনা হয়। ১৪৫৫ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় কসোভো। ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধের মাধ্যমে সার্বিয়া তুর্কিদের কাছ থেকে কসোভো পুনরুদ্ধার করে এবং ১৯১৩ সালে 'লন্ডন চুক্তির' মাধ্যমে তা স্বীকৃতি পায়। ১৯৪৬ সালে কসোভো যুগোস্লাভিয়া প্রজাতন্ত্রের অঙ্গীভূত হয়। ১৯৭৪ সালে যুগোস্লাভ সংবিধান কসোভোর স্বায়ত্ত শাসনকে স্বীকৃতি দেয় এবং প্রাদেশিক সরকার গঠনের অনুমতি দেয়। ১৯৯০ সালে কসোভোর জাতিগত আলবেনিয়ান নেতারা সার্বিয়া থেকে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৯২ সালে কসোভোর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ইবরাহীম রুগোভা। শুরু হয় সংঘাত। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে কসোভোর পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে 'কসোভো লিবারেশন আর্মি' বা 'কেএলএ'। এতে সার্বীয়রা পাগলা কুকুরের ন্যায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। যুগোস্লাভিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচ স্বাধীনতাকামী গেরিলা ও জনগণকে দমন করতে শুরু করে ইতিহাসের বর্বরোচিত পৈশাচিক গণহত্যা। মাত্র ২০ লক্ষ জনগণ অধ্যুষিত ছোট্ট এই দেশটিতে সার্ব বাহিনীর নির্বিচার হামলায় অন্তত দশ সহস্র মুসলমানকে হত্যা করা হয়। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। প্রতিবেশী আলবেনিয়ায় পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচায় প্রায় ৬ লক্ষ মুসলমান। অবশেষে ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে ন্যাটো বাহিনী বিমান হামলা শুরু করে। অতঃপর ৯ জুন মেসিডোনিয়ার কুমালোভায় ন্যাটো ঘাঁটিতে ঐতিহাসিক 'কসোভো শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরের পর সার্ব সৈন্যদের পৈশাচিকতা বন্ধ হয়। অতঃপর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১২৪৪ নং রেজুলেশন অনুযায়ী কসোভোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠা করা হয় একটি অন্তর্বর্তী শাসন। ২০০৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিনিধি মারটি আতিসারির নেতৃত্বে গঠিত জাতিসংঘের বিশেষ এনভয় কসোভোর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে খুব দ্রুত এ বিষয়ে একটি সমাধানে পৌঁছানোর কাজে মারটি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিলেও রাশিয়ার ভেটোর কারণে তা বার বার ব্যর্থ হয়ে যায়। সবশেষে গত ১৭ ফেব্রুয়ারী'০৮ পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা লাভ করে কসোভো। পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার পর কসোভোকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দান করে আফগানিস্তান। অতঃপর স্বীকৃতি দেয় যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী সহ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত প্রধান প্রধান দেশগুলো। তবে রাশিয়া তাৎক্ষণিকভাবে কসোভোর স্বাধীনতা প্রত্যাখ্যান করে। সেই সাথে সার্বিয়া, স্পেন, বুলগেরিয়া, সাইপ্রাস, গ্রীস, রোমানিয়া ও স্লোভাকিয়াও এই স্বাধীনতাকে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে এ নিয়ে ইইউ দেশগুলির মধ্যে বিভক্তি ও মতদ্বৈততা যেমন সৃষ্টি হয়, তেমনি যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যেও উত্তেজনা সৃষ্টির আশংকা দেখা দেয়। ইতিমধ্যে কসোভোকে স্বীকৃতি দানকারী দেশ সমূহ থেকে সার্বিয়া তাদের রাষ্ট্রদূতদের দেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এবং যেকোন সময়ে কসোভোয় আক্রমণের হুমকি দিয়ে চলেছে। রাশিয়াও কসোভোতে সামরিক হামলার প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছে। সুতরাং দৃশ্যপট পর্যালোচনায় একথা প্রায় নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বলকানের রক্তাক্ত ইতিহাসের হয়ত যবনিকাপাত ঘটেনি। স্বার্থপর রক্তপিপাসু হায়েনাদের লোলুপ দৃষ্টি এখনো কসোভোর উপর থেকে সরে যায়নি। আর যাবেই বা কিভাবে? বলকান তথা কসোভোর ভূগর্ভে রয়েছে বিপুল পরিমাণ তরল সোনা বা তেল। এক হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর অনাবিস্কৃত তেলের শতকরা ৭৫ ভাগই আছে অত্রাঞ্চলে তথা কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলে। সেকারণ কে চায় এর নিয়ন্ত্রণ হারাতে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণামতে যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য পরাশক্তির চটজলদি স্বীকৃতি দানের উদ্দেশ্যও এমনটিই হ'তে পারে। গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকার কোন প্রমাণ না পাওয়া এবং নাইন ইলেভেনের ঘটনায় ইরাকের সম্পৃক্ততা খুঁজে না পাওয়ার পরও ইরাকে যুদ্ধ চলছে যে কারণে, ঠিক একই কারণে বলকান অঞ্চলে পরাশক্তিদের দ্বন্দ্ব অব্যাহত রয়েছে। আর এর নির্মম শিকার হবে নিরীহ মুসলমানগণ।

পরিশেষে মুসলিম বিশ্বের তালিকায় আরেকটি নবাগত দেশের নাম সংযুক্তিতে আমরা মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। ফালিল্লাহিল হাম্দ। যারা এই স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলছি, স্বার্থদুষ্ট না হয়ে বরং নিঃস্বার্থভাবে এবং যৌক্তিক কারণে একটি নির্যাতিত জনপদবাসীর পক্ষে নিজেদের সম্মতি প্রকাশ করুন। বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত কসোভোর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দান করুন। সেই সাথে কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, চেচনিয়া সহ বিশ্বের স্বাধীনতাকামী নির্যাতিত মুসলমানদের উপর থেকে নির্যাতনের খড়্গ সরিয়ে নিন। সংঘাত নয় শান্তির পথে ফিরে আসুন। জোর যার মুলুক তার এই নীতি প্রত্যাহার করে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তলুন। স্বাধীনতার ন্যায্য দাবীকে মেনে নিন। কেননা স্বাধীনতার দাবী একবার উত্থাপিত হ'লে তা সাময়িক প্রতিরোধ করা গেলেও চিরদিনের জন্য দমিয়ে রাখা যায় না। সময়ের ব্যবধানে একদিন না একদিন স্বাধীনতা অর্জিত হবেই। এটিই ইতিহাসের চূড়ান্ত বাস্তবতা। সবশেষে মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলব, কসোভোবাসীর দীর্ঘদিনের কাংখিত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করুন। কসোভোর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন ও সুসংহত থাক এটিই বিশ্ব মুসলিমের ঐকান্তিক প্রত্যাশা। আল্লাহ তা'আলাই প্রকৃত হেফাযতকারী॥

মুসলিম জাগরণ: সফলতা লাভের মূলনীতি

মূল ঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আলে ওছায়মীন

অনুবাদ ঃ নূরুল ইসলাম*

(শেষ কিস্তি)

নবম মূলনীতিঃ নম্র ও কোমল ব্যবহার

আল্লাহ্র দিকে ডাকার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য নম্র ও কোমল ব্যবহার করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَالاَ يُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لاَيُعْطِىْ عَلَى سِوَاهُ–

'হে আয়েশা! আল্লাহ তা'আলা নম্র ব্যবহারকারী। তিনি নম্রতা পসন্দ করেন। তিনি নম্রতার জন্য এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার জন্য দান করেন না; আর অন্য কোন কিছুর জন্যও তা দান করেন না'।[১] আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর বান্দাদের জন্য নম্র করে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ–

'আল্লাহ্র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হ'তে তবে তারা তোমার আশপাশ হ'তে সরে পড়ত' *(আলে ইমরান ১৫৯)*।

তুমি নিজেকে দিয়ে মানুষকে বিচার কর। যদি কেউ তোমাকে কোন বিষয়ে কঠোরতার সাথে সম্বোধন করে, তাহ'লে তোমার সাথে সে যেরূপ আচরণ করেছে তার সাথে সেরূপ আচরণ করতে তোমার মন তোমাকে প্রলুব্ধ করবে এবং শয়তান তোমাকে প্ররোচিত করে বলবে যে, এই ব্যক্তি নছীহত করতে চায় না; সে সমালোচনা করতে চায়। আর মানুষের স্বভাব হচ্ছে যখন সে উপলব্ধি করবে যে, যে তাকে সম্বোধন করছে সে তার সমালোচনা করতে চায় তখন সে তার দিকনির্দেশনা ও দাওয়াতের দিকে দৃকপাত করবে না। কিন্তু যদি সে (দা'ঈ) নম্রতা ও কোমলতার সাথে ঐ ব্যক্তিকে বলে যে, এ কাজ করা ঠিক নয়। অতঃপর তার জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বনের দ্বার রুদ্ধ করে হালাল পন্থা বাতলিয়ে দিলে তাতে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

আমি এতক্ষণ তোমাদেরকে যা বললাম তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা এবং তাঁর [রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)] অনুসৃত পদ্ধতি। আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার বাণী দ্বারা দৃষ্টান্ত পেশ করছি। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা 'রাঈনা' বলো না, বরং 'উনযুরনা' বলো' *(বাক্বারাহ ১০৪)*।* আল্লাহ অত্র আয়াতে একটি শব্দ বলতে নিষেধ করার সাথে সাথে তার পরিবর্তে অন্য আরেকটি শব্দ ব্যবহারের দিকনির্দেশনা প্রদান করে বলেন, 'তোমরা 'রাঈনা' বলো না; বরং 'উনযুরনা' বলো'। সুতরাং তুমি যখন মানুষের জন্য এমন একটি দ্বার বন্ধ করে দিবে যে দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, তখন তাদের জন্য হালাল দ্বার খুলে দিবে তথা হালাল পন্থা বাতলিয়ে দিবে। কারণ মানুষকে অবশ্যই নড়াচড়া ও কাজ করতে হবে। যেমন হাদীছে এসেছে, أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ حَارِثٌ وَهَمَّامٌ– 'সব থেকে যথার্থ নাম হচ্ছে 'হারেছ' (পরিশ্রমী) ও 'হাম্মাম' (আগ্রহী, আকাঙ্ক্ষী)'।[২]

যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে উৎকৃষ্ট খেজুর নিয়ে আসা হ'ল তখন তিনি এই নীতি অবলম্বন করে বললেন, أَكُلُّ تَمرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ 'খায়বারের সব খেজুর কী এ রকমের'? ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বললেন, না। বরং আমরা দু' ছা' এর পরিবর্তে এ ধরনের এক ছা' এবং তিন ছা' এর পরিবর্তে এর দু' ছা' খেজুর নিয়ে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

لاَتَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا–

'এরূপ করবে না। বরং মিশ্রিত খেজুর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিরহাম দিয়ে 'জানীব' (উৎকৃষ্ট) খেজুর ক্রয় করবে'।[৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে হালাল উপায়ের সন্ধান দিয়ে দিরহামের বিনিময়ে খারাপ খেজুর বিক্রি করে তা দ্বারা উৎকৃষ্ট খেজুর ক্রয় করতে বললেন। তিনি তাদের জন্য হারাম পন্থা নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে বৈধ পন্থা বাতলিয়ে দিলেন। কাজেই দাঈর উচিত হচ্ছে যখন তিনি মানুষের জন্য অবৈধ বিষয় উল্লেখ করবেন তখন বৈধ বিষয় বলে দিবেন।

---

* *এম.এ (শেষ বর্ষ), আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *মুসলিম হা/২৫৯৩ 'সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'নম্র ব্যবহারের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।*

* *رَاعِنَا শব্দটি مراعة হ'তে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ। رعى অর্থঃ অন্যকে রক্ষা করা বা দেখাশুনা করা। মুমিনগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কথোপকথনের সময় এই শব্দ ব্যবহার করত। অর্থঃ 'আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন ও ধীরে চলুন'। এই শব্দটি ইহুদীদের ভাষায় 'ভর্ৎসনা' অর্থে ব্যবহৃত হ'ত। رعونة হ'তে নির্গত অর্থে 'হে বোকা'। মুমিনগণকে এই শব্দ ব্যবহার করতে দেখে তারাও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তা ব্যবহার করে পরস্পরের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা করত। সুতরাং মুমিনগণকে উক্ত শব্দ পরিহার করে পরিষ্কার অর্থবোধক শব্দ انظرنا (আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন) ব্যবহার করতে বলা হয়েছে (বিস্তারিত আলোচনা দ্র: তাফসীরে ত্বাবারী (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৪০৬/১৯৮৬), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩-৭৫; তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৫-৭ প্রভৃতি)।-অনুবাদক]*

২. *আহমাদ ৪/৩৪৫ পৃঃ; আবূ দাঊদ হা/৪৯৫০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'নাম পরিবর্তন করা' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ।*

৩. *বুখারী হা/২২০১-২২০২ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'উৎকৃষ্ট খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করতে চাইলে' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১৫৯৩ 'মুসাকাত' অধ্যায়।*

যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুসন্ধান করবে সে তাঁকে উম্মতের প্রতি কোমল ব্যবহারকারী রূপে পাবে। এর জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ বেদুঈনের ঘটনা যে মসজিদে প্রবেশ করে এক পার্শ্বে গিয়ে পেশাব করতে শুরু করেছিল। এতে লোকজন তার দিকে ছুটে গিয়ে তাকে ধমকাতে লাগল। কেননা সে খুবই নিকৃষ্ট কাজ করেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে ধমক দিলে তারা চুপ হয়ে গেল। বেদুঈন পেশাব করা শেষ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দিতে বললেন। এতে অপবিত্রতার ফিতনা দূর হ'ল। অতঃপর বেদুঈনকে ডেকে বললেন,

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَيَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْأَذَى أَوِ الْقَذَرِ، وَإِنَّمَا هِيَ لِلصَّلاَةِ وَالتَّكْبِيْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ–

'এই মসজিদ সমূহে কোন প্রকার কষ্টদায়ক বস্তু রাখা বা একে কোন প্রকার নাপাক করা সঙ্গত নয়। এসবতো শুধু ছালাত আদায় করা, তাকবীর বলা ও কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য'।[৪] অথবা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনুরূপ কিছু বলেছিলেন। আর মুসনাদে আহমাদে এসেছে যে, ঐ লোকটি বলেছিল, اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَمُحَمَّدًا وَلاَتَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا– 'হে আল্লাহ! আমার এবং মুহাম্মাদের উপর রহম কর এবং আমাদের সাথে কারো প্রতি রহম কর না'।[৫] কারণ মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার সাথে নম্র ব্যবহার করেছিলেন এবং তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন।

আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়া এবং অসৎকর্মকে অস্বীকার করার ব্যাপারে এই পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য আমি ভ্রাতৃবর্গকে আহ্বান জানাচ্ছি। নম্রতা অবলম্বনের মাধ্যমে এমন সাফল্য অর্জিত হবে যা কঠোরতার মাধ্যমে অর্জিত হবে না।

দশম মূলনীতিঃ ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধের ব্যাপারে যুবকদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ

ওলামায়ে কেরাম ও অন্যদের মাঝে যে মতবিরোধ রয়েছে সে ব্যাপারে দাঈ যুবক ও দায়িত্বশীলদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা উচিত এবং তাদের আক্বীদা অনুযায়ী যারা কোন ভুল পথ অবলম্বন করেছে তাদের ক্ষেত্রে এ মতভেদকে ওযর হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। কেননা অনেকে অন্যদের সম্মান ক্ষুণ্ন ও সমালোচনা করার জন্য তাদের ভুল-ত্রুটিগুলো খুঁজে বেড়ায়। এটা বড় ভুল। যদি সাধারণ লোকের গীবত করা কবীরা গুনাহ হয় তাহ'লে কোন আলেমের গীবত করা আরো বড় গুনাহ। কেননা কোন আলেমের গীবত করলে তার ক্ষতি শুধু আলেমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তার ও সে যে শারঈ জ্ঞানের অধিকারী তার উপরও পড়ে। আর মানুষ যখন কোন আলেমের ব্যাপারে উদাসীন হয় অথবা তিনি তাদের দৃষ্টির অগোচরে চলে যান, তখন তার বক্তব্যও তাদের গোচরীভূত হয় না। যেহেতু তিনি হক কথা বলতেন এবং সেদিকে মানুষকে আহ্বান করতেন সেহেতু ঐ আলেমের গীবত করা মানুষ ও তার শারঈ জ্ঞানের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এর ভয়াবহতা অনেক বেশী।

আমার মতে ওলামায়ে কেরামের মাঝে যে মতবিরোধ চলছে সেগুলোকে ঐ যুবকেরা ভাল নিয়ত ও ইজতিহাদের উপর অর্পণ করবে এবং তারা যেসব মাসআলায় ভুল করেছেন সেক্ষেত্রে তাদেরকে মা'যূর মনে করবে। যুবকেরা যেসব বিষয়কে ভুল মনে করে সে ব্যাপারে তাদের (ওলামায়ে কেরাম) সাথে কথা বলতে কোন বাধা নেই। যাতে তারা তাদেরকে ব্যাখ্যা করতে পারেন যে, তাদের পক্ষ থেকে কি ভুল হয়েছে, না যারা বলেছে যে তারা ভুল করেছেন তাদের পক্ষ থেকে? কারণ মানুষ কখনো মনে করে যে, অমুক আলেমের কথা ভুল। কিন্তু আলোচনা-পর্যালোচনার পর তার কথার যথার্থতা তার কাছে প্রস্ফূটিত হয়। আর মানুষের ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ– 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুল করে। আর যারা তওবা করে তারাই শ্রেষ্ঠ ভুলকারী'।[৬] পক্ষান্তরে কোন আলেমের পদস্খলন ঘটলে বা তিনি ভুল করলে তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়াতে আনন্দিত হ'লে দলাদলির সৃষ্টি হয়। আর এটা সালাফে ছালেহীনের পদ্ধতিও নয়।

অনুরূপভাবে রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে যে ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয় সেগুলোকে তাদের প্রত্যেকটি কাজে অপবাদ দেয়ার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা এবং তাদের ভাল কাজগুলো থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া আমাদের জন্য ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَيَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوْا–

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ কর না' *(মায়েদাহ ৮)*। অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ যেন তোমাদেরকে অবিচার করার প্রতি প্রলুব্ধ না করে। কারণ ন্যায়বিচার করা

৪. *মুসলিম হা/২৮৫ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'মসজিদে পেশাব এবং অন্যান্য নাপাকী পড়লে তা ধুয়ে ফেলা যরূরী' অনুচ্ছেদ।*

৫. *মুসনাদে আহমাদ ২/২৩৯ পৃঃ।*

৬. *আহমাদ ৩/১৯৮ পৃঃ; তিরমিযী হা/২৪৯৯ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১ 'আধ্যাত্মিকতা' অধ্যায়, 'তওবা' অনুচ্ছেদ, হাদীছ হাসান।*

ওয়াজিব। কোন রাষ্ট্রপ্রধান, আলেম বা অন্যদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো মানুষের মাঝে প্রচার করে তাদের ভাল কাজগুলো সম্পর্কে চুপ থাকা কোন মানুষের জন্য বৈধ নয়। কেননা এটা ইনছাফ নয়।

তুমি নিজের ক্ষেত্রে বিষয়টিকে এভাবে বিবেচনা কর যে, যদি কেউ তোমার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে এবং তোমার ভাল ও সঠিক কাজগুলো গোপন রেখে তোমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও খারাপ কাজগুলোকে প্রচার করতে থাকে, তাহ'লে এটাকে তুমি তার পক্ষ থেকে তোমার উপর চাপিয়ে দেয়া একটা অপরাধ হিসাবে গণ্য করবে। তুমি যদি নিজের ক্ষেত্রে এমনটা বিবেচনা কর, তাহ'লে অন্যদের ক্ষেত্রেও তা বিবেচনা করা তোমার কর্তব্য। আমি (লেখক) একটু আগে ইঙ্গিত দিয়েছি যে, তুমি যে বিষয়টিকে ভুল বলে মনে করছ সে বিষয়ে ঐ ব্যক্তির সাথে তোমার মিলিত হওয়া এবং আলোচনা করা উচিত যাকে তুমি ভুলে নিপতিত বলে মনে করছ। আলোচনা-পর্যালোচনার পর তার অবস্থান পরিস্কার হবে।

আলোচনা-পর্যালোচনার পর কত মানুষ তার মত থেকে প্রত্যাবর্তন করে সঠিক মত গ্রহণ করেছে আর কত মানুষের সাথে আলোচনা করার পর তার কথাই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ আমরা ধারণা করেছিলাম যে, সে ভুলে নিপতিত রয়েছে। আমাদের মনে রাখা উচিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণীঃ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا– 'মুমিন মুমিনের জন্য ইমারতের ন্যায় যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে'।[৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِيْ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ–

'যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে চায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়- তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যে, সে আল্লাহ্র এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে এবং সে যেন মানুষের সাথে এমন আচরণ করে যে আচরণ সে তার নিজের জন্য পসন্দ করে'।[৮] এটাই হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা ও সঠিক পথ।

৭. *বুখারী হা/৬০২৬ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'মুমিনদের পরস্পর সহযোগিতা' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/২৫৮৫ 'সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'মুমিনদের পরস্পর সহমর্মিতা, হামদরদী ও সহযোগিতা' অনুচ্ছেদ।*

৮. *মুসলিম হা/১৮৪৪ 'ইমারত' অধ্যায়, 'বায়'আত গ্রহণকৃত খলীফা পরম্পরায় তাদের আনুগত্যের শপথ অবশ্য পালনীয়' অনুচ্ছেদ।*

একাদশ মূলনীতিঃ শরী'আত ও বিবেকের দাবী অনুযায়ী আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা

এই জাগরণ ও বরকতময় আন্দোলনের লোকদেরকে আবেগ যেন প্রলুব্ধ-প্ররোচিত করে বিবেকবোধ এবং শরী'আতের দাবী অনুযায়ী সঠিক পথে চলা থেকে বিরত না রাখে। কারণ আবেগ যদি শরী'আত ও বিবেকের দাবী অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহ'লে তা হবে ঘূর্ণিঝড় সদৃশ। এক্ষেত্রে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য আমাদের চিন্তা-চেতনা হবে সূদূরপ্রসারী। তবে একথার দ্বারা আমি বুঝাতে চাচ্ছি না যে, বাতিলের ব্যাপারে আমরা চুপ থাকব বা বাতিলকে সমর্থন করব। আমি বলতে চাচ্ছি যে, আমাদেরকে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এবং বাতিলকে দূরীভূতকরণ ও তার মূলোৎপাটনের জন্য সাধ্যানুযায়ী হিকমত অবলম্বন করতে হবে। কেননা হিকমত অবলম্বন করার পথ দীর্ঘ হ'লেও তার ফল হবে সবার জন্য সুখকর। আবেগ হয়ত অগ্নিশিখাকে নির্বাপিত করতে পারবে। কিন্তু জ্বলন্ত অঙ্গারকে নির্বাপিত করতে পারবে না। যেই অঙ্গার হয়ত পরবর্তীতে জ্বলে উঠবে।

এজন্য এই আন্দোলন ও জাগরণের নেতৃত্ব দানকারী ভ্রাতৃবর্গ ও যুবকদেরকে ধীরস্থিরতা অবলম্বন, দূরদৃষ্টি পোষণ ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়ার জন্য আমি অনুপ্রাণিত করছি। তারা যেন তাদের যাবতীয় কর্মকে শরী'আতের বিধানের আলোকে পরিচালিত করে এবং আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেয়া ও অসৎ কর্মকে দূরীভূতকরণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হিকমত অবলম্বনের দিকে দৃষ্টিপাত করে। যাতে তারা তাঁর কাছ থেকে উত্তম নমুনা গ্রহণ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ কতইনা উত্তম!

মুসলিম জাগরণ প্রত্যাশী যুবকদের বলব, আমরা যদি মুসলিম উম্মাহকে তাদের নিদ্রা ও অসচেতনতা থেকে জাগিয়ে তুলতে চাই তাহ'লে আমাদেরকে সূদৃঢ় পরিকল্পনা ও ভিত্তির উপর চলতে হবে। কারণ আমরা আল্লাহ্র বিধান কার্যকর এবং আল্লাহ্র যমীনে তার বান্দাদের মাঝে তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এটা মহৎ লক্ষ্য। কিন্তু শুধু আবেগ দ্বারা এই লক্ষ্য অর্জিত হবে না। তাই আমাদের আবেগকে শরী'আতের বিধান ও বিবেক দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

দ্বাদশ মূলনীতিঃ যুবকদের মাঝে ভ্রমণ ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা

আমি যুবকদেরকে তাদের মাঝে ভ্রমণের ব্যবস্থা করার জন্য উৎসাহিত করব, যাতে তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসার বন্ধন সূদৃঢ় হয়। তাদের উচিত মুসলিম উম্মাহ্র ইতিহাস- ঐতিহ্য অধ্যয়ন করা যাতে তারা এক অন্তর ও এক ব্যক্তির ন্যায় হ'তে পারে। কাছে বা দূরে যেখানেই হোক না কেন ভ্রমণের অনেক উপকারিতা রয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা দরকার।

ত্রয়োদশ মূলনীতিঃ ফিতনা-ফাসাদের আধিক্য দেখে নিরাশ না হওয়া

মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে ফিতনা-ফাসাদের আধিক্য এবং হকের প্রতিরোধকারীদের দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখে সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কারণ ইবনুল ক্বাইয়িমের বর্ণনা অনুযায়ী হক বা সত্যের স্বরূপ হচ্ছে-

اَلْحَقُّ مَنْصُوْرٌ وَمُمْتَحَنٌ فَلاَ تَعْجَبْ فَهٰذِىْ سُنَّةُ الرَّحْمٰنِ

'হক বিজিত ও পরীক্ষিত হবে- তাতে বিস্ময়ের কি আছে? কারণ এটাই আল্লাহ্র রীতি'।

হকের সাথে বাতিলের লড়াই চলবেই। মহান আল্লাহ বলেন,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيْرًا–

'এভাবে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম আমি অপরাধীদেরকে। তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট' *(ফুরক্বান ৩১)*।

অপরাধীরা মানুষকে পথভ্রষ্ট, হককে অকার্যকর এবং মানুষকে নিশ্চুপ করে তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ বলছেন, নবীদের শত্রুদের মধ্যে যে তাঁকে [রাসূল (ছাঃ)] পথভ্রষ্ট করতে এবং বাধা দিতে চায় তার ক্ষেত্রে 'তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট'। কাজেই আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়; বরং অপেক্ষা করা ও আশান্বিত হওয়া দরকার। অচিরেই মুত্তাক্বীদের জন্যই শুভ পরিণতি নির্ধারিত হবে। সমাজে এমন অনেক লোক আছে যারা বাতিল চিন্তাধারা দ্বারা যুবকের সঠিক চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করতে চায়। তারা এ হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় এমনকি মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট ও সন্দিগ্ধ করে এবং তাদেরকে হক পথের অনুসারী হ'তে বাধা দেয়। কিন্তু অচিরেই গ্যাড়াকলে তারাই পড়বে। যে ব্যক্তি তার চিন্তাধারার দ্বারা হক্বকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইবে, সেই গ্যাড়াকলে পড়বে। কেননা আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন তাঁর দ্বীন ও কিতাব কুরআন মাজীদের সাহায্যকারী। কাজেই দাওয়াতী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা এবং তাকে সফলতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছানোর চেষ্টা করার ব্যাপারে আশান্বিত হওয়া শক্তিশালী চালিকাশক্তি। তদ্রূপ নিরাশ হওয়া ব্যর্থতা ও দাওয়াতী কর্মকাণ্ডে পিছিয়ে থাকার কারণ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর জাতির পক্ষ থেকে যেদিন সবচেয়ে কষ্ট পেয়েছিলেন সেই দিনে তাঁর দূরদৃষ্টি ও উচ্চাশার দিকে দৃষ্টিপাত কর। তিনি তায়েফের লোকদেরকে আল্লাহ্র দিকে ডাকলে তারা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং যুবকদেরকে তার পিছনে লেলিয়ে দেয়। যখন তিনি 'কারনুল মানাযিল' নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন জিবরীল (আঃ) তাঁকে ডেকে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনার সম্প্রদায়ের কথা ও তাদের প্রত্যুত্তর শ্রবণ করেছেন। তিনি আপনার কাছে পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা পাঠিয়েছেন যাতে তাদের ব্যাপারে আপনি যা করতে চান সে বিষয়ে তাঁকে নির্দেশ দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

فَنَادَانِىْ مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، ذٰلِكَ فِيْمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمِ الْأَخْشَبَيْنِ–

'অতঃপর পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা আমাকে ডেকে সালাম দিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি চাইলে আমি তাদের উপর মক্কার দু'টি পাহাড় (আবূ কুবাইস ও কাঈকা'আন) চাপিয়ে তাদেরকে পিষে মারব। উত্তরে তিনি বললেন,

بَلْ أَرْجُوْ أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَّعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَيُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا–

'বরং আমি আশা পোষণ করি যে, আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম দিবেন যে, যারা এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না'।[৯]

চতুর্দশ মূলনীতিঃ শাসকগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা

শাসকগোষ্ঠী তথা রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারক, মন্ত্রণালয়ের লোকজন, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে আমাদের যোগাযোগ রক্ষা করে চলা উচিত। তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করা এবং একথা মনে করা ঠিক নয় যে, আমরা এক গ্রহের বাসিন্দা আর তারা অন্য গ্রহের বাসিন্দা। যখন আমাদের মনে এ চিন্তা ভর করবে তখন সংস্কার হবে দুঃসাধ্য। তাই হক্বের দোরগোড়ায় পৌঁছার জন্য আমাদেরকে বিনয়ী হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ 'আর যে কেউ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য বিনীত হ'লে তিনি তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন'।[১০]

শাসকগোষ্ঠী, বিচারক ও মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উচ্চপদস্থ লোকদের সাথে যখন আমাদের যোগাযোগ থাকবে এবং আমাদের ও তাদের মাঝে চমৎকার বোঝাপড়া সৃষ্টি হবে, তখন ইনশাআল্লাহ ফলাফল হবে ভাল।

আল্লাহ্র কাছে আমাদের বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের অন্তরকে একত্রিত করেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে বিধান গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি করেন, আমাদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাঁর শরী'আতের যেসব বিষয় আমাদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে তা যেন আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দেন। তিনি মহৎ, দানশীল। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর বংশধর ও ছাহাবীগণের উপর।

---

৯. *বুখারী হা/৩২৩১ 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, 'যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে, আর আসমানের ফেরেশতাগণ আমীন বলেন এবং একের আমীন অন্যের আমীনের সাথে উচ্চারিত হয়, তখন সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১৭৯৫ 'জিহাদ ও সিয়ার' অধ্যায়, 'মুশরিক ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুঃখ-কষ্ট ভোগ' অনুচ্ছেদ।*

১০. *মুসলিম হা/২৫৮৮ 'সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'ক্ষমা ও বিনয়ের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।*

আধ্যাত্মিক জগতে ছালাতের গুরুত্ব

*রফীক আহমাদ**

আধ্যাত্মিক জগৎ বলতে আমরা যা বুঝি তা হ'ল অদৃশ্য জগৎ হ'তে মানুষ তার চিন্তা-চেতনা, কল্পনা ও গবেষণার দ্বারা যতটুকু জ্ঞান সংগ্রহ করে সেটাই তার আধ্যাত্মিক জগৎ। প্রত্যেক মানুষের জন্য পৃথক পৃথক আধ্যাত্মিক জগৎ বরাদ্দ আছে। কেউ কখনো কারো আধ্যাত্মিক জগতের বিন্দুমাত্র হুবহু অবয়ব দেখতে পায় না এবং তা সম্ভবও নয়। আবার কেউ কারও আধ্যাত্মিক জগতে সরাসরি প্রবেশ করতে বা হস্তক্ষেপ করতেও পারে না। তবে অনুমান ভিত্তিক একজন অন্যজনের সেই জগতে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে পারে মাত্র। অবশ্য প্রত্যেকেরই নিজ নিজ আধ্যাত্মিক জগতে তার সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান। সেখানে অন্য কারো কোন অধিকার বা প্রবেশাধিকার নেই।

কিন্তু সমস্ত অদৃশ্য জগতের মালিক আল্লাহ তা'আলা তো সকল মানুষের সম্মিলিত আধ্যাত্মিক জগতের মালিক এবং পৃথক পৃথক সত্তেরও মালিক। তাই আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধানে মানুষ একজন আরেক জনের সাহায্য-সহযোগিতা চাইতে পারে বা পসন্দমত একজন অন্যজনকে অনুসরণ করতে পারে। এতে দোষের কিছু নেই বা কোন বাধাও নেই; বরং এরূপ হওয়াটা স্বাভাবিক। আর এ আধ্যাত্মিক জগতে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-অসুন্দর, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, শান্তি-অশান্তি, অনুকূল-প্রতিকূল ইত্যাদি বিষয়গুলোর কোন অভাব নেই, সেখানে রয়েছে অফূরন্ত ভাণ্ডার। এখানে যার যা ভাল লাগে সে তাই করে বা যে যেমন শিক্ষা পায় সে তেমন চলে। অবশ্য এক্ষেত্রে বা সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষা ও পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম।

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, অদৃশ্য জগৎ ও মানুষের আধ্যাত্মিক জগতের একমাত্র অধিকর্তা আল্লাহ তা'আলা ঊর্ধ্ব জগতে স্বীয় আসনে অধিষ্ঠিত থেকে সবকিছু পরিচালনা করছেন এবং নিয়ন্ত্রণও করছেন। তিনি মানুষের স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্র আধ্যাত্মিক জগৎ সহ সমস্ত বস্তুর নিয়ন্ত্রক ও রক্ষক। তিনি মানুষকে এ পার্থিব জগতে নীতিগতভাবে সত্য ও সঠিক পথে চলতে আদেশ দিয়েছেন, একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক জগতের অভ্যন্তরেও আল্লাহ্র অনুগ্রহ অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ মানুষের কর্মক্ষেত্রের জন্য যেমন পার্থিব জগতের বাস্তব উপাদান তথা সূর্য, চন্দ্র, আসমান-যমীন ইত্যাদির প্রয়োজন আছে, অনুরূপভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আধ্যাত্মিক জগতের অদৃশ্য বস্তু সমূহ বা উপাদান সমূহের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া আধ্যাত্মিক জগতে চলার ক্ষেত্রে অকৃত্রিম বা উত্তম নীতি অবলম্বন করলে তা হবে সুদূরপ্রসারী, ভবিষ্যতের জন্য এক মযবূত পাথেয় এবং অনাবিল শান্তির অন্যতম উপাদান।

ছালাত জগতের বুকে শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আর ছালাতের শ্রেষ্ঠাংশের উপাদান সমূহ অদৃশ্য জগতে অবস্থান করছে। প্রত্যেক মানুষকে তথা বিশ্বাসী মানুষকে তার ছালাতের অভিন্ন গুণাবলী নিজের আধ্যাত্মিক জগতের অদৃশ্য শক্তি হ'তে সঞ্চয় করতে হয়। তাছাড়া ছালাতের সঙ্গে আধ্যাত্মিক শক্তির নিবিড় সম্পর্ক অত্যাবশ্যক। কারণ আধ্যাত্মিক বিজয় ছাড়া ছালাতের পরিপূর্ণ সাফল্য অসম্ভব। ছালাত একটি নিত্যনৈমিত্তিক ও নির্দিষ্ট সময়ের ইবাদত। যেকোন সময় নিজের ইচ্ছামত তা বাস্তবায়ন করা যায় না বা করার কোন বিধান নেই। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا 'নিশ্চয়ই ছালাত মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে' *(নিসা ১০৩)*।

সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায়ের যে প্রস্তুতি তা নিঃসন্দেহে আধ্যাত্মিক জগতের অবদান। মহান আল্লাহ তা'আলা এই নির্দিষ্ট সময়গুলোতে বান্দার ছালাত আদায় দেখেন, শোনেন ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেন। যেহেতু একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিলের শ্রেষ্ঠ প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি হিসাবে ছালাতের উৎপত্তি হয়েছে। সুতরাং বান্দাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানের উপযোগী স্বচ্ছ মানসিকতা ও আদর্শ পদ্ধতি অনুযায়ী নিয়মিত ছালাত আদায় করতে হবে। আবার বান্দার ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া বা আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ছালাতের মাধ্যমেই তাকে একমাত্র আল্লাহ্র সমীপে বিনীত চিত্তে আবেদন-নিবেদন, দো'আ ও প্রার্থনা করতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ،

'হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন' *(বাক্বারাহ ১৫৩)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ–

'ধৈর্যের সাথে ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন, কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব' *(বাক্বারাহ ৪৫)*।

* *শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ‘আর আল্লাহ্র সামনে (ছালাতে) একান্ত আদবের (বিনয়ের) সাথে দাঁড়াও’ *(বাক্বারাহ ১৩৮)*।

ছালাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত হয়েছে এবং উক্ত সময়গুলোতে স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা (বান্দার) ছালাত আদায় গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেন। আল্লাহ্র এ পরিদর্শন অবশ্যই সন্তোষজনক হওয়া উচিত। এতদুদ্দেশ্যে আল্লাহ তা‘আলা ছালাতের অবয়বকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে বার বার নির্দেশ করেছেন। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে পরম করুণাময় আল্লাহ তা‘আলা ছালাতের প্রতি বিশ্বাসী বা ছালাত আদায়কারী বান্দাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উপযোগী ও বান্দার আশা-প্রত্যাশা পূরণের উপযোগী ছালাত আদায়ের শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ বা উপদেশ মালা প্রদান করেছেন। এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছালাত এবং বান্দার আবেদন-নিবেদন, চাওয়া-পাওয়া, আশা-প্রত্যাশা প্রভৃতি পূরণের গুণবিশিষ্ট ছালাতের অভ্যন্তরস্থ আদর্শ এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ সকল ছালাতের আভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা, পবিত্রতা ও অকৃত্রিমতা সর্বদাই সমান।

আল্লাহ্র অসীম ও অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই নগণ্য। আর যেটুকু আছে তারও সঠিক প্রয়োগ হয় না। অবহেলিত, অমনোযোগী ও অলস অবস্থায় সময় কেটে যায়। তাই উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত নিয়ম-পদ্ধতিতে ছালাত আদায়ের খুবই অভাব। অদৃশ্য জ্ঞাত ও সকল মানুষের অন্তর্যামী এক আল্লাহ তা‘আলার নিকট অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বার্তাই এক। মানুষের চরিত্র সম্বন্ধেও তিনি সর্বাধিক জ্ঞাত। ছালাতে মানুষের অমনোযোগী, গাফেলতী বা উদাসীনতার কথা তিনি জানেন। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্র ইবাদত অপেক্ষা তার ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ আহরণেই অধিক মনোযোগী। কিন্তু ধর্মীয় ও নীতিগতভাবে তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মানুষ ধন-সম্পদ শিক্ষা বা উন্নত জীবন ব্যবস্থায় যে অকৃত্রিম চিন্তাভাবনা ও অধ্যাবসায়ে লিপ্ত থাকে শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাতের মর্যাদা রক্ষায় তদপেক্ষা সামান্য বেশী আন্তরিক হ’লেই তার জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

মানুষ তার আন্তরিক চাহিদা পূরণের উপযোগী বুদ্ধি সংগ্রহের জন্য চিন্তার গভীরে চলে গিয়ে অদৃশ্যজগতে বা আধ্যাত্মিক জগতে মিশে যায় এবং সেখান থেকে জ্ঞান বুদ্ধি সংগ্রহ করে তা কাজে লাগিয়ে কেউ কেউ অসাধারণ উন্নতি লাভ করতে পারে। কিন্তু ছালাতের ক্ষেত্রে এরূপ সদস্যের সংখ্যা খুবই স্বল্প। তাই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের বিশেষ করে মুমিন বান্দাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাঁর বান্দারা যেন বিনয়, নম্রতা ও ধৈর্যের সাথে ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সমীপে আবেদন-নিবেদন, দো‘আ-প্রার্থনা ও কাকুতি-মিনতি করে সফলতার আশা নিয়ে। মহিমাময় আল্লাহ্র এই পবিত্র বাণী অনুসরণকারীদের এ পথে (ছালাতে) অনুগমনের জন্য অবশ্যই নিভৃত চিন্তার গহীনে প্রবেশ করে ছালাতে ফিরতে হবে। অবশ্য ছালাতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরা আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হ’তে শিক্ষা লাভ করে বাস্তব জীবনে তার প্রতিফল ঘটায়।

পৃথিবীর জ্ঞানী পণ্ডিতগণ তাদের অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হচ্ছেন। কাজেই ছালাতের মত একটি একনিষ্ঠ প্রার্থনাকে আধ্যাত্মিক সাধানার দ্বারা হৃদয়ের গহীনে নিয়ে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন কাজ নয়। তবে এ সাধনায় আল্লাহ্র বিশ্বস্ত বান্দা ছাড়া অন্যরা খুব কম অগ্রসর হবে। অবশ্য যাদের মধ্যে আল্লাহভীতি এসে যাবে মৃত্যুভীতি, কবরভীতি, আখেরাতভীতি প্রভৃতি যাদেরকে ঘিরে ধরবে তারা খুব সহজেই আধ্যাত্মিক জগতের মাধ্যমে ছালাতের প্রকৃত অবয়বে ফিরে আসতে পারবে। মোটকথা ছালাতে অংশগ্রহণে তা সার্বিক উন্নয়নে যেকোন ভূমিকা গ্রহণে আল্লাহ্র বিশ্বস্ত বান্দার বিকল্প নেই। একারণে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের সার্বিক কল্যাণ বিধান ও অসচেতনদের সচেতন করার বারবার বর্ণনা দ্বারা স্মরণ করিয়ে দেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ বীজকে ও আঁটিকে অঙ্কুরিত করেন। তিনিই মৃত থেকে জীবন্তকে বের করেন ও জীবন্ত থেকে মৃতকে বের করেন। এইতো আল্লাহ, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে? তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান। আর তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন। এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা তার সাহায্যে স্থলে ও সমুদ্রে অন্ধকারে পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হ’তে সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান রয়েছে। অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এসব বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, তারপর তা দিয়ে তিনি সব রকম গাছে চারা উদ্গত করেন, এরপর তা থেকে তিনি সবুজ পাতা গজান, পরে তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানার সৃষ্টি করেন। আর তিনি খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি বের করেন ও আঙ্গুরের বাগান (সৃষ্টি করেন) যয়তুন ও ডালিম, যা একে অন্যের মতো, আবার নয়ও। যখন তাদের ফল ধরে ও ফল পাকে তখন সেগুলোর দিকে লক্ষ্য কর। নিশ্চয়ই এগুলোতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে’ *(আন‘আম ৯৫-৯৯)*।

একই মর্মে বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, 'বিশ্বাসীদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে। তোমাদের সৃষ্টিতে ও জীবজন্তুর বংশ বিস্তারে বিশ্বাসীদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে। নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে, যে বৃষ্টি দিয়ে পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা হয় তার মধ্যে আর বায়ুর পরিবর্তনে। এগুলো আল্লাহ্র আয়াত যা তিনি আপনার কাছে আবৃত্তি করেছেন যথাযথভাবে। সুতরাং আল্লাহ্র পরিবর্তে ওরা আর কার বাণীতে বিশ্বাস করবে' *(জাছিয়া ৩-৬)*।

বিষয়বস্তুকে আরও অধিক হৃদয়গ্রাহী করার প্রয়াসে মহান আল্লাহ তাঁর হাবীব (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন। আপনি কি দেখেন না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা ও উড়ন্ত পাখীরা আল্লাহ্র পবিত্র মহিমা কীর্তন করে? সকলেই তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। আর ওরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ ভাল করেই জানেন। আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই, আর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন। আপনি কি দেখেন না আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, তারপর তাদেরকে একত্র করেন ও পরে পুঞ্জীভূত করেন। আপনি দেখতে পান, তারপর তার থেকে বৃষ্টি নামে। আকাশের শিলাস্তূপ থেকে তিনি বর্ষণ করেন শিলা আর এ দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন। আর যাকে ইচ্ছা তার উপর থেকে একে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক প্রায় দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়। আল্লাহ দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটান, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য এতে শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ পানি হ'তে সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন। তাদের কিছু বুকে ভর দিয়ে চলে, কিছু দুই পায়ে চলে ও কিছু চার পায়ে। আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমি অবশ্য সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন' *(নূর ৪১-৪৬)*।

মানুষকে আধ্যাত্মিক জগৎ হ'তে জ্ঞান সংগ্রহের সহায়তায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে মানুষের উপকারে যা লাগে তা দিয়ে জাহাজের সমুদ্র যাত্রায়, সেই বৃষ্টিতে যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেন, যার দ্বারা তিনি মৃত পৃথিবীকে পুনরুজ্জীবিত করেন ও সেখানে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তার ঘটান। আর সেই বায়ুপ্রবাহের পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সেবায় নিয়োজিত সেই মেঘমালায় জ্ঞানী লোকের জন্য তো বহু নিদর্শন রয়েছে' *(বাক্বারাহ ১৬৪)*।

মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সামান্য জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু জ্ঞানের মূল্যবান উপাদানগুলো প্রধানত অদৃশ্য জগতে মিশে আছে। সেখান হ'তে তা প্রয়োজন মত সংগ্রহ করা হয়। প্রায় একই সময়কালে জন্মগ্রহণকারী মানুষ দলে দলে বড় হয়ে লেখাপড়া ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে, সবাই নিজ পসন্দমত কর্ম নিয়ে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভে ব্রতী হয়। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তাদের অসাধারণ চিন্তার সুফল দ্বারা সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। অতঃপর তারা তাদের আভিজাত্য প্রমাণের জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকা তৈরী করে ফেলে। এ ধন-সম্পদ, প্রাসাদ-ইমারত শুধু তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সুখ-সুবিধা, শান্তি-প্রশান্তি, আনন্দ-উল্লাস ইত্যাদি কাজে নিবেদিত থাকে। তার এ বিপুল সম্পদ পৃথিবীবাসী, তার দেশবাসী, তার গ্রামবাসী বা শহরবাসী, তার প্রতিবেশী এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তাকেও সুখী করতে পারে না। পারে না তার মাতাপিতা, সহোদর ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, গরীব-দুঃখী, ভিক্ষুক, ইয়াতীম-অনাথ, মিসকীন, পঙ্গু ও অসহায় মানুষের অভাব মেটাতে। এদের অভাব-অভিযোগ মেটালে কখনই এরা পারত না এই বিশাল বিশাল ইমারত তৈরী করতে, পারত না প্রমোদ তরী তৈরী করে বিশ্ব ভ্রমণের মাধ্যমে স্বর্গীয় সুখ ভোগ করতে, পারত না বিশ্বজয়ের স্বপ্ন নিয়ে ক্বিয়ামতের মত ধ্বংসযজ্ঞের মারণাস্ত্র এ্যাটম বোম তৈরী করতে।

উল্লেখ্য, মানুষ স্বার্থপর বলেই সে ব্যক্তিগত কোন উন্নতি ছাড়া দেশবাসীর জন্য, বিশ্ববাসীর জন্য কিছুই করতে পারে না। এমনকি বিশ্বের অসংখ্য জীব-জানোয়ার, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, পিপীলিকা কারো জন্য কিছুই উপকার করতে পারে না। অবশ্য পৃথিবীর অনেক খ্যাতনামা দানবীর তাঁদের জীবনের উপার্জিত সমস্ত সম্পদ পৃথিবীবাসীর জন্য উৎসর্গ করে গিয়েছেন, কিন্তু তাতে অন্ন-বস্ত্রহারা ও পীড়িত সকল মানুষের সমান উপকার হয়নি। আর এরূপ উপকার করা মানুষের পক্ষে কখনও সম্ভব নয় এবং সম্ভব হবেও না কোনদিন। কারণ মানুষকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। কাজেই মানুষ তার অসাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানও উল্লেখযোগ্য আবিস্কার দ্বারাও বিশ্বের সকল মানুষের দোর-গোড়ায় তার সুফল পৌঁছাতে পারবে না। কারণ মানুষকে এতবড় ক্ষমতা তার পালনকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা কোনদিনই দান করেননি।

পক্ষান্তরে তিনি মানুষকে যেসব অমূল্য সম্পদ দান করেছেন, তা সমগ্র জগতের জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, ধনী, দিন-দরিদ্র, অসহায়, শক্তিশালী দুর্বল, অন্ধ-খঞ্জ, প্রতিবন্ধী সকলেই সমানভাবে ভোগ করে। এখানে কেউ কাউকে বঞ্চিত করার স্বপ্ন দেখতে পারে না বা তা করার ক্ষমতা নেই। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অর্ন্তবর্তী প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু যেমন আসমান-যমীন, সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র, অগ্নি, বায়ু, মাটি, শব্দ, তাপ, আলো, অন্ধকার ইত্যাদি বস্তুগুলি সকল মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো হ'তে সমস্ত বিশ্বের প্রায় সকল মানুষ সমান সুবিধা

ও অসুবিধা ভোগ করে। তাহ'লে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় একমাত্র এক আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তু সমূহই সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে এবং আল্লাহ্র মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্ব পুনর্ব্যক্ত করতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর কোন মানুষ তার কোন আবিষ্কারের বস্তুকে সূর্য, চন্দ্র, তারকার ন্যায় বিশ্ববাসীর সম্মুখে হাযির করতে পারবে না। মানুষের এই অপারগতা বা ব্যর্থতা আল্লাহ্র বিরাটত্বের নিকট আত্মসমর্পনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

আগেই বলেছি, এসব বিষয় উপলব্ধি করার জন্য আল্লাহ্র বিশ্বাসী বান্দার প্রয়োজন। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও অদৃশ্যজগতে তাঁর শক্তি সামর্থ্যের এক বিস্ময়কর তথ্য বিবৃত করেছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা ঘটে বা যা সহজভাবে আমরা উপভোগ করি এখানে সেগুলোরই বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। উদাহরণতঃ বলতে গেলে আমাদের মাথার উপর উর্ধ্বদেশে মহাশূন্যে মহাকাশ, ছায়াপথ, সূর্য, চন্দ্র, তারকা, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, নিম্নদেশে (যমীনে) মাটি, পাহাড়, পর্বত, আগ্নেয়গিরি, মালভূমি, মরুভূমি, সাগর, মহাসাগর, নদ-নদী, বনজঙ্গল, পানি, মহাশূন্যে ঝড়-বৃষ্টি, বায়ু, শব্দ, আলো-অন্ধকার, তাপ ইত্যাদি কার অবদান তা আমরা সামান্যই চিন্তা করি। এগুলো সবই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তু। এগুলোর মধ্যে অর্থাৎ মহাশূন্যে মহাসমুদ্রে, ভূগর্ভে ভ্রমণকালে মানুষ আল্লাহ্র কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে। সমুদ্রযাত্রায় প্রবল ঝড়ের আক্রমণে চরম বিপদকালে মানুষ অত্যন্ত কাতরভাবে আল্লাহকে ডাকে। পবিত্র কুরআনে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে।

মানুষকে জ্ঞান দানের জন্য প্রতিবছর একই নিয়মে একইভাবে ঋতু পরিবর্তন হয়। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রে গাছপালা, তৃণলতা, বন-জঙ্গল, ফুল-ফল ইত্যাদি শুকিয়ে মৃতের আকার ধারণ করে, অতঃপর বর্ষার আগমনে বৃষ্টি নামলেই সব জীবন্ত রূপ ধারণ করে। গাছপালা, তৃণলতা, ফল-ফুল ইত্যাদি সতেজ হয়ে উঠে। চিন্তা করলে অনায়াসে বোঝা যাবে, মানুষের নিয়মিত জন্ম মৃত্যুর ন্যায় এগুলোরও যেন একইভাবে নিয়মিত জন্ম মৃত্যু নির্ধারণ করা হয়েছে।

পৃথিবীতে আগমনের পর জ্ঞান লাভের মাধ্যমে আমরা অবগত হয়েছি যে, মানুষ ও জিন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তীতে আরও জানা যায় মানুষ ছাড়াও নভোমণ্ডল ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সকল জীব ও জড়বস্তু আল্লাহ্র আনুগত্যে থেকে তাঁর ইবাদত করে ও তাঁর মহিমা গরিমা প্রকাশ করে। কারণ সমগ্র সৃষ্টিজগত স্রষ্টার আজ্ঞাধীন, ইচ্ছাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু কিছু মানব ও জিন শয়তানের বশীভূত থেকে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে বিরত থাকে। এছাড়া সৃষ্টিজগতের অন্য কোন জীব ও জড়বস্তুর উপর শয়তানের আধিপত্য চলে না।

ইবাদতের শ্রেষ্ঠাংশ হ'ল সিজদা, তাই মানব ও জিন জাতির একাংশ ছাড়া সব সৃষ্টবস্তু স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিজদা করে অর্থাৎ আজ্ঞা পালন করে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বাণী হ'ল, 'আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ' *(হজ্জ ১৮)*। একই বিষয়ে অন্যত্র প্রত্যাদেশ এসেছে, 'সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যাকিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয়ই তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ' *(বনী ইসরাঈল ৪৪)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলো হ'তে আরও জানা যায়, আকাশে উড়ন্ত পক্ষীকুল এবং অন্যান্য জীব জন্তু সবাই নিজ নিজ ভাষায় ও পদ্ধতিতে আল্লাহ্র ইবাদত করে। আবার জড়বস্তুরাও আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করে। পৃথিবীর সকল ক্ষুদ্র ও ইতর প্রাণীও আল্লাহ্র ইবাদত করে। যেহেতু মানুষ শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাদের ইবাদত পদ্ধতি অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হ'তে হবে। এজন্য ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছালাতে সিজদায় আধ্যাত্মিক উন্নতি আবশ্যক। শুধু সিজদা নয়, ছালাতের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করাই শ্রেষ্ঠ মানবের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস হচ্ছে মন, অন্তর বা হৃদয়। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানসিক চিন্তার জগত হ'তেই হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব আবিষ্কার করেন। ইসলাম ধর্মের অন্যান্য নবীগণ যেমন মূসা (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), ঈসা (আঃ) প্রমুখ তাদের অসাধারণ মানসিক প্রতিভা ও মহানুভবতার জন্য অমর হয়ে আছেন।

মানবিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জনের জন্য আমরা অন্যান্য গ্রন্থ বা ধর্মপুস্তকও দেখতে পারি। বৌদ্ধ ধর্মের জনক গৌতম বুদ্ধ শ্রী গিরিশচন্দ্র বরুয়া প্রণীত 'ধম্মপদ' গ্রন্থে বলেছেন, 'মনই ধর্ম সমূহের পূর্বগামী, ধর্মসমূহের মধ্যে মনই প্রধান, ধর্ম মন হ'তেই উৎপাদিত হয়ে থাকে। যদি কেহ প্রসন্ন চিত্তে নিষ্পাপ মনে কথা বলেন কিংবা কোন কর্ম করেন তবে সুখ তাকে সততই ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করবে'। একই বিষয় একই পুস্তকে অন্যত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে, 'আত্মাই (নিজেই) আত্মার (নিজের) প্রভু, নিজেই নিজের আশ্রয়, বণিক যেমন সুজাত-ভদ্র অশ্বকে সংযত করে, সেইরূপ আত্মাকে সংযত কর। তিনি আরও বলেছেন, 'চিত্তকে দমন করার একমাত্র উপায় ধ্যান ও ধারণা'।

চীন দেশে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত মনীষী কনফুসিয়াসের এক শিষ্য তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমাদের সমাজ জীবনে মাঝে মাঝে মহৎ মানুষের আবির্ভাব হয়, এই মহৎ মানুষের সাথে অন্য সাধারণ মানুষের তফাৎ কি? কণফুসিয়াস উত্তর দিলেন, একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ তার পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছুকেই গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ কোন কিছুই গভীরভাবে চিন্তা করে না। শ্রেষ্ঠ মানুষেরা মনে করেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব কিছু চালিত হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ ভাগ্যের হাতেই নিজেকে সপে দেয়। শ্রেষ্ঠ মানুষ সর্বদাই নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে বড় করে দেখে। এই ত্রুটি-বিচ্যুতি পার করে জীবনকে আরও ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়াই থাকে তার লক্ষ্য।

হিন্দু ধর্মের একজন খ্যাতনামা মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এক বক্তব্যে বলেছিলেন, মানুষের অন্তরে যে দেবত্ব আছে তাকে জাগিয়ে তোলাই মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

শেখ সাদী বলেছেন, 'একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি আরেকজন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করতে পারে না'। এভাবে আমরা যেকোন ধর্মাবলম্বীর বা শীর্ষ মনীষীদের সংস্পর্শে গেলেই অনেক আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সন্ধান লাভ করব।

এতদ্ব্যতীত শিক্ষাজীবনে, পেশাজীবনে এমনকি খেলাধুলার জগতেও অনেকে সাধনার দ্বারা উন্নতির চরম শিখরে উঠে যায়। আমি ছাত্র জীবনে (নবম-দশম শ্রেণীতে) প্রমথ রায় চৌধুরী প্রণীত 'মন্ত্রশক্তি' নামক এক প্রবন্ধে পড়েছিলাম, লেখক একজন সূদক্ষ লাঠি খোলোয়াড়ারের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। অনেকে উক্ত খেলোয়াড়কে মন্ত্রশক্তির জোরে ভাল খেলে বলে আখ্যায়িত করেছিল। কিন্তু লেখক কৌতুহলবশতঃ উক্ত খেলোয়াড়ের সাথে যোগাযোগ করে বা কথা বলে জানতে পারেন যে, সে আদৌ মন্ত্রশক্তির ধার ধারে না। এমতাবস্থায় লেখক উক্ত খেলোয়াড়ের ভাষ্য অনুযায়ী বলেন, আসলে মন্ত্রশক্তি বলে কোন জিনিষ নেই, ওটা (সাফল্য) তার সাধনার কৃতিত্ব, তিনি (লেখক) আরও বলেন, ঐ শক্তি এমন শক্তি যে, যাদের শরীরে তা নেই, তারা তা জানে না, আর যাদের শরীরে আছে তারাও তা জানে না। লেখকের একথা বাস্তব সত্য। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ব্রাজিলে জন্মগ্রহণকারী ফুটবল সম্রাট পেলেকে ফুটবলের যাদুকর বলা হ'ত, কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। তিনিও তাঁর সাধনায় সাফল্যের সীমায় পৌঁছেছিলেন এবং অন্যরাও তদ্রূপ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, প্রকৃত মানবতা মহানুভবতা বা ধর্মীয় অনুশীলনীর লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছতে নম্রতা, ভদ্রতা, সততা, পবিত্রতা, জ্ঞান, ভালবাসা, মহত্ত্বতা ইত্যাদি মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর আবশ্যক। এই শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকাংশই আধ্যাত্মিক জগতের উপাদান। ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ বিধান ছালাতের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আধ্যাত্মিকতা বিদ্যমান। বান্দা যখন ছালাতে কেবলামুখী হয়ে দণ্ডায়মান হয় তখন তার হৃদয়ে আল্লাহ্র পবিত্র ঘর কা'বা ঘরের চিত্র ভেসে উঠে। কা'বা ঘরকে সামনে (সন্নিকটে) রেখে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দ্বারা বুকে হাত বেঁধে ভক্তি সহকারে ছালাতে দাঁড়ায়। এই ভক্তিই হ'ল হৃদয়ের অভ্যন্ত রস্ত বিশ্বাস ও ভালবাসা। যেমন কোন নারী বা পুরুষ তার প্রিয়জনের মৃত্যুতে গভীর কান্নায় ও শোকে ভেঙ্গে পড়ে। এই কান্না বা শোকের উৎসস্থল হ'ল তার আপনজনের মৃত্যু, যাকে সে আর কোন দিন ফিরিয়ে পাবে না, এই আত্মবিশ্বাসের কারণে শোক বা কান্নার মাধ্যমে সে কিছুটা হালকা হ'তে চায় বা সান্ত্বনা পেতে চায়।

কথা বলি অনুরূপ আনন্দ-উল্লাসের। আনন্দের সংবাদ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক হয় তখন পারিবারিকভাবেই আনন্দ উপভোগ করা হয়। এটাও মাঝে মাঝে সকলের ঘরে আসে। যেমন কোন নবদম্পতির ঘরে যখন একটা ফুটফুটে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তখন সে পরিবারে এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনের মাঝে আনন্দের ধুম পড়ে যায়। কারণ এটা সম্পূর্ণ নতুন ও বহু আকাঙ্খিত সুসংবাদ। এই প্রত্যাশিত উত্তরাধিকার পালাক্রমে সকলেরই ঘরে এ আনন্দের জোয়ার বয়ে আনে। বছরে দু'টি খুশীর দিন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা, এ দু'টি ধর্মীয় আনন্দ দিবসেও আনন্দ করা হয়, বিশেষ করে ঈদের মাঠে ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, চেনা-অচেনা, আপন-পর সবার মধ্যে যে কুশল বিনিময় হয় ও কোলাকুলি হয় তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য। এ দিনের এই মহামিলন ও তাৎপর্যময় অনুকূল পরিবেশ সন্দেহাতীতভাবেই আধ্যাত্মিক জগতের বস্তু। এভাবে ইহজগতের যেকোন অজ্ঞাত ফলাফল যেমন হাসি-কান্না, ভাল-মন্দ, জয়-পরাজয়, উত্তম-অধম, জন্ম-মৃত্যু, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী ইত্যাদি বস্তুগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এমনকি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবও আধ্যাত্মিক জগতে সুরক্ষিত আছে।

সুতরাং আমাদের আলোচ্য ছালাত যা কেবলামুখী হয়ে যারপরনাই ভক্তিসহকারে আরম্ভ করা হয় তার বৈশিষ্ট্য সমূহ তখন এক অদৃশ্যজগতে মিশে থাকে। এ সময় ছালাত আদায়কারী মিশে যায় আল্লাহ্র (বিশেষ) জগতে এবং আধ্যাত্মিক জগত হ'তে আল্লাহ্র অদৃশ্য রহমতের পবিত্রতা দ্বারা নিজেকে বিধৌত করতে চায়। অতঃপর পরম ভক্তিসহকারে পাঠ করা হয় পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ। কুরআন পাঠের পর আল্লাহু আকবার তাকবীর পাঠ করে আল্লাহ্র সমীপে নত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় বিনীতভাবে। এরপর এক দো'আর মাধ্যমে

দাঁড়িয়েও ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় করুণভাবে। অতঃপর আবার তাকবীর পড়ে সিজদায় গিয়ে সজল চোখে কাকুতি-মিনতি ও ভীতির সুরে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয। তারপর আবার তাকবীর পড়ে সিজদায় গিয়ে একইভাবে অন্তরের বিনয় প্রকাশ করে ক্ষমা ও রহমত চাওয়া হয়। পরিশেষে বসে দীর্ঘ সময়ে ক্ষমা, দয়া, অনুগ্রহ, করুণা, রহমত ইত্যাদির দো'আ করে ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে ছালাত সমাপ্ত করা হয়।

উল্লেখ্য, উপরোল্লেখিত শোক সংবাদ বা মৃত্যু সংবাদে আমরা যখন যা প্রয়োজন সে তখন অকৃত্রিম দুঃখ, বেদনা, হতাশা ও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি তখন সেই শোক দৃশ্য ছাড়া আমাদের অন্তরে ও বাহিরের পরিবেশে আর কোন কিছুই থাকে না। ঐ হারানো প্রিয়জনকে আর কোনদিন ফিরে না পাওয়ার বেদনাদায়ক অনুভূতির কারণেই ঐরূপ হয়। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে যে অকৃত্রিম আনন্দ উৎসব বিরাজ করে তা অন্য সবকিছুকে এমনকি দুঃখ কষ্ট ও দুশ্চিন্তাকেও ম্লান করে দেয়। অনুরূপ অন্যান্য বিয়োগান্ত ও উৎসবমুখর বিষয়ে একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

প্রিয় পাঠক! আমাদের আত্মসমর্পণ, আনুগত্য, দাসত্ব, আরাধনা, আবেদন-নিবেদন ও প্রভু ভক্তির শীর্ষ আদেশ ছালাত। স্বয়ং মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর শ্রেষ্ঠ বাহক (দূত) জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তাঁর প্রিয় হাবীব ও আমাদের প্রিয় নেতা প্রিয় নবী (ছাঃ)-কে ছালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দেন। তাঁর এই শিক্ষা অনুযায়ী কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে পবিত্র ছালাত শুরু হয় এবং সর্বশেষে সালাম ফিরানোর মধ্য দিয়ে ছালাত শেষ হয়। ছালাত শুরু থেকে শেষ হওয়া এই সময়টুকু ছালাত আদায়কারীর জন্য আধ্যাত্মিক বা চিন্তার জগতে বিচরণ করা অপরিহার্য এবং বর্হিজগতের চিন্তা-চেতনা কাজকর্ম হারাম (নিষিদ্ধ) ঘোষিত হয়েছে। এই সময়টুকু আমাদের জন্য উপরোক্ত পৃথকভাবে বর্ণিত শোকাতুর ও আনন্দময় পরিবেশের সঙ্গে তুলনীয়। ওখানে (শোক ও আনন্দের) যে একচ্ছত্র নিবিড় পরিবেশ গড়ে ওঠে, এখানে (ছালাতে) তার চাইতে অনেক অনেক বেশী সুন্দর পরিবেশ হওয়া উচিত। ছালাত আদায় কালে বান্দা শুধু তার স্রষ্টা এক আল্লাহকেই অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখবে অথবা মহান আল্লাহই তাকে দেখছেন এরূপ নিবিড় মানসিকতায় ধীরস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে, ছালাতের সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে। মোটকথা ছালাতের মধ্যে শুধু আল্লাহ ও বান্দার উভয়েরই আন্তরিক ভাবের বিনিময় হবে। বান্দা প্রতিদিন পাঁচ বার ছালাতের মাধ্যমে আবেদন করবে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর ছালাতের মত একটি ইবাদতের আদেশ জারী করেছেন। আদেশটি বাহ্যত কঠিন এবং দায়িত্বপূর্ণ। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিচারে মোটেও কঠিন নয়, বরং সহজ। কারণ আমরা জীবনধারণের জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে ২/৩ বার পূর্ণাঙ্গ আহার করি, আবার ২/৩ বার নাস্তা ও চা পান করি। সুন্দর ও সুস্থ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সবাই অপেক্ষাকৃত ভাল খাদ্য যোগাড় করার বা খাওয়ার চেষ্টা করি, এতে কোন ক্লান্তিবোধ করি না। নিয়মিত পানাহার ছাড়াও আছে নিয়মিত পায়খানা, প্রস্রাব, পেশাগত কাজকর্ম, হাঁটা-চলা, বিশ্রাম, নিদ্রা, গল্প-গুজব, খোলাধূলা, মাতা-পিতা, ভাইবোন বা বড়দের আদেশ পালন ইত্যাদি অনেক কাজ। যারা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতকে জীবনের অন্তর্ভুক্ত করেছে তাদের কোন অসুবিধা নেই, বরং তারা শারীরিক দিক থেকে বেশ ভাল থাকে। আমার মনে হয় যারা প্রকৃত মুছল্লী তাদের অধিকাংশই ছালাতের আদায়ের ফলে বেশ ভাল থাকে। কিন্তু এ বিষয়টি অধিকাংশের নিকটই উপেক্ষিত থাকায় উহার সকল প্রক্রিয়াই মূলতঃ স্তিমিত হয়ে পড়েছে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল বিশ্বাসী বান্দাগণকে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়কালের সময়টুকু যেন অকৃত্রিম অনাবিল, সুন্দর, স্বচ্ছ, সর্বোত্তম, সাবলীল ও পবিত্রতম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে আল্লাহ্র উপস্থিতি ও সন্তুষ্টিতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সেই ছালাত আদায়ের তওফীক্ব দান করুন।- আমীন!!

ঝলক জুয়েলার্স

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।
বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

তাওহীদ

*আব্দুল ওয়াদূদ**

(শেষ কিস্তি)

মুমিনগণের আল্লাহ্কে দেখাঃ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হ'ল আল্লাহ্র আকার আছে এবং প্রত্যেক জান্নাতবাসী ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্কে দেখতে পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ،

'সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে' *(ক্বিয়ামাহ ২২, ২৩)*।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ঐ দিন এমন হবে যাদের মুখমণ্ডলে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।[৫৫] যেমন ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে দেখতে পাবে।[৫৬] বহু হাদীছে মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, মুমিনগণ ক্বিয়ামতের দিন তাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে। এ হাদীছগুলিকে কেউ মিটিয়ে দিতে পারবে না এবং অস্বীকারও করতে পারবে না। ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, জনগণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ক্বিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, যখন আকাশ মেঘশূন্য ও সম্পূর্ণ পরিস্কার থাকে তখন সূর্য ও চন্দ্রকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হয় কি? উত্তরে তাঁরা বললেন, জ্বী না। তখন তিনি বললেন, এভাবেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে।[৫৭]

জারীর ইবনু আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَتُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهِ

'তোমরা আজকে এই চাঁদকে যেমনভাবে দেখতে পাচ্ছ (আখিরাতে) তোমাদের রবকেও ঠিক তেমনি দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা অনুভব করবে না'।[৫৮]

ছহীহ মুসলিমে সুহায়েব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের জন্য আমি আরো কিছু বৃদ্ধি করে দিই তা তোমরা চাও কি? তারা উত্তরে বলবে, আপনি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেছেন, আমাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নাম হ'তে রক্ষা করেছেন। সুতরাং আমাদের আর কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকতে পারে? তৎক্ষণাৎ পর্দা সরে যাবে। তখন ঐ জান্নাতীদের দৃষ্টি তাদের প্রতিপালকের প্রতি পতিত হবে এবং তাতে তারা যে আনন্দ পাবে তা অন্য কিছুতেই পাবে না। এই দীদারে বারী তা'আলাই হবে তাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয়। এটাকেই অতিরিক্ত বলা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন,

لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ،

'সৎ কর্মশীলদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং তার চেয়েও বেশী' *(ইউনুস ২৬)*।

যারা আল্লাহ্কে দেখার বিষয়টি অস্বীকার করে তাদের দলীল হ'ল, নিম্নোক্ত আয়াত,

وَلَمَّا جَاءَ مُوْسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِىْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ، قَالَ لَنْ تَرَانِىْ،

'মূসা যখন নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হ'লেন, তখন তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে কথা বললেন, তিনি তখন নিবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাকে দেখব, তখন আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে আদৌ দেখতে পারবে না' *(আ'রাফ ১৪৩)*।

এখানে আল্লাহ لَنْ تَرَانِىْ দ্বারা না দেখার কথা বলেছেন। আর আরবী ব্যাকরণে لَنْ শব্দটি চিরস্থায়ী অস্বীকৃতি বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। এই আয়াতকে দলীল হিসাবে নিয়ে মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলে থাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই আল্লাহকে দেখা অসম্ভব। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মু'তাযিলাদের জবাবে বলে থাকেন, এখানে আল্লাহ لَنْ تَرَانِىْ দ্বারা দুনিয়াতে না দেখার কথা বলেছেন, আখিরাতে নয়। কারণ কুরআন-হাদীছের দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, ক্বিয়ামতের দিন মুমিন বান্দাগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে। মূসা (আঃ) আল্লাহকে দুনিয়াতে দেখতে চেয়েছিলেন। অথচ দুনিয়ার এই চোখ দ্বারা আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়।

আল্লাহ্র অবস্থান সর্বোচ্চেঃ

আল্লাহ্র অবস্থান সকল সৃষ্টির উপরে। আল্লাহ্র উপরে থাকা কয়েকভাবে হ'তে পারে। যেমন-

* *তুলাগাঁও, সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

৫৫. তাফসীর ইবনে কাছীর, ১৪শ' খণ্ড, পৃঃ ২০০।
৫৬. বুখারী হা/৫৫৪, ৭৪৩৭-৩৮; মুসলিম হা/২১১, ২১২, ২৯৯।
৫৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৫৫।
৫৮. বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৫১।

(১) **মর্যাদার দিক দিয়ে উপরেঃ** আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ، 'অতএব, তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর' *(ওয়াক্বি'আহ ৯৬)*।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّهُ كَانَ لاَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ، 'সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না' *(হাক্কাহ ৩৩)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, দু'টি বাক্য আছে যা উচ্চারণ করতে খুবই সহজ, ওযনে খুবই ভারী এবং করুণাময় আল্লাহ্র কাছে খুবই প্রিয়, বাক্য দু'টি হ'লঃ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ،

'মহা পবিত্র আল্লাহ, তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা। মহাপবিত্র আল্লাহ তিনি মহামহিম'।[৫৯]

দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কিছুর উপরে সর্বাধিক অধিকারী মহান সত্তা হ'লেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এক্ষেত্রে কোন কিছুই তাঁর সমতুল্য বা সমকক্ষ নয়। তিনি অতুলনীয় ও সীমাহীন মর্যাদার অধিকারী।

(২) **ক্ষমতায় তিনি সবার উপরেঃ** আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ 'তিনিই তার বান্দাদের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী' *(আন'আম ১৮, ৬১)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ 'তিনি একক ও পরাক্রমশালী' *(রা'দ ১৬)*।

(৩) **অবস্থানগত দিক দিয়ে উপরেঃ** আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হ'ল, আল্লাহ সত্তাগতভাবে সাত আকাশের উপরে অবস্থিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا عِيْسَى إِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ،

'হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মৃত্যুদান করব এবং আমার দিকে উত্তোলন করব' *(আলে ইমরান ৫৫)*।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ أَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُوْرُ، أَمْ أَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ أَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ–

'তোমরা কি ভাবনামুক্ত যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন না আর ওটা আকস্মিকভাবে থরথর করে কাঁপতে থাকবে। অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আঁকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী' *(মুলক ১৬-১৭)*।

বর্তমানে অধিকাংশ লোকের আক্বীদা হ'ল আল্লাহ নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিরাকার নন এবং সত্তাগতভাবে আরশে অবস্থান করছেন। আল্লাহ যে আরশে তথা উপরে অবস্থান করছেন তার অনেক দলীল রয়েছে। যেমন-

কুরআন থেকে দলীলঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ 'তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান' *(বাক্বারাহ ২৫৫)*।

অন্য আয়াতে তিনি বলেন, يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ 'তারা তাদের রবকে ভয় পায় উপর হ'তে' *(নাহল ৫০)*।

অন্য আয়াতে তিনি আরো বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ، 'নিশ্চয়ই আমি এই কুরআন নাযিল করেছি এবং এর হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছি' *(হিজর ৯)*।

আরবীতে اَلنُّزُوْلُ শব্দটি উপর থেকে নিচে নামানো অর্থে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ উপরে আছেন তিনি উপর থেকে নিচে তথা দুনিয়াতে কুরআন নাযিল করেছেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، 'তিনি আকাশ থেকে পৃথিবীর সকল কর্ম পরিচালনা করেন' *(সাজদাহ ৫)*।

অন্য আয়াতে তিনি আরো বলেন, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ 'তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাকে উন্নীত করে' *(ফাত্বির ১০)*।

হাদীছ থেকে দলীলঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদায় বলতেন, سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلَى 'মহা পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বোচ্চ'।[৬০]

অন্য হাদীছে আছে,

سَأَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَةً, فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللهُ؟ فَقَالَتْ فِى السَّمَاءِ، قَالَ مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: رَسُوْلُ اللهِ، قَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ–

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ক্রীতদাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। অতঃপর তিনি বললেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল।

৫৯. *বুখারী, সর্বশেষ হাদীছ*।

৬০. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৮১*।

তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'একে মুক্ত করে দাও? কারণ সে মুমিনা'।[৬১]

ইজমায়ী দলীলঃ ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ সহ সকল সালফে ছালেহীন একমত যে, আল্লাহ সত্তাগতভাবে উপরে অবস্থান করছেন।

আক্বলী দলীলঃ যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ উপরে না নিচে? তাহ'লে উত্তর হবে উপরে। কেননা সম্মানের কারণে আল্লাহ্র উপরে অবস্থান করাই স্বাভাবিক।

প্রকৃতিগত দলীলঃ দো'আর সময় আমরা আমাদের হাত উপরের দিকে উঠিয়ে থাকি, ডানে বামে বা নিচের দিকে করি না। তাই এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ উপরে।

উপরোক্ত দলীলগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ উপরে অবস্থান করছেন। কুরআন-হাদীছে আরো প্রমাণ আছে যে, আল্লাহ আরশের উপর আছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমরা কিভাবে আমাদের রব সম্পর্কে জানতে পারব? উত্তরে তিনি বলেন, তিনি (আল্লাহ) আরশের উপর আছেন সৃষ্টি থেকে আলাদা হয়ে। তাঁর এই উপরে থাকায় সৃষ্টির সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই। আর চার ইমামই এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি আরশের উপর আছেন। তিনি তাঁর কোন সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন।[৬২]

বান্দার সাথে থাকাঃ

আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে আছেন। তিনি বলেন, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ، 'তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন' *(হাদীদ ৪)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেযগার এবং যারা সৎকর্ম করে' *(নাহল ১২৮)*।

এছাড়াও সূরা বাক্বারাহ ১৪৯, আনফাল ৪৬, ত্বা-হা ৪২, তাওবা ৪৫ ও মুজাদালা ৭ নং আয়াতে আল্লাহ বান্দার সাথে আছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ আরশের উপর আছেন। আর উল্লিখিত আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আমাদের সাথে, ধৈর্যশীলদের সাথে ও মুত্তাক্বীদের সাথে আছেন। তাহ'লে বাহ্যত দু'টি আয়াতের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এর সঠিক জবাব হ'ল আল্লাহ সত্তাগতভাবে আরশের উপর আছেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা, দেখা ও শোনার দিক দিয়ে পৃথিবীর সব জায়গায় সবার সাথে আছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

اَلرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، لَهُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى–

'তিনি পরম দয়াময় আরশে সমাসীন। নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বা পৃথিবী ও আকাশের এবং ভূগর্ভে যা কিছু রয়েছে সব কিছুর মালিক তিনিই। তুমি যদি উচ্চকণ্ঠেও কথা বল, তবে তিনি তো চুপিসারে বলা কথা বরং তার চাইতেও গোপন বলা কথাও জানেন' *(ত্বা-হা ৫-৭)*।

একথা যদি বলা হয় যে, আল্লাহ সব জায়গায় আছেন বা তিনি সর্বত্র বিরাজমান, তাহ'লে পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, সাগর-মহাসাগর, আকাশ-বাতাস, আগুন-পানি, ময়লা-আর্বজনা, পবিত্র-অপবিত্র সব জায়গাতেই আল্লাহকে থাকতে হয়। এ ধারণা সঠিক নয়। তবে আল্লাহ জ্ঞান ও ক্ষমতায় পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান।

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, اَللهُ فِى السَّمَاءِ وَعِلْمُهُ فِىْ كُلِّ مَكَانٍ لاَ يَخْلُوْ مِنْهُ، 'আল্লাহ আসমানে রয়েছেন এবং তাঁর ইলম সর্বস্থানে পরিব্যাপ্ত, তাঁর জ্ঞান থেকে কোন স্থান খালি নেই'।[৬৩]

আল্লাহ বান্দার সাথে থাকা দুই ধরনেরঃ

(১) আমভাবে সবার সাথেঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ، 'তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন' *(হাদীদ ৪)*।

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَخَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوْا، ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ–

'তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক; তারা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন। তারা যা করে, তিনি তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক অবগত' *(মুজাদালাহ ৭)*।

৬১. *মুসলিম হা/৫৩৭; ইবনু হিব্বান হা/১৬৫, ১৮৯।*
৬২. *মুহাম্মাদ জামিল জাইনু, ইসলামী দিক নির্দেশনা, অনুবাদঃ ইঞ্জিনিয়ার মুজিবুর রহমান, (গাজীপুরঃ আল- মুনতাদা আল ইসলামী), পৃঃ ১৬।*
৬৩. *আলবানী, মুখতাছারুল উলূম, পৃঃ ১৪০।*

ব্যাপকভাবে আল্লাহ সাথে থাকার অর্থ হ'ল, আল্লাহ সব জায়গা বেষ্টন করে আছেন জ্ঞানগত, ক্ষমতাগত, দর্শনগত ও শ্রবণগত সহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে।

(২) **নির্দিষ্ট লোকদের সাথেঃ**

নির্দিষ্ট কিছু গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ আছেন। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ 'আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন' *(বাক্বারাহ ২৪৯)*।

নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে আল্লাহ আছেন। মূসা ও হারূণ (আঃ)-এর সাথে থাকা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, إِنَّنِيْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى 'আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও দেখি' *(ত্বা-হা ৪৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময় 'ছাওর' নামক গুহায় আশ্রয় নিলেন। কাফেররা তাঁদের পিছু ধাওয়া করল। তখন আবুবকর (রাঃ) ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হ'লে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন, لاَتَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا 'চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' *(তওবা ৪০)*।

খাছভাবে থাকার অর্থ হ'ল, আল্লাহ তাঁর নবী এবং মুমিন মাত্তাক্বী বান্দাদের সাথে থাকেন সাহায্য, সমর্থন, সহযোগিতা, তাওফীক্ব ও হিদায়াত দানের মাধ্যমে। যেমন হাদীছে কুদুসীতে আল্লাহ বলেন,

وَلاَيَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا،

'বান্দা সর্বদা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করতে থাকলে অবশেষে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। তখন আমি তার শ্রবণেন্দ্রীয় হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শুনে, তার দর্শনেন্দ্রীয় হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে ধারণ করে। তার পা হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে হাটে'।[৬৪]

এ হাদীছের অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ বান্দার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে যান; বরং এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ বান্দার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সঠিক ও যথার্থ কাজ করার সক্ষমতা দান করেন। ফলে বান্দা সর্বদা সৎ ও নেক আমল করতে সক্ষম হয়। জীবন-জীবিকায় বরকত লাভ করে; দুনিয়ার সকল কল্যাণ অর্জনের সমর্থ হয়।

সাথে থাকা বলতে সত্তাগতভাবে সাথে থাকা শর্ত নয়। যেমন আমরা অনেকে বলে থাকি, তুমি এ কাজ কর আমি তোমার সাথে আছি। এখানে সাথে থাকা অর্থ হ'ল সমর্থন করা, সাহায্য ও সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

৬৪. *বুখারী, ত্বাবরানী*।

এছাড়া আরবরা বলে থাকে اَلْقَمَرُ مَعَنَا অর্থঃ চন্দ্র আমাদের সাথে। অথচ চন্দ্র থাকে আকাশে আর মানুষ থাকে যমীনে। আমরা সফরের দো'আয় বলে থাকি, اَللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ، 'হে আল্লাহ আপনি সফরের সাথী ও পরিবারের প্রতিনিধি'।[৬৫]

আল্লাহ্র দুনিয়ার আকাশে অবতরণঃ

আল্লাহ্র অবস্থান আরশে হ'লেও তিনি প্রতি রাতে প্রথম আকাশে নেমে আসেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخَرِ فَيَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبُ لَهُ مَنْ يَّسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَغُفِرَ لَهُ،

'প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে আল্লাহ নিম্নাকাশে অবতরণ করেন এবং দুনিয়াবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কে আছ আমাকে আহ্বানকারী আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছ আমার নিকট প্রার্থনাকারী আমি তার প্রার্থনা কবুল করব, কে আছ আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী আমি তাকে ক্ষমা করব'।[৬৬]

তাবেঈ বিদ্বান আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ)-কে একদা প্রতি রাত্রের তৃতীয় প্রহরে আল্লাহ্র নিম্ন আকাশে অবতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এর ফলে কি আল্লাহ্র আরশ খালি হয়ে যায় না? তিনি ধমক দিয়ে বলেন, রে মূর্খ! তিনি যেভাবে ইচ্ছা অবতরণ করেন।

প্রথম ও শেষঃ

আল্লাহ্র সত্তাগত আরো দু'টি গুণ হ'ল, আল্লাহ প্রথম ও শেষ। আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, বর্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। যখন পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে তখনও তিনি থাকবেন। কিভাবে থাকবেন, কোথায় থাকবেন, কতদিন থাকবেন, কেন থাকবেন তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ،

'তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত' *(হাদীদ ৩)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ،

'ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার চেহারা ছাড়া' *(আর-রহমান ২৬-২৭)*।

৬৫. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৯৭২*।
৬৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩*।

হতাশা মুমিন জীবনের বৈশিষ্ট্য নয়

*মাসঊদ আহমাদ**

মানব জীবনে হতাশা একটি সূক্ষ্ম ব্যাধির মত বিষয়। আগুন যেমন কাঠকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনি হতাশাও মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও দৈনন্দিন কাজ-কর্মে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এই প্রভাবের ফলে মনুষ্য চরিত্রে দুর্বলতা, নির্দয়তা ও নৈরাশ্য বিরাজ করে। বন্ধ্যা প্রাণীর মত মানুষের মনের আকাশে ঘন কালো মেঘের আবরণ তৈরী হয়, এই মেঘ জীবনকে পরিশুদ্ধ করার বদলে জীবনের বাঁকে বাঁকে ভীরুতা, নীচতা, উদাসীনতা, অকর্মণ্যতা ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে। এভাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আশরাফুল মাখলূকাত উপাধি খ্যাত মানুষ তার সম্মান, মর্যাদা এবং জীবনের অর্থসমতা হারিয়ে ফেলে।

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বাস করে। চিন্তা-ভাবনা ও কর্মের প্রকাশ-ভঙ্গির নিরিখে অনেকেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিঞ্চিত প্রতীয়মান হয়ে থাকে। জীবন সম্পর্কে উদাসীন, ভাব-গাম্ভীর্যে মত্ত সাধক এবং পোশাক-পরিচ্ছদের ধরন দেখে অনেকের জীবন-ভাবনার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়। হতাশা, উদাসীনতা, অকর্মণ্যতা যে তাদের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য তা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। আবার এমন লোকেরও অভাব নেই, যাদের দেখলেই অনুমান করা যায় যে, উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের স্পর্শ করতে পারে না।

সমাজে বিরাজমান মানবমণ্ডলীর মাঝে শিক্ষা, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে তাদের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা রয়েছে। এই ভিন্নতা কেবল সামাজিক মর্যাদা নিরূপণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। সামাজিক মর্যাদাবান এসব মানুষের অনেকের মাঝেই নৈরাশ্যবাদিতা ও অকর্মণ্যতা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রতিফলিত। কিন্তু যারা এই জগতের অধিপতি আল্লাহ তা'আলা এবং ক্বিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে, তাদের মাঝে হতাশা, অকর্মণ্যতা ও উদাসীনতার বিষয়টি উপেক্ষিত। কেননা হতাশা পরকালে বিশ্বাসী মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়। এই গুণ অর্জন পূর্বক যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালনা করেন, তাদেরকে বলা হয় মুমিন। মুমিন ব্যক্তিরা কখনো হতাশ হয় না। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, আনন্দ-বেদনায় মুমিনগণ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে থাকেন। কাজেই পরকালের সফলতা তাদেরই প্রাপ্য।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মুমিন জীবনে হতাশ না হওয়ার নির্দেশনা ও মাহাত্ম্য, মুমিনের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা ও পুরস্কারসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

* *দমদমা, পানানগর, পুঠিয়া, রাজশাহী।*

মুমিনদের হতাশ না হওয়ার ব্যাপারে নির্দেশনাঃ

আল্লাহ তা'আলা অসীম দয়াময়। মানুষ সৃষ্টির রহস্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত। কাজেই মানুষকে শাস্তি প্রদানে যেমন তাঁর কঠোরতার কথা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে, অনুরূপভাবে তাঁর অসীম দয়া, করুণা ও পুরস্কার প্রদানের প্রসঙ্গও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমত ও সাহায্যের হাতকে প্রসারিত করে রেখেছেন। যে কারণে বান্দার কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে তিনি পাকড়াও করেন না। আত্মোপলব্ধি ও সংশোধনের জন্য মানবজাতিকে তিনি বিভিন্নভাবে সময় বা অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপরও মানুষ যখন অপরাধে লিপ্ত হয়, অসংখ্য অন্যায় ও গোনাহ করে ফেলে; অতঃপর বুঝতে পারে যে, সে অপরাধ করতে করতে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বহুদূরে চলে গেছে। এ সময় স্বাভাবিকভাবেই মানুষের এ উপলব্ধি হয় যে, সে আর সঠিক পথে নেই, তার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে না; এমতাবস্থায়ও আল্লাহ মানুষকে পাকড়াও না করে সঠিক পথে ফেরার অবকাশ দেন, বিশেষ করে যারা মুমিন, তাদেরকে আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করেন এবং আশার বাণী উপহার দেন।

এ মর্মে আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ–

'বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করবেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(যুমার ৫৩)*।

মানুষ অন্যায় করে, সীমা অতিক্রম করে, অপরাধের জালে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং এসব অপরাধের শাস্তি থেকে দূরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এর ফলে তার এবং তার মালিকের মধ্যে একটি বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। এজন্য তার প্রতি তার মালিকের দয়া-মায়া-মমতা কমে যেতে শুরু করে। ক্রমান্বয়ে সে রাব্বুল আলামীনের রহমতের ছায়া থেকে আরও দূরে সরে যেতে থাকে। সে অবস্থাতে কোন জিনিস তার এবং তার এ হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার মধ্যে এবং মালিক ও বান্দার মধ্যে বিরাজমান দূরত্বের অবসান ঘটাতে পারে? সেই উপায়টি হচ্ছে তওবা। তওবা বা অপরাধ স্বীকার করে অনুতপ্ত হওয়া ও সকল প্রকার অন্যায় কাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করাই এই দূরত্ব দূর করার একমাত্র উপায়।

অন্যায় থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্য ক্ষমাপ্রাপ্তির দরজা সদা-সর্বদাই অবারিত রয়েছে। বস্তুতঃ তওবাকারীর আবেদনকে ফিরিয়ে দেয়ার কোন দারোয়ান সেখানে নেই।[১]

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কিছু লোক ছিল, যারা অন্যায় হত্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল। আরও কিছু লোক ছিল, যারা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। তারা এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আরয করল, আপনি যে ধর্মের দাওয়াত দেন, সেটাতো অতি উত্তম, কিন্তু চিন্তার বিষয় হ'ল যে, আমরা অনেক জঘন্য গোনাহ করে ফেলেছি। আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তবে আমাদের তওবা কবুল হবে কি? এর পরিপ্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় (...)।

উক্ত আয়াতের সারমর্ম এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক বড় গোনাহ, এমনকি শিরক ও কুফর থেকে তওবা করলেও তওবা কবুল হয়। সত্যিকার তওবা দ্বারা সব রকম গোনাহই মাফ হ'তে পারে। তাই আল্লাহ্র রহমত থেকে কারও নিরাশ হওয়া উচিৎ নয়।[২]

খালেছ নিয়তে অনুতপ্ত মনে মহান আল্লাহ্র সমীপে অপরাধ স্বীকার করে প্রার্থনা জানালে তিনি বান্দাকে নিরাশ করেন না। মুমিনদেরকে প্রকৃত মুমিন হ'তে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্র নির্দেশনাকে চূড়ান্ত বিষয় হিসাবে অনুধাবন করতে হবে। বারবার ভুলের মধ্যে নিপতিত হওয়া সমীচীন হবে না। প্রকৃত মুমিন হ'লে তাদের ভয় ও হতাশার কোন কারণ নেই। আল্লাহ্র বাণী তারই ইঙ্গিত দেয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلاَتَهِنُوْا وَلاَتَحْزَنُوْا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ–

'আর তোমরা সাহস হারিয়ো না এবং দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও' *(আলে ইমরান ১৩৯)*।

আলোচ্য আয়াতে ওহোদ যুদ্ধের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে ও যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে জয়লাভ করার পর অবশেষে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করে। ৭০ জন ছাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আহত হন। কিন্তু এসবের পর আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায়।

সাময়িক এ বিপর্যয়ের কারণ ছিল তিনটি।

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, পারস্পরিক মতভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত পালিত হয়নি। কেউ বলল, আমাদের এখানেই অটল থাকা দরকার। অধিকাংশের মত ছিল এখন এ জায়গায় অবস্থান করার কোন প্রয়োজন নেই। সবার সাথে মিলিত হয়ে শত্রুদের পরিত্যক্ত সামগ্রী আহরণ করা উচিৎ।

(২) স্বয়ং নবী করীম (ছাঃ)-এর নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানদের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই ভীত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ে।

(৩) মদীনা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুদের মোকাবেলা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশ পালনে যে মতোবিরোধ দেখা দিয়েছিল, সেটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলমানদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তারা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ সাময়িক পরাজয় অবশেষে বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিল সত্য; কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা আঘাতে জর্জরিত হয়েছিলেন। মুসলিম বীরদের মৃতদেহ ছিল চোখের সামনে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কেও হতভাগারা আহত করে দিয়েছিল। সর্বত্র ঘোর বিপদ ও নৈরাশ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। মুসলিম মুজাহিদগণ স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যও বেদনায় মুষড়ে পড়েছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে দু'টি বিষয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল- (১) অতীত ঘটনার জন্য দুঃখ ও বিষাদ (২) ভবিষ্যতের জন্য মুসলমানগণ যেন দুর্বল ও হতোদ্যম না হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এ জাতি অঙ্কুরেই মনোবল হারিয়ে না ফেলে। এ দু'টি ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্য কুরআন মাজীদের এ বাণী অবতীর্ণ হয়-

وَلاَتَهِنُوْا وَلاَتَحْزَنُوْا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ–

আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য তোমরা দৌর্বল্য ও শৈথিল্যকে কাছে আসতে দিয়ো না এবং অতীতের জন্যও বিমর্ষ-বিষণ্ন হয়ো না। যদি তোমরা ঈমান ও বিশ্বাসের পথে সোজা হয়ে থাক এবং আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার উপর ভরসা রেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য ও আল্লাহ্র পথে জিহাদে অনড় থাক, তবে পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।[৩]

মুমিন জীবনের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টে হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধারণ করা। হীনমন্যতায় না ভুগে মনোবলকে দৃঢ় রাখা। এরূপ লোকদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও অনুকম্পা পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা হকদার হয়ে ওঠে। আল্লাহ

১। *সাইয়েদ কুতুব শহীদ, তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন, হাফেয মুনির উদ্দীন আহমদ অনুদিত (ঢাকাঃ আল-কোরআন একাডেমী লণ্ডন, ১ম প্রকাশঃ নভেম্বর ১৯৯৯/শাবান ১৪২০ হিঃ), ১৭ তম খণ্ড, পৃঃ ২৯০।*

২। *মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ), তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন, মুহিউদ্দীন খান অনুদিত (সঊদী আরবঃ বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩হিঃ), পৃঃ ১১৮৬।*

৩। *তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন, পৃঃ ২০৬।*

তা'আলা বলেন,

وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِىٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوْا لِمَا أَصَابَهُمْ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ–

'আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে যুদ্ধ করেছে আল্লাহ্র পথে, তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহ্র রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা ছবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ১৪৬)*।

মানুষের চিরায়ত স্বভাব এই যে, সুখ-সমৃদ্ধি ও আনন্দে তারা উৎফুল্ল হয়। আবার দুঃখ বা বিপদাপদে বিষণ্ন ও হতাশ হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের এমন চারিত্রিক প্রকৃতি গ্রহণীয় হ'লেও মুমিনদের জন্য তা কাম্য নয়। কেননা আল্লাহ্র উপর ভরসাকারীরা কখনো নিরাশ হয় না। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষের সার্বিক সমৃদ্ধি দান করেন। আর তাতে চিন্তাশীলদের জন্য গবেষণার অবকাশ রেখে দেন।

এই মর্মে আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِىْ ذَلِكَ لَآيَتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ–

'আর যখন আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা তাতে আনন্দিত হয়; আর যদি তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের উপর কোন বিপদ আসে, তবে তখনই তারা হতাশ হয়ে পড়ে। তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা প্রচুর রিযিক দেন এবং তা হ্রাস করেন। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে ঐ লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে' *(রূম ৩৬-৩৭)*।

হতাশাগ্রস্ত মানুষ জীবনের প্রতি আশা হারিয়ে ফেলে; জীবনের প্রতি হয় বীতশ্রদ্ধ। প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে পায়ে শিকড় গজিয়ে যায়, তবু কাঙ্খিত বস্তু লাভ হয় না; জীবনে এমন অভিজ্ঞতা যার হয়েছে, সে ঐ বিষয়ে নিরাশ হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা তারপরও নিরাশ না হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ হতাশাগ্রস্ত মানুষকে এমনভাবে জীবনের পূর্ণতা দিয়েছেন, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইতিহাস হয়ে আছে। তিনি তাঁর বান্দাদের বিভিন্নভাবে পূর্ণতা দিয়ে থাকেন। তবে কখনো কখনো তিনি কল্যাণ ও হেকমতের নিদর্শন প্রকাশের নিমিত্তে অবকাশ দেন। কিন্তু তাঁর ঘোষিত ওয়াদা কখনো অপূর্ণ থাকে না।

ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তান লাভ ইসলামের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। সন্তান লাভের প্রত্যাশায় থাকতে থাকতে তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়ে গিয়েছিলেন। সন্তান জন্ম দানের সকল প্রত্যাশা ও সময় তাঁর নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপরও মহান আল্লাহ তাকে সুসংবাদ দান করেন এবং সন্তান উপহার দেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيْمَ– إِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ– قَالُوْا لَاتَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ– قَالَ أَبَشَّرْتُمُوْنِىْ عَلَى أَنْ مَّسَّنِىَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ– قَالُوْا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَاتَكُنْ مِّنَ الْقَانِطِيْنَ– قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّوْنَ–

'আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন ইবরাহীমের মেহমানদের কথা। তারা যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হ'ল এবং বলল, সালাম। তখন তিনি বললেন, আমরা তোমাদের ব্যাপারে ভীত। তারা বলল, ভয় করবেন না, আমরা আপনাকে এক জ্ঞানবান পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি। তিনি বললেন, তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ এমন অবস্থায়, যখন আমার উপর বার্ধক্য এসে পড়েছে? তারা বলল, আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি; সুতরাং আপনি নিরাশ হবেন না। তিনি বললেন, পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়'? *(হিজর ৫১-৫৬)*।

কাজেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, হতাশা-বিষণ্নতা মানব চরিত্রের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তবে মুমিন ব্যক্তিদের এই বৈশিষ্ট্যকে এড়িয়ে চলা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে ধৈর্যধারণ করা উচিত। সহসা আপতিত বিপদ-আপদ, দুঃখ-দুর্দশায় ভীত-সন্ত্রস্ত ও হতাশ না হয়ে ধৈর্যশীল হওয়া মুমিনের অন্যতম গুণ। এই গুণ অর্জন করতে সক্ষম ব্যক্তিরাই সফলতাকে আপন করে পায় নিঃসন্দেহে।

আল্লাহ মুমিনদের পরীক্ষা করেনঃ

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা উপায়ে পরীক্ষা করে থাকেন। কাজেই ব্যক্তির অপকর্মের কারণেই বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দুর্দশা আপতিত হয়ে থাকে, এমন নয়। বরং মানুষকে আল্লাহ বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ– الَّذِيْنَ إِذَآ أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْآ إِنَّالِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ– أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ–

'আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ এবং জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। যারা তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হ'লে বলে, আমরা তো আল্লাহ্রই জন্য এবং আমরা সবাই অবশ্যই তাঁরই কাছে ফিরে যাব। তারা সেসমস্ত লোক যাদের প্রতি রয়েছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অশেষ অনুগ্রহ ও করুণা, আর এরাই হ'ল হেদায়াতপ্রাপ্ত' *(বাক্বারাহ ১৫৫-১৫৭)*।

মুমিন জীবনের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র উপর অবিচল আস্থা রাখা। ধৈর্যহীন ও হতাশা প্রকাশ না করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা। হতাশা-বিষণ্নতা যে মুমিন জীবনের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি নয়, তা আরও সুনিপুনভাবে উপলব্ধির জন্য আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বিভিন্নভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং হতাশার মতো জীবন নিস্পৃহকারী বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ–

'আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, যে পর্যন্ত না আমি প্রকাশ করে দেই তোমাদের মধ্যকার জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থা যাচাই করি' *(মুহাম্মাদ ৩১)*।

মানুষের কর্ম-পদ্ধতি ও নীতির ব্যাপারে আল্লাহ পূর্ব থেকেই অবগত। এখানে 'অবস্থা যাচাই করার' অর্থ হচ্ছে বাস্তব ও ঘটনাভিত্তিক মানদণ্ডে তা প্রকাশ করে দেয়া। মোটকথা, হতাশ না হওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহ সরাসরি নির্দেশনা উপস্থাপন করেছেন। আবার আল্লাহ্র কার্যপ্রণালীর স্বরূপ উল্লেখ করে পরোক্ষভাবে মানুষকে নৈরাশ্যবাদিতায় মগ্ন না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জীবনের পদে পদে পরীক্ষা নেয়ার পরেও মানুষ যেন জীবন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে না যায় ও সর্বদা দৃঢ় মনোবল রাখে, সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মানব জাতিকে শিক্ষা দানের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা অনেক শিক্ষণীয় ঘটনার অবতারণা করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে, এমনকি ইসলামের আগমনের পূর্বেও আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُوْنَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلاَءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ–

'আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদেরকে ফের'আউনের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছি; তারা তোমাদেরকে দিত নিকৃষ্ট শাস্তি, তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে মেরে ফেলত এবং মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখত। আর এতে ছিল তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মহা পরীক্ষা' *(আ'রাফ ১৪১)*।

বস্তুতঃ মূসা (আঃ)-এর অনুসারী সেই সম্প্রদায় মনোবল হারিয়ে হতাশ না হয়ে ধৈর্য ও প্রার্থনার মাধ্যমে ফের'আউনের অত্যাচার থেকে নিস্কৃতি পেয়েছিল।

আল্লাহ মুমিনদের সাহায্যকারীঃ

আল্লাহ মুমিন ব্যক্তিদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায়ে পরীক্ষা করেন ও শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, বিপদ ও কষ্ট দিয়ে ধৈর্যধারণের অবকাশ দেন। আবার জীবনের নানা ক্ষেত্রে তিনি মুমিনের সাহায্যকারী হিসাবেও স্বয়ং সাহায্য করে থাকেন। তাঁর এই সাহায্যের নমুনা পৃথিবীর আদি থেকে অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে।

এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرُوْا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْأَرْضِ تَخَافُوْنَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ–

'আর স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় ছিলে অল্প, দুনিয়ায় দুর্বলরূপে পরিগণিত হ'তে, তোমরা আশঙ্কা করতে যে, লোকেরা তোমাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে না যায়। তারপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন, নিজ সাহায্যে তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদেরকে জীবিকা দান করেন উত্তম বস্তুসমূহ থেকে, যেন তোমরা শুকরিয়া জ্ঞাপন কর' *(আনফাল ২৬)*।

মুমিনগণ আল্লাহ্র নিকট অতি প্রিয়। কাজেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুমিনের প্রতি তাঁর অনুকম্পা বর্ষিত হ'তে থাকে। মুমিনদেরকে সাহায্য করা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ–

'আপনার পূর্বে আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে, তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। অতঃপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিলাম, যারা অপরাধমূলক কাজ করেছিল। আর মুমিনদের সাহায্য করা তো আমার দায়িত্ব' *(রূম ৪৭)*।

আল্লাহ যুগে যুগে মানব জাতিকে শিক্ষা দানের লক্ষে বিভিন্ন শিক্ষণীয় ঘটনা বর্ণনা ও উপমা উপস্থাপন করেছেন। তিনি শুধু বিপদ-আপদ থেকেই মানুষকে সাহায্য করেন তা-ই নয়, বরং সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও অনুগ্রহ অবতরণ করে পরস্পরের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, শত্রুতাও দূর করে থাকেন।

যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَيَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ–

'আর স্মরণ কর, আল্লাহ্র সে অনুগ্রহ যা তোমাদের উপর রয়েছে; তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ে ভালবাসা সৃষ্টি করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা ছিলে এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা সঠিক পথে চলতে পার' *(আলে ইমরান ১০৩)*।

বস্তুতঃ মুমিনদের সাহায্য করা মহান আল্লাহ্র এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিপন্নের ডাকে সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা, যাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই।

আল্লাহ বলেন, 'তিনি বিপন্নের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করে দেন। আর তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক' *(নামল ৬২)*।

মানব জীবনের দুঃখ-দুর্দশায় যেমন আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহ এবং সাহায্য দান করেন, তেমনি মুমিনের দো'আ কবুল করার মাধ্যমেও সাহায্য ও জীবনের পূর্ণতা দিয়ে থাকেন। ফের'আউনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে তিনি রক্ষা করেছিলেন তাদের প্রার্থনার বদৌলতেই। যা মহান আল্লাহ তা'আলার মুমিনের প্রতি সাহায্য করার অন্যতম দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনের ভাষ্য নিম্নরূপঃ

'মূসা বলল, হে আমার কওম! যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনে থাক, তবে তাঁরই উপর ভরসা কর যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক। তারপর তারা বলল, আমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা করলাম। হে আমাদের রব! আমাদেরকে যালিম কওমের নির্যাতনের ক্ষেত্র কর না। আর আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে এ কাফের কওমের কবল থেকে রক্ষা কর। আর আমি অহী পাঠালাম মূসা ও তাঁর ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা উভয়ে তোমাদের কওমের জন্য মিসরে অবস্থান বহাল রাখ এবং তোমাদের বাসগৃহগুলোকে ছালাতের স্থানরূপে গণ্য কর। আর তোমরা ছালাত কায়েম কর এবং মুমিনদের সুসংবাদ দাও। মূসা বলল, হে আমাদের রব! তুমি তো ফের'আউনকে এবং তার প্রধানদেরকে পার্থিব জীবনে আড়ম্বরের সামগ্রী ও নানা প্রকার ধন-সম্পদ দান করেছ। হে আমাদের রব! যার ফলে তারা লোকদেরকে তোমার পথ থেকে গোমরাহ করে। হে আমাদের রব! তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দাও, তাদের অন্তর কঠিন করে দাও, তারা তো ঈমান আনবে না যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। আল্লাহ বললেন, তোমাদের উভয়ের দো'আ কবুল করা হ'ল, অতএব তোমরা দৃঢ় থাক এবং কখনো অজ্ঞ লোকদের পথ অনুসরণ কর না। আর বনী ইসরাঈলকে আমি পার করে দিয়েছি নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফের'আউন ও তার সেনাবাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে, আমি তাদের নিমজ্জিত করেছি' *(ইউনুস ৮৪-৯০)*।

এভাবে আল্লাহ যুগে যুগে মানব জাতিকে বিশেষ করে মুমিনদের বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন, জীবনের সম্মান ও পূর্ণতা দান করেছিল। কাজেই জীবনের বিপদসঙ্কুল মুহূর্তে হতাশ ও বিষণ্ন না হয়ে মহান আল্লাহ্র কাছে হৃদয়ের গভীর থেকে প্রার্থনা জানানো এবং ধৈর্যধারণ করে তাঁরই উপর ভরসা রাখা কর্তব্য। কেননা জীবনের সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বিরহে, জাগতিক সকল ক্ষেত্রে তিনিই মুমিনদের একমাত্র উত্তম সাহায্যকারী।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

মুসলমানদের ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলেন, 'দুনিয়াতে প্রতিনিধি প্রেরণের' *(বাক্বারাহ ৩০)*। অনন্তর তিনি আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করলেন। পৃথিবীতে মানুষের বংশ বিস্তারের জন্য মা হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন। আদম (আঃ) এবং মা হাওয়া আল্লাহ্র ইচ্ছাক্রমে দুনিয়ায় এসেছেন। তাঁদের দ্বারা মানুষের বংশ বিস্তার হ'ল। বর্তমানে সকল মানুষ আদম (আঃ)-এর বংশধর।

আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং মানুষের সুশৃংখল জীবন যাপনের জন্য আল্লাহ একটি দ্বীন মনোনীত করলেন। তার নাম 'ইসলাম'। ইসলাম অনুসারী হয়ে মানুষ মুসলিম নামে পরিচিতি পেল। মানুষের হেদায়াতের জন্য পৃথিবীতে তিনি নবী-রাসূল প্রেরণ করলেন মানুষের মধ্য থেকেই। আদম (আঃ) প্রথম মানব এবং প্রথম নবীও। আল্লাহ্র দ্বীন এবং প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান জানাবার জন্য নবী-রাসূলগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুগে অহী নাযিল হয়। সেইসব অহী সমষ্টির নাম আসমানী কিতাব। সকল মুসলিম ব্যক্তিকে উক্ত কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সর্বশেষ আসমানী কিতাব হচ্ছে 'আল-কুরআন'। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই কিতাবই মান্য। তবে অন্যান্য আসমানী কিতাবকে অবিশ্বাস করা যাবে না। তাই তাওরাত, যবূর ও ইঞ্জীলের প্রতিও বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু বাইবেল মুসলমানের বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদিও বলা হয়, বাইবেলে তাওরাত, যবূর ও ইঞ্জীলের কথা লেখা আছে। আসলে তা নয়। কারণ ইহুদী-খ্রীষ্টান পণ্ডিতেরা তা নিজেদের ইচ্ছামত লিখে নিয়েছে। বারংবার তাতে রদ-বদলও করা হয়েছে। তার ঐতিহাসিক প্রমাণও রয়েছে। আল-কুরআন বলে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র নবী। আর বাইবেল বলে, তিনি আল্লাহ্র পুত্র (নাঊযুবিল্লাহ)। আল-কুরআন বলে, ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ স্বশরীরে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর বাইবেল বলে, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে এবং তিন দিনের দিন তিনি কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তাই তারা ধর্মযুদ্ধের নাম দিয়েছে 'ক্রুসেড'। তারা আল্লাহ মনোনীত ইসলাম গ্রহণ করেনি। বরং ইসলাম ও মুসলমানের চরম দুশমন। তারা পথভ্রষ্ট। তারা যুগযুগ ধরে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং আল্লাহ্র কিতাব আল-কুরআনকে অবমাননা করে আসছে। 'ইহুদী-খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের দুশমন' কুরআন পাকের এ সত্য যুগে যুগে প্রমাণিত হয়ে আসছে।

ইবরাহীম (আঃ)-এর দুই পুত্র ইসমাঈল (আঃ) এবং ইসহাক (আঃ) পিতার মত নবী ছিলেন। তাঁদের বংশধর থেকেই পরবর্তীতে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধারা বনু কুরাইশ এবং ইসহাক (আঃ)-এর বংশধারা বনী ইসরাঈল নামে পরিচিত হয়। এ দু'টো বংশের কথা কুরআন পাকে উল্লিখিত হয়েছে। ইবরাহীম (আঃ) কিতাব অনুসারে তাঁর সময়কার মানুষকে উপদেশ দিতেন। কুরআন পাকে উল্লেখ রয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ) ইহুদী কিংবা খ্রীষ্টান ছিলেন না। তিনিই তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) সহযোগে মক্কার কা'বা ঘর সংস্কার করেন। কা'বা ঘর বায়তুল্লাহ নামে পরিচিত। সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের ক্বিবলাহ এই বায়তুল্লাহ। প্রতি বছর হজ্জ পালনের জন্য পৃথিবীর মুসলমানরা মক্কায় এসে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করে। প্রতিদিনের ছালাতে মুসলমানকে ইবরাহীম (আঃ)-এর নামে দরূদ পাঠ করতে হয়। তার পুত্রদের দ্বারা ইহুদী-খ্রীস্টধর্ম প্রচারিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। বস্তুতঃ তারাও ছিলেন ইসলাম প্রচারক মুসলমান। ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে প্রথম কুরবানী করেন। আজও বিশ্বের মুসলমান কুরবানী করে। অথচ তাঁরই বংশধারা থেকে অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণায় ইহুদী-খ্রীষ্টান নামের পথভ্রষ্টদের সৃষ্টি হয়েছে। এরা কী করে মুসলমানদের মিত্র হবে? আর এদের অনুসৃত পথ যে ভ্রান্ত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাদের মতবাদ, তাদের আচার-আচরণ, তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা প্রণালী মুসলমানদের থেকে ভিন্ন হ'তে বাধ্য। আর সেই ভিন্নতা যে ইসলাম পরিপন্থী হবে, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে, মুসলমানদেরকে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের আমল-আখলাকের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে। এই দুশমনেরা অহরহ মুসলমানদের জান-মাল, ঈমান-আখলাক হননের জন্য ছুরি শানাচ্ছে। এ সবের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত বর্তমান-অতীতে, বর্তমানেও এবং ভবিষ্যতের আলামত তো অতীত এবং বর্তমানের মধ্য থেকেই পাওয়া যায়।

ইবরাহীম (আঃ) কাফির নমরূদ কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছেন। মূসা (আঃ) নির্যাতিত হয়েছেন কাফির ফির'আউন কর্তৃক। ঈসা (আঃ) পথভ্রষ্ট ইসরাঈলীদের দ্বারা চরমভাবে নিগৃহীত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে দূরাচারদের কবল থেকে রক্ষা করেন। এই অত্যাচারের ধারাবাহিকতায় আখেরী নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন। আখেরী নবীর আবির্ভাবের মধ্য থেকে দুনিয়ায় নবীর আগমন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলেও নবীর উম্মতের উপর কাফিরদের যুলুম অব্যাহত রয়েছে। নমরূদ-ফিরা'উনদের বংশ বিস্তার এবং মুসলমানদের উপর অত্যাচার বহালই থেকেছে। এই অত্যাচারীদের কবল থেকে মুসলমানরা কবে রেহাই পাবে? অবশ্যই একদিন রেহাই হবে। ঈসা (আঃ) পুনরায় আসবেন। তিনি কাফিরদেরকে ধ্বংস করবেন। মুসলমানদের কি সেই কাল পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হবে? সে যে অত্যন্ত কষ্টকর অজানিত দীর্ঘ সময়!

নমরূদ-ফিরা'উন-আবরাহার উত্তরসূরী ফার্ডিনান্ড, ইসাবেলা, ক্লিন্টন, বুশ, শ্যারন, ব্লেয়ার, আদভানী, নরেন্দ্র মুদীরা

* *সম্পাদক, কালান্তর, রাজবাড়ী, পিরোজপুর।*

মুসলমানদের প্রতিনিয়ত পাখির মত মারছে। এদের মুসলিম নির্যাতন অব্যাহতই রয়েছে। সেকালে আবরাহা কা'বা ঘর দখল করতে পারেনি। এক ঝাঁক পাখি পাঠিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র বায়তুল্লাহকে রক্ষা করেছেন। জেরুযালেমের মসজিদুল আকসা (বায়তুল মক্বাদ্দাস) ইহুদীরা দখল করে নিয়েছে। মসজিদকে গীর্জায় পরিণত করেছে। মুসলমানরা মসজিদুল আকসাকে রক্ষা করতে পারেনি। তবে কি তা বরাবরই ইহুদীদের কবলে থাকবে? অবশ্যই না। তবে দীর্ঘ অপেক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। ইমাম মাহদী এবং ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হবে। ভারতের ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ পৌত্তলিকেরা ধ্বংস করে সেখানে রাম মন্দির বানিয়েছে। মুসলমানরা তা রক্ষা করতে পারেনি। এভাবেই তো দুনিয়ার ইহুদী-খ্রীষ্টান-মুশরিকরা বিশ্বকে ইসলাম ও মুসলিম শূন্য বানাতে তৎপর রয়েছে। মুসলমান কখনও মন্দির-গীর্জা দখল করে মসজিদ বানায়নি। তারা যেমন কুরআন অবমাননা করেছে, মুসলমানরা কখনও তেমনভাবে বাইবেল-বেদের অবমাননা করেনি। যা তারা মানে না, তা অবমাননা করবার আবশ্যকতা কি? তারা মুসলমানকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে তুষ্ট নয়। মুসলমানকে তারা মানসিকভাবেও নির্যাতন করার পক্ষপাতী। তাই তারা মহানবী (ছাঃ)-এর ব্যাঙ্গ চিত্র বানায়; স্যাটানিক ভার্সেস (Satanic Verses) লেখায়। যে করেই হোক, ইসলাম এবং মুসলিমকে তারা হেয় প্রতিপন্ন করতে সদা তৎপর। তাইতো তারা বিশ্ব জুড়ে শোর তুলেছে, মুসলমান সন্ত্রাসী জাতি, ইসলাম সন্ত্রাসী ধর্ম। কিন্তু অতীত-বর্তমানের কোন দৃষ্টান্ত তারা তার স্বপক্ষে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে না।

অনুমান করে কিংবা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বললে তো হবে না যে, আমেরিকার টুইন টাওয়ারে বোমা মেরেছে লাদেন এবং তার আল-কায়েদা বাহিনী। এভাবে লন্ডনের পাতাল রেলে মুসলমানরাই বোমা ফেলেছে বলা অযৌক্তিক। এসব ক্ষেত্রে কোন প্রত্যক্ষদর্শী নেই। সবই অনুমানভিত্তিক মিথ্যা প্রচার। আর সমগ্র বিশ্ব জুড়ে অতীতে মুসলমানদের উপর কাফিররা যে নির্মম অত্যাচার করেছে তা ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে প্রমাণিত। বর্তমানে বসনিয়া-চেচনিয়া, ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, গুজরাট, আফগানিস্তান, ইরাক, লেবাননে যা ঘটে চলেছে, কাফিররা সেসব স্থানে মহোল্লাসে ধ্বংসযজ্ঞ এবং মুসলিম নিধন অব্যাহত রেখেছে, তা অনুমানের বিষয় নয়। স্পষ্ট দিবালোকের মত তা সত্যি। আর হোতা যে ইহুদী-খ্রীষ্টান, মুশরিকরাই তা অনুমান করে বলতে হয় না। এ সবই সর্বজন বিদিত ঘটনা। এই কাফিররা সন্ত্রাসী নয়, সাম্প্রদায়িক নয়, অত্যাচারী নয়, সন্ত্রাসী-সাম্প্রদায়িক অত্যাচারী মুসলমানরা এটা বলার কী যুক্তি রয়েছে?

এক সময়ে ইহুদীরা খ্রীষ্টান উৎখাত করেছে। পরবর্তীতে খ্রীষ্টানরা ইহুদীদেরকে দুনিয়া ছাড়া করতে চেয়েছে। খ্রীষ্টান কর্তৃক অসংখ্য ইহুদী নিহত হয়েছে। যারা বেঁচে গেছে তারা ছড়িয়েছিটিয়ে পড়েছিল বিশ্বময়। তাদের নিজস্ব কোন আবাসভূমি ছিল না। তারা বিশ্বে যাযাবর শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের পরে খ্রীষ্টান ব্লকের মদদ পেয়ে ইহুদীরা ফিলিস্তীনের কিয়দংশ দখল করে ইসরাঈল নামের ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। তারপর অর্ধশতাব্দীরও অধিক সময় ধরে তারা ফিলিস্তীনের মুসলমানদের রক্তে হোলি খেলছে। কখনওবা মিশর, কখনওবা সিরিয়া, কখনওবা ইরানের দিকেও হাত বাড়াতে চাচ্ছে। একবার লেবাননে রক্তপাত ঘটিয়েছে। সম্প্রতি আবার লেবানন আক্রমণ করে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে এখন যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। এ বিরতি কতকাল বহাল থাকবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। রক্তপিপাসু আধিপত্যবাদী ইহুদী কসাইরা রক্তপাত ছাড়া অধিককাল থাকতে পারে না। ফিলিস্তীনে এ যাবৎ কতবার শান্তিচুক্তি হয়েছে, কিন্তু সেখানে মুসলমানের রক্তপাত সতত অব্যাহত। মাত্র ৬০/৬৫ লাখ অধিবাসীর ক্ষুদ্র ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল এত শক্তিধর কী করে হয়? সেতো এখন গোটা বিশ্বের জন্য হুমকী স্বরূপ। পরাশক্তিতে আমেরিকার পরেই তাদের অবস্থান। ভবিষ্যতে তারা যে এক নম্বরে যাবে না তাইবা কী করে বলি? এটা মনে করাই স্বাভাবিক যে, আমেরিকার মদদপুষ্ট ইহুদী রাষ্ট্রটি একদা সমগ্র খ্রীষ্টান ব্লককে পদানত করে রাখবে। শুধু মুসলিম বিশ্বই ভূগবে না। আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দা মুসলমানদের পাশে কেউ না থাকলেও আল্লাহ আছেন। ইমাম মাহদীর আগমন এবং ঈসা (আঃ)-এর পুনরাবির্ভাব তো সে কারণেই ঘটবে। কিন্তু মুসলমানদের সেই শুভলগ্ন কবে আসবে তা কে বলবে?

একদা এশিয়ার অধিকাংশ দেশ, আফ্রিকার কতকাংশ এবং ইউরোপের স্পেনে মুসলিম হুকুমত কায়েম ছিল। আজ কেন তাদের এ দুর্দশা? কেন মুসলমান দেশে দেশে কাফেরের হাতে মার খেয়ে চলেছে? কারণ মুসলমানরা পারস্পরিক ঐক্য হারিয়েছে। তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনা ও ধর্মীয় চেতনার অভাব ঘটেছে। তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গড়ে স্বাধীনতার সুখ আস্বাদন করতে চেয়েছে। ফলতঃ ইসলামী খেলাফত টুকরো টুকরো হয়ে কতকগুলো দুর্বল রাষ্ট্রের পত্তন করেছে। আর খ্রীষ্টশক্তি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কসুর করেনি। ইউরোপের স্পেন থেকে সমূলে মুসলিম হুকুমতের উৎখাত করেছে। ইহুদী-খ্রীষ্টানদের 'ক্রুসেড' তো মুসলমান খতমের জন্য, ইসলামকে বিলুপ্ত করবার জন্য। নইলে ওদেরকে ইসলাম ও মুসলিমের দুশমন বলা হয়েছে কেন? মুসলমানদের স্পেন গেছে। আফগানিস্তান-ইরাকের মুসলমানদের অবস্থাতো আরো অধিক শোচনীয়, ফিলিস্তীনের চাইতেও খারাপ বলাই সঠিক। তারা থাবা বিস্তার করে রেখেছে মুসলিম দেশ ইরান, সিরিয়া, সূদান, লেবানন ইত্যাদি দেশ সমূহের উপর। মুসলমানদের এ দুর্দিনে যে সকল বেখবর মুসলমান নাকে তেল দিয়ে নীরবে ঘুমায়, তারা কেমন মুসলমান? এসব মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত কেন হবে?

অর্থনীতির পাতা

সূদঃ ইসলাম, অন্যান্য ধর্ম এবং সাহিত্যে

*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

সমাজ শোষণের যতগুলো উপায় এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়েছে, ধনীকে আরও ধনী এবং গরীবকে আরও গরীব করার যত কৌশল প্রয়োগ হয়েছে সূদ তাদের মধ্যে সেরা। কৌশল, পদ্ধতি, ফলাফল, অর্থনীতির চূড়ান্ত অনিষ্ট সাধন-সকল বিচারেই সূদের কাছাকাছি কোন সমাজবিধ্বংসী হাতিয়ার নেই। ইলাহী গ্রন্থ তাওরাতের যে অংশটি বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' নামে পরিচিত তা থেকেই জানা যায় সূদের প্রচলন হয়েছিল আরও অতীতে। অর্থাৎ মূসা (আঃ)-এর পূর্বেও সূদ বিদ্যমান ছিল। আজও সেই সূদ অপ্রতিহত গতিতে সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, সূদকে সব সময়েই কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে, সূদখোরদের সামাজিক শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সূদ বর্জনেরও আহ্বান জানানো হয়েছে যুগে যুগে। কোন এলাহী গ্রন্থেই সূদের লেনদেনকে সমর্থন করা হয়নি, বৈধতা দেওয়া হয়নি।

সূদের সংজ্ঞাঃ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সূদকে সর্ব্বৈ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, 'ব্যবসাকে হালাল করা হ'ল ও রিবাকে করা হ'ল হারাম' *(বাক্বারাহ ২৭৬)*।

কেন এই ঘোষণা? রিবা বা সূদকে কেন হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হ'ল? এজন্য প্রথমেই জানা প্রয়োজন রিবা বা সূদ কি? রিবা কাকে বলে? আরবী রিবা শব্দের আভিধানিক অর্থ হ'ল বৃদ্ধি, অতিরিক্ত, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, ইসলামে সব ধরনের বৃদ্ধি বা প্রবৃদ্ধিকে হারাম বা নিষিদ্ধ গণ্য করা হয়েছে। প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক উমর চাপরার মতে শরী'আতে রিবা বলতে ঐ অর্থকেই বোঝায় যা ঋণের শর্ত হিসাবে মেয়াদ শেষে ঋণগ্রহীতা অতি অবশ্যই মূল অর্থসহ ঋণদাতাকে পরিশোধ করতে বাধ্য।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে আরববাসী সকলেরই রিবা সম্বন্ধে জানা ছিল এবং তাদের মধ্যে এটি বহুল প্রচলিতও ছিল। সে যুগেও তারা প্রথাসিদ্ধভাবে ঋণ দিত এবং শর্ত অনুসারে তার উপর মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করত, কিন্তু আসলের পরিমাণ থাকত অপরিবর্তিত। যখন ঋণের মেয়াদ শেষ হ'ত এবং ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হ'ত তখন সূদ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে পরিশোধের সময়ও বাড়িয়ে দেওয়া হ'ত *(তাফসীরুল কবীর)*।

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে প্রদেয় অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই হ'ল রিবা। ইমাম আবুবকর আল-জাসসাস 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, রিবা দু'রকম। একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে, অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া। দ্বিতীয় প্রকারই জাহিলী যুগের রিবা। তিনি আরও বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে ঋণ গ্রহণের সময়ে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি চুক্তি হ'ত। তাতে স্বীকার করে নেওয়া হ'ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূলধনের উপর একটি নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্তসহ আসল মূলধন ঋণগ্রহীতাকে আদায় করতে হবে।

প্রখ্যাত তাফসীরবিদ ইবনু জারীর বলেন, 'জাহিলিয়াত আমলে প্রচলিত ও আল-কুরআনে নিষিদ্ধ রিবা হ'ল কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণ দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা'। আরবরা তাই-ই করত এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সূদ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিত *(তাফসীর ইবনে জারীর, ৩য় খণ্ড)*।

এখানে একটি ভুল বোঝাবুঝির নিরসন হওয়া প্রয়োজন। অনেকে কুরআন ও হাদীছে যে রিবার উল্লেখ রয়েছে তার অর্থ করেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের জন্য দেওয়া ঋণের বিনিময়ে আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ বা Usury। এদের মতে, ব্যবসায়িক কাজে লগ্নিকৃত অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হারে প্রদেয় বাড়তি অর্থ বা Interest এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের মতে Usury বা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ আদায় নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য হ'তে পারে। কারণ এতে শোষণ ও পীড়ণের সুযোগ বা আলামত রয়েছে। কিন্তু ব্যবসায়ে লগ্নিকৃত অর্থ বা আজকের দিনে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক আদায়কৃত সূদ বা Interest নির্দোষ। কেননা এখানে কারো উপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। বরং ব্যবসায়িক লেনদেনের মতোই উভয়ের সম্মতিক্রমেই সূদের হার স্থিরীকৃত হচ্ছে। এই সূদও সরল সূদ এবং হারও যথেষ্ট নীচ, সাধারণত ৮%-১৮%। উপরন্তু এই ঋণে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়, অর্থনীতির চাকা গতিশীল হয়। ফলে ঋণগ্রহীতার আয়ও বৃদ্ধি পায়। তার পক্ষে তাই 'মূলধনের সময়ের প্রাপ্য' পরিশোধ করাই যুক্তিযুক্ত। তাদের দৃষ্টিতে এখানে কোন জবরদস্তি বা যুলুমের উপাদান বিদ্যমান নেই। বরং মুদ্রাস্ফীতির কারণে অর্থের যে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় সূদ গ্রহণের ফলেই তা পূরণ হয়। ফলে মূলধন অবিকৃত থাকে।

তিনটি কারণে এই ব্যাখ্যা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমতঃ সমগ্র আরব দেশে আরবী 'রিবা' শব্দের অর্থ সূদই করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর কোন বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা বা ভিন্ন কোন অর্থ প্রযুক্ত হয়নি। তাই সূদের ভিন্নতা বা প্রকারভেদ

* *প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

বোঝার জন্য ইংরেজী, বাংলা বা অন্য কোন ভাষার শব্দ ব্যবহার করে অযৌক্তিক ধুম্রজাল সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। উদারহরণতঃ ইসলামে সূদ যেমন হারাম, মদও তেমনি হারাম। তাই একটা গ্লাসের পুরোটাই রঙিন মদে ভর্তি ও আরেকটা গ্লাসের তলায় ভুক্তাবশিষ্ট ও সাদা রঙের কিঞ্চিৎ মদের মধ্যে আসলেই প্রকৃতিগত বা বস্তুগত কোনও পার্থক্য নেই। পার্থক্য রঙের ও পরিমাণের। Interest ও Usury এর পার্থক্যও তাই মাত্রাগত, গুণগত নয়।

দ্বিতীয়তঃ আইয়ামে জাহিলিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য রীতিমত পুঁজি লগ্নী করা হ'ত এবং সেজন্য সূদ আদায় করা হ'ত। সে সময়ে অনেকেই আজকের মত ফার্ম খুলে এজেন্ট নিয়োগ করে সুদে পুঁজি খাটাত। এদের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব ও বনু মুগীরার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। তাদের আদায়কৃত সূদকে আরবীতে রিবাই বলা হ'ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর চাচার সূদী কারবার বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং খাতকের কাছে প্রাপ্য বকেয়া সূদ রহিত করে দিয়েছিলেন।[১]

তৃতীয়তঃ যারা 'মূলধনের সময়ের প্রাপ্য' পরিশোধ করতে বলেন তাদের আচরণ গল্পের সেই একচোখা হরিণের মতই। মূলধনের সময়ের প্রাপ্য যদি ঋণদানকারীর ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয় তাহ'লে ঋণ গ্রহণকারীর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে না কেন? তার তো বরং সময়, মেধা ও শ্রম সবই এক, একই সময়ে ঐ অর্থের পেছনে খাটছে। এছাড়া যারা বলেন, অর্থের ক্রয়ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সূদ নেওয়া প্রয়োজন, তারা ভুলে যান যে শুধুমাত্র সূদ আদায় করেই অর্থের ক্রয়ক্ষমতা স্থির রাখা যায় না। এজন্য আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ অবলম্বন করা সমান যরূরী। তাই যারা Interest ও Usury-কে দু'টো ভিন্ন বিষয় হিসাবে দেখতে চান তারা আসলে বিশেষ মতলব হাছিলের উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলেন।

এ বিষয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের অধিকাংশের মধ্যেই কিন্তু মতদ্বৈততা নেই। বিশেষতঃ রাসূলপূর্ব জাহিলিয়ার যুগে এবং আরবী ভাষায় যে অর্থে রিবার ব্যবহার হ'ত তা Interest ও Usury উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে সকলেই ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন।[২]

বস্তুতঃ ইসলামে যে সূদ হারাম বলে গণ্য সে সূদ যত রকম নামেই পরিচিত হোক না কেন এবং তা প্রাপ্তির জন্য যে পথ বা উপায়ই অবলম্বন করা হোক না কেন তা সবই হারাম।

মনে রাখা দরকার, যে সময়ে রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হয়েছিল সে সময়ে আরব সমাজে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে প্রদত্ত ঋণের উপর সূদ আদায় করা হ'ত, তেমনি ব্যবসায়ে লগ্নিকৃত মূলধনের উপরও সূদ গ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল। এই উভয় প্রকার সূদকেই তখন আরবী ভাষায় রিবাই বলা হ'ত এবং কুরআনে এই রিবাকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

সূদের বৈশিষ্ট্যঃ

এই আলোচনা হ'তে সূদের চারটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হ'ল-

(ক) সূদের উদ্ভব হয় ঋণের ক্ষেত্রে।

(খ) ঋণ পরিশোধের সময়ে পূর্বনির্ধারিত হারে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হবে।

(গ) প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ ও গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য একটা সময়সীমা ঋণগ্রহণের সময়েই নির্ধারিত হবে।

(ঘ) ঋণগ্রহীতার কোন ক্ষয়-ক্ষতি, লাভ-লোকসান বা ঝুঁকি কোনভাবেই বিবেচনার বিষয় বলে গণ্য হবে না।

সূদের প্রকারভেদঃ

ইসলামী শরী'আহ অনুসারে রিবা দুই ধরনের (ক) রিবা আন-নাসিয়া ও (খ) রিবা আল-ফাযল।

(ক) **রিবা আন-নাসিয়া** হ'ল সময়ের বিনিময়। 'নাসিয়া' শব্দের মূল হ'ল 'নাসায়া' যার আভিধানিক অর্থ হ'ল বিলম্বিত বা প্রতীক্ষা। পারিভাষিক অর্থে ঋণের সেই মেয়াদকালকে 'নাসায়া' বলা হয় যা ঋণদাতা মূল ঋণের উপর নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে ঋণগ্রহীতাকে নির্ধারণ করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ক এক বছরের জন্য খ-কে টাঃ ১০০/- দিল এই শর্তে যে সে তাকে টাঃ ১০০/- এর সাথে অতিরিক্ত আরও ১০/- যোগ করে ফেরৎ দেবে। এই অতিরিক্ত টাঃ ১০/-ই হ'ল 'রিবা আন-নাসিয়া' বা প্রতীক্ষার সূদ।

(খ) **রিবা আল-ফাযলের** উদ্ভব হয় পণ্যসামগ্রী হাতে হাতে বিনিময়ের সময়ে। একই জাতীয় পণ্যের কম পরিমাণের সাথে বেশী পরিমাণ পণ্য হাতে হাতে বিনিময় করা হ'লে পণ্যটির অতিরিক্ত পরিমাণকে বলা হয় **রিবা আল-ফাযল**।

প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা বিলাল (রাঃ) রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর সমীপে কিছু উন্নত মানের খেজুর নিয়ে হাযির হ'লেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথা থেকে এ খেজুর আনলে? বিলাল (রাঃ) উত্তর দিলেন, আমাদের খেজুর নিকৃষ্টমানের ছিল। তাই আমি দ্বিগুণ পরিমাণ খারাপ খেজুরের পরিবর্তে এক গুণ ভাল খেজুর বদলিয়ে নিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

---

১. *আবুদাঊদ হা/১৯০৫।*

২. T.B. Hughes, *A Dictionary of Islam,* (Premier Book House, 1985), p. 544; Adam Kupar & Jessica Kupar, *The Social Sciences Encyclepaedia,* (Routledge & Kegam paul, 1985), p. 405-406; *Encylopaedia Judiace,* (Jerusalem, 1972), Vol. 16. p. 28; Raymond De Rover, International Encydopaedia of the Social Sciences, London, vol. 4, p. 434; Henry, W. Spigel, *A Dictionary of Economics, (*Macmillan, 1987), Vol. IV, p. 769.

বললেন, ওহ! এতো নির্ভেজাল সূদ, এতো নির্ভেজাল সূদ। কখনো এরূপ করো না। তোমরা যদি উত্তম খেজুর পেতে চাও তাহ'লে নিজের খেজুর বাজারে বিক্রি করবে, তারপর ভাল খেজুর কিনে নেবে'।[৩]

অন্য এক হাদীছে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) উল্লেখ করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সোনার সাথে সোনা, রূপার সাথে রূপা, গমের সাথে গম, খেজুরের সাথে খেজুর, যবের সাথে যব, লবণের সাথে লবণ বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমান সমান এবং উপস্থিত ক্ষেত্র হাতে হাতে বিনিময় হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি বেশী দিয়েছে বা নিয়েছে সে সূদী কারবার করেছে। এক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমান'।[৪]

তাই ইসলামে এই ধরনের লেনদেন তথা রিবা নিষিদ্ধ। এর অন্তর্নিহিত কারণ হ'ল তাৎক্ষণিক স্থানীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে উভয়ের পক্ষে সুবিচার ও যথাযথ বিনিময় সম্ভব নাও হ'তে পারে। তাই শরী'আতের হুকুম হ'ল নির্ধারিত পণ্যটি প্রথমে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে হবে।

সূদ ও মুনাফার পার্থক্যঃ

অনেকে সূদ ও মুনাফাকে একই মাপকাঠিতে বিচার করেন। এমনকি 'সূদ তো মুনাফার মতই' এতদূর পর্যন্তও বলতে কছুর করেন না। এজন্যই এ দুয়ের পার্থক্য সংক্ষেপে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে নীচে তুলে ধরা হ'ল।

(ক) সূদ হ'ল ঋণের শর্ত অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণদাতাকে মূল অর্থের সাথে প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ। পক্ষান্তরে মুনাফা হ'ল উৎপাদনের মূল্য ও উৎপাদন খরচের পার্থক্য।

(খ) সূদ পূর্ব নির্ধারিত। অপরপক্ষে মুনাফা অর্জিত হয় পরে।

(গ) সুদে কোন ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা নেই। অপরপক্ষে কোন উদ্যোগে বা কারবারে মুনাফা না হয়ে লোকসানও হ'তে পারে। এক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহকারী এবং উদ্যোক্তা উভয়ের ক্ষেত্রেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান।

(ঘ) সূদ কখনই ঋণাত্মক হ'তে পারে না। বড় জোর খুবই কম বা তাত্ত্বিকভাবে শূন্য হ'তে পারে। মুনাফা ধনাত্মক, শূন্য এমনকি ঋণাত্মক (অর্থাৎ লোকসান) হ'তে পারে।

(ঙ) সূদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করে না। পক্ষান্তরে মুনাফা উদ্যোক্তা ও পুঁজির যোগানদাতার সময় ও শ্রম বিনিয়োগের ফল।

৩. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১৪।*
৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৯।*

অন্যান্য ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে সূদঃ

আল-কুরআন নাযিলের পূর্বে অন্যান্য যেসব আসমানী গ্রন্থ নাযিল হয়েছিল সেসবেও সূদ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, ঐসব গ্রন্থ আজ আর অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় না। একমাত্র আল-কুরআনই এখনও পর্যন্ত রয়েছে অবিকৃত অবস্থায়, থাকবেও ক্বিয়ামত পর্যন্ত। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং এর হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দাঊদ (আঃ)-এর উপর নাযিলকৃত গ্রন্থ 'যাবূর'-এর কোন হদীছ মেলে না। মূসা (আঃ)-এর উপর নাযিল হওয়া 'তাওরাত' ও ঈসা (আঃ)-এর উপর নাযিল হওয়া 'ইনজিল'-এর যে বহু বিকৃতি ঘটানো হয়েছে যুগে যুগে, একথা তো সর্বজনবিদিত। তারপরও ইনজীল বা বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' বা আদিপুস্তক তাওরাতেরই অংশবিশেষ বলে ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ দাবী করেন। সেই আদিপুস্তকেই সূদ সম্বন্ধে যে ঘোষণা ও নির্দেশনা রয়েছে তা এ যুগের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণত (১) 'তুমি যদি আমার প্রজাদের মধ্যে তোমার স্বজাতীয় কোন দীন-দুঃখীকে টাকা ধার দাও তবে তাহার কাছে সূদগ্রাহীর ন্যায় হইও না; তোমরা তাহার উপর সূদ চাপাইবে না' *[(Exodus) যাত্রাপুস্তক; ২২: ২৬]*। (২) 'তুমি তাহা হইতে সূদ কিংবা বৃদ্ধি লইবে না, কিন্তু আপন ঈশ্বরকে ভয় করিবে... তুমি সূদের জন্য তাহাকে টাকা দিবে না' *[(Exodus) লেবীয় পুস্তক, ২৫: ৩৬-৩৭]*। (৩) 'তুমি সূদের জন্য, রৌপ্যের সূদ, খাদ্য সামগ্রীর সূদ, কোন দ্রব্যের সূদ পাইবার জন্য আপন ভ্রাতাকে ঋণ দিবে না' *[(Dueteronomy) দ্বিতীয় বিবরণ, ২৩: ১৯]*। (৪) 'যে সূদ ও বৃদ্ধি লইয়া আপন ধন বাড়ায়... তাহার প্রার্থনাও ঘৃণাস্পদ' *[(Ecclesiaftes) হিতোপদেশ, ২৮: ৮-৯]*। (৫) 'যে সূদের জন্য টাকা ধার দেয় না... সে কখনও বিচলিত হইবে না' *[(Psalm) গীতসংহিতা, ১৫: ৬]*। (৬) 'পরন্তু কোন ব্যক্তি যদি ধার্মিক হয়... সূদের লোভে ঋণ দেয় নাই, কিছু বৃদ্ধি লয় নাই... তবে সেই ব্যক্তি ধার্মিক, সে অবশ্য বাঁচিবে' *[(Ezikel) যিহিস্কেল, ১৮: ৮-৯]*। (৭) 'যদি সূদের লোভে ঋণ দিয়া থাকে ও বৃদ্ধি লইয়া থাকে তবে সে কি বাঁচিবে? সে বাঁচিবে না; সে এই সকল ঘৃণাই কার্য করিয়াছে' *[(Ezikel) যিহিস্কেল, ১৮: ৯৩]*।

খৃষ্টধর্মের শুরু হ'তে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা এবং রোমে পোপের নিয়ন্ত্রিত চার্চ হ'তে অন্যান্য চার্চের বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত সূদ নিষিদ্ধ ছিল। সকল চার্চই তখন এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করত। মধ্যযুগে ইউরোপে চার্চ অপরিসীম লোভ ও কৃপণতার জন্য সূদখোরদেরকে দেহপসারিণীদের সমতুল্য গণ্য করেছিল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রখ্যাত দার্শনিক ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিগণও সূদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তারা সূদের অশুভ পরিণতি তুলে ধরেছেন এবং সূদের বিরুদ্ধে

বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন। এ্যরিস্টটল তাঁর *Politics* গ্রন্থে সূদকে কৃত্রিম মুনাফা আখ্যায়িত করে বলেছেন যে, অন্যান্য পণ্যের ন্যায় অর্থ ক্রয়-বিক্রয় করা এক ধরনের জালিয়াতি। সুতরাং সূদের কোন বৈধতা থাকতে পারে না। প্লেটো তাঁর *Laws* নামক গ্রন্থে সূদের নিন্দা করেছেন। থমাস একুইনাস সূদের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে বলেছেন, অর্থ থেকে অর্থের ব্যবহারকে পৃথক করা যায় না। তাই অর্থের ব্যবহার করা মানে অর্থ খরচ করে ফেলা। এক্ষেত্রে একবার অর্থের ব্যবহারের মূল্য নেয়ার পর অর্থাৎ মুনাফা গ্রহণের পর পুনরায় অর্থের মূল্য নেওয়া হলে একই দ্রব্য দু'বার বিক্রি করার অপরাধ হবে। নিঃসন্দেহে এটি একটি অবিচার। সূদকে সময়ের মূল্য বলে যারা দাবী করেন তাদের যুক্তি খণ্ডন করে তিনি বলেন, সময় এমন এক সাধারণ সম্পদ যার উপর ঋণগ্রহীতা, ঋণদাতা ও অন্যান্য সকলেরই সমান মালিকানা বা অধিকার রয়েছে। এ অবস্থায় শুধু ঋণদাতার সময়ের মূল্য দাবী করাকে তিনি অসাধু ব্যবসা বলে অভিহিত করেছেন। হিন্দু ধর্মেও সূদ গ্রহণকে সমর্থন করা হয়নি *(মনুসংহিতা, ১ম অধ্যায়, শ্লোক নং ১০২)*।

পুঁজিবাদের কঠোর সমালোচক এবং সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক প্রবক্তা কার্লমার্কসও সূদ ও সূদখোরদের তীব্র ও তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন (দ্রষ্টব্যঃ *Capital.* Vol. 2)। তিনি অর্থনীতি হ'তে সূদ উচ্ছেদ, সূদখোরদের কঠোর শাস্তি প্রদান ও তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। অর্থ বা মুদ্রাকে তিনি সমাজ শোষণের হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করেছেন। এজন্য সোভিয়েত রাশিয়ায় কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্বে যুদ্ধ সাম্যবাদ চলাকালীন সময়ে (১৯১৮-২২) পুঁজিবাদী অর্থনীতি উৎখাতের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে রাশিয়ার মুদ্রা রুবল পর্যন্ত অর্থনৈতিক লেনদেন হ'তে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল।[৫]

পল মিলস ও জন প্রিসলে বলেন, ইতিহাসের কালপরিক্রমায় দেখা যায় অন্যের দুর্ভাগ্য হ'তে 'মুনাফা' অর্জনের জন্য ইহুদী সূদখোরদের নিন্দা করা হয়েছে। প্লুটার্ক বিশ্বাস করতেন বিদেশী আক্রমণকারীদের চাইতে অর্থ ঋণদানকারীরা অধিক নির্যাতনকারী। সূদখোররা তাদের প্রবাদতুল্য অর্থগৃধনুতা, নিষ্ঠুরতা ও অর্থলোলুপতার জন্য বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনায় বিদ্রূপের খোরাক হয়ে রয়েছে। ইতালীর অমর কবি দান্তে সূদখোরদের নরকের অগ্নিবৃষ্টিময় সপ্তম বৃত্তে নিক্ষেপের কথা বলেছেন। ইংরেজী সাহিত্যের অবিসংবাদী সম্রাট সেক্সপীয়রের 'দি মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকের শাইলক ও মলিয়েরর 'দি মাইজার' নাটকের হারপাগণের নাম কে না শুনেছে? বাংলা সাহিত্যেও গল্প-উপন্যাসে সূদখোরদের শোষণ-পীড়নের কাহিনীর উল্লেখ একেবারে অপ্রতুল নয়। রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা', শওকত ওসমানের 'ইতা' প্রভৃতি গল্পই তার প্রমাণ।

সূদ ও ইসলামঃ

সূদ প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান কঠোর ও অনমনীয়। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বেই সূরা বাক্বারাহতে আল্লাহ্র ঘোষণা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সূরাতেই আরও বলা হয়েছে, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সূদের যে অংশ বাকী আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও। যদি তোমরা তা না করো তাহ'লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ হ'তে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখ। আর যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন ফিরিয়ে নিতে পারবে। না তোমরা যুলুম করবে, না তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে' *(বাক্বারাহ ২৭৮-৭৯)*।

ক্বিয়ামতের দিন সূদখোরদের অবস্থা কেমন হবে সে সম্পর্কে ঐ সূরাতেই বলা হয়েছে, 'যারা সূদ খায় তারা ক্বিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে যেভাবে দণ্ডায়মান হবে ঐ ব্যক্তি যার উপর শয়তান আসর করে। তাদের এ অবস্থার কারণ, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো সূদ নেওয়ারই মতো' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*।

সূদের লেনদেন ও সূদের সাথে সংশ্রব রাখা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, যারা সূদ খায়, সূদ দেয়, সূদের হিসাব লেখে এবং সূদের সাক্ষ্য দেয় রাসূলে করীম (ছাঃ) তাদের উপর লা'নত করেছেন এবং এরা অপরাধের ক্ষেত্রে সকলেই সমান'।[৬]

আল-কুরআনে বহু ধরনের গুণাহের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। সেসবের জন্য কঠোর শাস্তি ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু সূদের ক্ষেত্রে যত কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে অন্য কোন গুনাহর ব্যাপারে এমন নয়। এজন্যই সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সূদ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে রাসূলে করীম (ছাঃ) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ নাজরানের খৃষ্টানদের সাথে তিনি যে সন্ধিপত্র সম্পাদন করেন তাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখে পাঠান- 'যদি তোমরা সূদী কারবার করো তাহ'লে তোমাদের সাথে চুক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে'। বনু মুগীরার সূদী লেনদেন সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধ ছিল। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের প্রাপ্য সমুদয় সূদ বাতিল করে দেন এবং মক্কায় তাঁর নিযুক্ত তহশীলদারদেরকে লিখে পাঠান, যদি তারা (বনু মুগীরা) সূদ গ্রহণ করা বন্ধ না করে তাহ'লে তাদের সাথে যুদ্ধ করো।

---

৫. *বিস্তারিত দ্রষ্টব্য E.H. Carr- The Bolshevik Revolution, Vol. 2, Ch. 17; Macmillan, 1952.*

৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭।*

রিবার অবৈধতা আল-কুরআনের সাতটি আয়াত (বাক্বারাহ ২৭৫-২৭৬, ২৭৮-২৮০; আলে ইমরান ১৩০ এবং আর রুম ৩৯), চল্লিশটিরও বেশী হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ তুলে ধরা হ'ল-

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'রিবা সত্তর প্রকার, তার মধ্যে সবচেয়ে কম ভয়ংকরটি হ'ল একজন লোক তার আপন মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমান'।[৭]

(২) আব্দুল্লাহ ইবনে হানজালা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি এক দিরহাম রিবা (সূদ) জ্ঞাতসারে গ্রহণ করে তবে তা ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও অনেক কঠিন'।[৮]

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে রাত্রে আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আমি কিছু লোককে দেখলাম যাদের পেট ঘরের মত এবং বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল তাদের পেটগুলো সাপে পরিপূর্ণ। আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিবরাঈল আমাকে বললেন, এরা ঐ সকল লোক যারা রিবার চর্চা করত'।[৯]

(৪) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) আরও বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি অন্য কাকেও ঋণ প্রদান করে, সে ঋণ গ্রহণকারীর নিকট হ'তে কোন উপহার গ্রহণ করা উচিত হবে না, যতক্ষণ না ঋণীগ্রস্ত ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধ করে, কিন্তু ঋণ শোধ করার পর ঋণদাতা সেটা গ্রহণ করতে পারে' *(বুখারী)*।

(৫) আবু বুরদা ইবনু আবি মূসা (রাঃ) বলেন, আমি মদীনায় এসে আব্দুল্লাহ ইবনু সালামের (একজন ইহুদী যে পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে) সাথে দেখা করার পর তিনি বললেন, 'তুমি (এখন) এমন দেশে বাস কর যেখানে রিবার প্রচলন অত্যধিক। সুতরাং যদি কারও কাছে তোমার ঋণের পাওনা থাকে এবং (যার কাছে তুমি পাওনা) সে যদি তোমাকে এক বোঝা খড় অথবা কিছু যব অথবা এক আটি ধানও উপঢৌকন দিতে চায়, তবে ঐগুলি গ্রহণ করো না, কারণ ঐগুলি রিবা' *(বুখারী)*।

(৬) আবু উমামাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যে, 'যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করে এবং তার বিনিময়ে কোন উপহার গ্রহণ করে, সে যেন কোন এক বড় দরজা দ্বারা রিবাতে ঢুকে পড়ল'।[১০]

৭. *ইবনু মাজাহ, হা/২২৭৪, হাদীছ ছহীহ*।
৮. *মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত হা/২৮২৫*।
৯. *ইবনু মাজাহ, হা/২২৭৩, হাদীছ ছহীহ*।
১০. *আবুদাঊদ, হা/৩৫৪১; মিশকাত হা/৩৭৫৭, হাদীছ ছহীহ*।

উপরোল্লিখিত হাদীছ সমূহ থেকে সূদ সম্পর্কে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় সুস্পষ্টভাবে উঠে আসে। এসবের মধ্যে রয়েছে সূদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা গুনাহগার বলে গণ্য হবে, কত সামান্য বিষয় এমনকি আপাতঃ দৃষ্টিতে ঋণদাতাকে সৌজন্য প্রদর্শনও সূদ বা রিবা বিবেচিত হ'তে পারে? সূদ কত প্রকারের হ'তে পারে, এক সময়ে সূদ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করবে এবং তা থেকে কারো রেহাই থাকবে না, সূদের গুনাহ (যা কবীরা গুণাহ) কত নিকৃষ্ট ধরনের হ'তে পারে ইত্যাদি। তাই সূদ প্রসঙ্গে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা যেমন প্রয়োজন তেমনি সমাজদেহ হ'তে সূদ উচ্ছেদ ও রহিত করার জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণও সমান প্রয়োজন।

বিশ্বমানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর জীবনের সর্বশেষ ভাষণেও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে ভুলেননি। তিনি যে প্রকৃতই রহমাতুল্লিল আলামীন, তাঁর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণেও তার পরিচয় রেখে গেছেন। অবিস্মরণীয় সেই ভাষণে তিনি একটিমাত্র ঘোষণার মাধ্যমে শোষণের বিষদাঁত চিরতরে ভেঙ্গে দিলেন। অবিচল কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন, 'জাহেলী যুগের সমস্ত সূদ বাতিল করা হ'ল। সবার আগে আমাদের গোত্রের আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিবের সব সূদ আমিই রহিত করে দিলাম' *(তারীখে তাবারী; সীরাতে ইবনে হিশাম)*।

সেই ঘোষণার ফল হয়েছিল সূদূরপ্রসারী। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফত পরবর্তী যুগেও বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশী এক বিশাল ভূখণ্ডে দীর্ঘ নয়শত বছর ইসলামী হুকুমাত বহাল থাকাকালীন কোথাও সূদ বিদ্যমান ছিল না। সূদের মাধ্যমে কোন লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য হয়নি। পরবর্তীতে মুসলমানদের ভোগবিলাস ও আত্মবিস্মৃতির সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় শক্তিসমূহ তাদের পরাভূত করে ধ্বংস করে দেয় তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণের উপর আধিপত্য বিস্তার করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ। বিপরীতে মুসলিম দেশ ও সমাজ কোন প্রতিরোধ তো গড়তে পারেইনি বরং ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ে যোজন যোজন পথ। এই সময়েই ইউরোপে সংঘটিত শিল্প বিপ্লবের পথ ধরে নতুন আঙ্গিকে সূদ পুনরায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে বিশ্বের সকল দেশে, সমাজের সর্বস্তরে। ব্যাংকিং পদ্ধতির বিকাশ ঘটে শিল্প বিপ্লবের হাত ধরেই। ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমেই সমাজে সূদের সর্বনাশা শোষণ ও ধ্বংস আরও গভীর ব্যাপ্তি লাভ করে। একদিকে পুঁজি আবর্তিত হ'তে থাকে শুধু ধনীদের মধ্যেই, যা আল-কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে সূদের কারণে আরও নতুন নতুন অর্থনৈতিক নির্যাতন ও শোষণ বিস্তৃতি লাভ করে সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে, যার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ আজ আর সহজসাধ্য নয়॥

চিকিৎসা জগত

গলগণ্ড ঃ কারণ ও চিকিৎসা

মানবদেহের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি এবং শরীরের যাবতীয় কার্য সম্পাদনে বিভিন্ন গ্লান্ড জড়িত। এর মধ্যে এন্ডোক্রাইন গ্লান্ড অন্যতম। থাইরয়েড গ্লান্ড এমনই একটি এন্ডোক্রাইন গ্লান্ড।

থাইরয়েড গ্লান্ডের অবস্থানঃ গলার সামনে মাঝামাঝি স্থানে এর অবস্থান।

থাইরয়েড গ্লান্ডের কাজঃ থাইরক্সিন নামক হরমোন এই গ্লান্ড তৈরী করে। এই হরমোন শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

থাইরয়েড হরমোন কম-বেশী হওয়ার ক্ষতিকর দিকঃ জন্ম থেকে এই হরমোন কম বা ঘাটতি হ'লে শিশু শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে যায় এবং বড়দের ক্ষেত্রে এর অভাবে মিক্সইডিমা ও হরমোন অধিক হ'লে থাইরয়েড টক্সিকোসিস নামক রোগ হয়।

থাইরয়েড গ্লান্ডের রোগ সমূহঃ থাইরয়েড গ্লান্ডের বহু ধরনের রোগ হ'তে পারে। তার মধ্যে গলগন্ড বা গয়টার অন্যতম।

গলগন্ড বা গয়টার কী? থাইরয়েড গ্লান্ড ফুলে যাওয়াকে গলগন্ড বা গয়টার বলে।

গয়টার বা গলগন্ড রোগের প্রকারঃ

(১) **সাধারণ বা সিম্পল গয়টারঃ** এক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্লান্ডটি ফুলে যায়। হরমোন লেভেল স্বাভাবিক থাকে এবং হরমোনজনিত কোন সমস্যা থাকে না।

(২) **মাল্টি নডুলার গয়টারঃ** এ অবস্থায় থাইরয়েড গ্লান্ডটিতে ছোট-বড় অসংখ্য চাকা থাকে। এক্ষেত্রে হরমোন লেভেল কম-বেশী বা স্বাভাবিক যে কোনরূপ থাকতে পারে।

(৩) **সলিটারি থাইরয়েড নডিউলঃ** এক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্লান্ডে একটিমাত্র চাকা থাকে।

(৪) **টিউমার গয়টারঃ** থাইরয়েড গ্লান্ডের টিউমারজনিত কারণে এই গয়টার হ'তে পারে।

(৫) থাইরয়েড গ্লান্ডের ক্যান্সার বা ক্যান্সার গয়টার।

(৬) ইনফেকশনজনিত গয়টার।

(৭) **স্বাভাবিক গয়টারঃ** প্রেগন্যান্সি ও উঠতি বয়সে থাইরয়েড গ্লান্ড অধিক হরমোন তৈরী করে থাকে। এ সময় থাইরয়েড গ্লান্ডটি ফুলে যায়। এ ধরনের গয়টারকে স্বাভাবিক গয়টার বলা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে প্রেগন্যান্সি শেষে বা নির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হ'লে থাইরয়েড আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

গয়টার বা গলগন্ডের কারণঃ

(১) অধিকাংশ ক্ষেত্রে গয়টারের কারণ জানা যায় না।

(২) খাদ্যে আয়োডিনের অভাব গয়টারের একটি অন্যতম কারণ।

(৩) শরীর গঠন বা অধিক বৃদ্ধির সময় স্বাভাবিক গয়টার সৃষ্টি হ'তে পারে।

(৪) কোন কারণে গলায় রেডিয়েশন দেয়া হ'লে পরবর্তীতে থাইরয়েড গ্লান্ডের ক্যান্সার (ক্যান্সার গয়টার) হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

গয়টার রোগ নির্ণয় পদ্ধতিঃ

স্বাভাবিক অবস্থায় থাইরয়েড গ্লান্ডটি গলার সামনে দেখা যায় না। যখন থাইরয়েড গ্লান্ড ফুলে যায় অর্থাৎ গয়টার হয়, তখন গলার সামনে মাঝ বরাবর ঢোক গিলার সঙ্গে গ্লান্ডটিকে উপর-নিচে ওঠানামা করতে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত রক্তে হরমোন লেভেল দেখে এটা সিম্পল না টক্সিক তা নির্ণয় করা যায়।

সিম্পল গয়টারে হরমোন লেভেল স্বাভাবিক থাকে এবং টক্সিক গয়টারের ক্ষেত্রে রক্তে হরমোন লেভেল বেড়ে যায়। তাছাড়া হরমোন লেভেল কম বা বেশী হ'লে বিভিন্ন ধরনের উপসর্গও লক্ষ্য করা যায়। গ্লান্ডের কোষ পরীক্ষা (FNAC) করেও রোগ নির্ণয় করা হয়।

চিকিৎসাঃ থাইরয়েড গ্লান্ডটি যে কোন কারণে একবার ফুলে গেলে এটা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আর স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসে না। তাই সেক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজন হয়।

সার্জারি বা অপারেশনের প্রয়োজনীয়তাঃ

(১) গলগণ্ড হ'লে দেখতে কুৎসিত বা অসুন্দর লাগে।

(২) গ্লান্ডটি ফুলে গিয়ে আশপাশের এরিয়ায় চাপ বা প্রেসার দেয়। যার ফলে শ্বাসকষ্ট বা খেতে ও ঢোক গিলতে কষ্ট হ'তে পারে।

(৩) ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে।

সুতরাং এসব কারণে সঠিক রোগ নিরূপণ ও চিকিৎসার জন্য সার্জনের শরণাপন্ন হওয়া যরূরী।

[সংকলিত]

ক্ষেত-খামার

বার্ড ফ্লু ঃ আমাদের করণীয়

বার্ড ফ্লু ভাইরাসের পরিচয়ঃ

বার্ড ফ্লু বা এভিয়েন তথা পাখি সম্পর্কিত উক্ত রোগ একই। এটা আর্থোমিক্সিরিডি গোত্রের ভাইরাস আক্রান্ত পাখিদের রোগ। মুরগি বা যেকোন পাখি এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। এই ভাইরাসটি প্রথম দেখা দেয় ১৮৭৮ সালে। ১৯৫৫ সালে ইতালিতে এই ভাইরাসে আক্রান্তকে ফাইল প্লেগ নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমান নাম বার্ড ফ্লু বা এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। এই ভাইরাসের অনেক সাব-টাইপ বা স্ট্রেন রয়েছে। এসব স্ট্রেনের মধ্যে এইচ-৫, এন-১ সবচেয়ে মারাত্মক। এটা দ্রুত এক পাখি থেকে ঝাঁকের অন্য পাখিদের আক্রমণ করে। এ ভাইরাস পাখির লালা ও মলের মাধ্যমে দ্রুত ছড়ায়। আক্রান্ত পাখি কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা যায়।

যে ভাবে ছড়ায়ঃ

বার্ড ফ্লু বা এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস পাখির অন্ত্রে বাস করে। বিষ্ঠা বা মলের সঙ্গে বের হয়ে আসে এবং বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। বাতাসে ছড়িয়ে পড়া ভাইরাস বা আক্রান্ত পাখির হাঁচি ও কাশির মাধ্যমে শ্লেষ্মা ও কফ আকারে বের হয়ে এসে সুস্থ পাখিদের আক্রমণ করে। অতিথি পাখিরা সাধারণত এই ভাইরাসের অন্যতম বাহক। আক্রান্ত পাখির বিচরণে, খামার যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও খামারের কর্মীদের মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে।

চেনার উপায়ঃ

ভাইরাস আক্রমণের তিন থেকে ১০ দিন পর রোগের লক্ষণ পাওয়া যায়। আক্রান্ত পাখির পালক উসকোখুসকো হয়ে যায়। ক্ষুধামন্দা ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মাথার ঝুঁটির গোড়ায় রক্তক্ষরণ হয়। পায়ের পাতা ও হাফ-জয়েন্টের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে রক্ত জমে যায় ও রক্তক্ষরণ হয়।

* খামারে হঠাৎ করেই এ রোগ ছড়াতে পারে। একসঙ্গে অনেক মুরগি মারা যায়। অসুস্থতার লক্ষণ ছাড়াই মারা যেতে পারে। অবসাদ, ঝিমুনি, ক্ষুধামন্দা, উসকোখুসকো পালক, জ্বর ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশের পরও মারা যেতে পারে।
* দুর্বলতা ও চলাফেরায় অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। আক্রান্তরা চুপচাপ বসে থাকে। মাথা মাটিতে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।
* অল্প বয়সের মুরগিদের পক্ষাঘাত দেখা দেয়।
* ডিম পাড়া কমে যায়; নরম খোসাযুক্ত ডিম পাড়ে।
* গলা ও মাথার ঝুঁটি ফুলে যায়। গাঢ় লাল বা নীল রং ধারণ করে এবং কখনো কখনো ক্ষুদ্র বিন্দুর রক্তক্ষরণ দেখা দেয়।
* আক্রান্তরা শ্বাসকষ্টে ভোগে।
* শরীরের পালকবিহীন অংশ যেমন পায়ে রানের নিচের অংশে রক্তক্ষরণ হয়।
* খামারে ১০০ ভাগ পর্যন্ত মোরগ-মুরগি মারা যায়।
* হাঁস ও রাজহাঁসদেরও একই লক্ষণ দেখা দেয়।
* অনেক ক্ষেত্রে হাঁস রোগের লক্ষণ ছাড়াই জীবাণু ছড়াতে পারে।

শরীরের ভেতরে পরিবর্তনঃ

* শরীরের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে শ্বাসনালী, খাদ্যনালী এবং হৃৎপিণ্ডের ভেতর ও বাইরে ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো রক্তক্ষরণ দেখা যায়।
* চামড়ার নিচে বিশেষ করে ঘাড়ে ও পায়ের গিরায় প্রচুর পানি জমে।
* মৃতদেহ পানিশূন্য হয়ে যেতে পারে।
* প্লীহা, বৃক্ষ, কলিজা এবং ফুসফুস ইত্যাদিতে ধূসর রঙের মৃত কোষ থাকতে পারে।
* বায়ু থলি অস্বচ্ছ হ'তে পারে এবং ধূসর বা হলুদাভ তরল পদার্থ পাওয়া যেতে পারে।
* প্লীহা বড় হ'তে পারে এবং রক্তক্ষরণের ফলে গাঢ় রং ধারণ করতে পারে।

একই লক্ষণের অন্য রোগঃ

এসব রোগ-লক্ষণ বার্ড ফ্লু থেকে আলাদা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এসব রোগেও খামারের মুরগি দ্রুত মারা যায়।

* তীব্র রানিক্ষেত রোগ।
* ডাকপ্লেগ রোগ। তবে মুরগির ডাকপ্লেগ হয় না।
* মুরগির সংক্রামক করাইজা।
* তীব্র বিষক্রিয়া।

ক্ষতিকর দিকঃ

বার্ড ফ্লু একটি মারাত্মক রোগ। এতে খামারের মুরগি দ্রুত মারা যেতে পারে। খামার থেকে খামার ও এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় অল্প সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। রোগগ্রস্ত মুরগি থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ঘটতে পারে। দুইভাবে এই ভাইরাস ছড়াতে পারে। অতিসংক্রামক হাইপ্যাথজেনিক এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা HPAI, আবার মৃদু সংক্রামক বা লোপ্যাথজেনিক LPAI অবস্থায়ও ছড়াতে পারে।

খামারকর্মীদের সতর্কতাঃ

এ পর্যন্ত সারা বিশ্বে এ ভাইরাসে প্রায় ২০০ মানুষ মারা গেছে। এদের সবাই ছিল খামারকর্মী। সেকারণ ভোক্তা নয়, খামারকর্মী ও আক্রান্ত খামারের মুরগি নিধনে নিয়োজিতদের বাড়তি সতর্ক থাকা দরকার। প্রয়োজনীয় বেশভূষা ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, পায়ে প্লাস্টিক গাম বুট ও অ্যাপ্রোন পরতে হবে। শারীরিক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। যারা জীবন্ত মুরগি বেচাকেনার সঙ্গে যুক্ত তাদেরও এসব পোশাক পরে থাকতে হবে। খামারে জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। শেডে প্রবেশের সময় ফুটপথে জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি রাখতে হবে। এতে পা ধুয়ে খামারে প্রবেশ নিশ্চিত করা দরকার। খামার ও জীবন্ত মুরগির দোকানের

চারপাশে নিয়মিত ফরমালিন বা শক্তিশালী জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে। কোনভাবেই অতিথি পাখিদের সংস্পর্শে আসা যাবে না।

প্রতিষেধক ওষুধঃ

চীন ও ফ্রান্সসহ অনেক দেশই মুরগির এই রোগ থেকে বাঁচার জন্য লাইভ ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছে। চীনের ষ্টেট মিডিয়া জানায়, 'অরবিন রিসার্স ইনষ্টিটিউট' বার্ড ফ্লু প্রতিরোধে চার বছর গবেষণা করে লভি ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করেছে। এই ভ্যাকসিন বার্ড ফ্লু ভাইরাসসহ রানিক্ষেত রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে।

খামারের মুরগিদের এই ভ্যাকসিন দেওয়া যেতে পারে। বার্ড ফ্লু রোগে আক্রান্ত হাঁস-মুরগি ও কবুতরসহ কোন পাখিরই কোন চিকিৎসা নেই। উন্নত বিশ্বে এ রোগের টিকা দেওয়ার প্রথা চালু থাকলেও আমাদের দেশে এখনো এ টিকা আমদানি করার অনুমতি নেই। দীর্ঘমেয়াদি রোগপ্রতিরোধের জন্য ভাকসিন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

রান্না গোশত-ডিমে ভয় নেইঃ

এই ভাইরাসে ভোক্তাদের আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। বিশিষ্ট পশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মনজুর আযীয বলেন, 'আমরা যে তাপে মুরগির গোশত রান্না করি সেই তাপে কোন জীবাণু বাঁচে না।

তাছাড়া এই ভাইরাসে আক্রান্ত মুরগি কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মারা যায়। বাজার থেকে তাজা, সবল জীবন্ত মুরগি কিনলে তা পুরোপুরি নিরাপদ। আক্রান্ত মুরগি বাজার পর্যন্ত আনতে আনতে তাজা থাকবে না। তবে বাড়তি সতর্কতা হিসাবে অল্প সিদ্ধ গোশত বা ডিম না খাওয়াই ভাল। এছাড়া রান্নার আগে গোশত কাটার পর ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে।

খামারকর্মীদের শেডে কাজ করার সময় মাস্ক পরে নাক-মুখ ঢেকে রাখতে হবে। থুতু ফেলা যাবে না। কাজ শেষে অবশ্যই সাবান দিয়ে হাত ও পা ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে।

জীব-নিরাপত্তা জোরদারের বিকল্প নেইঃ

বায়ো সিকিউরিটি বা জীব-নিরাপত্তা একটি সাধারণ জ্ঞান। এক কথায় জীব নিরাপত্তা হ'ল খামারের মুরগি ও খামারকর্মীদের রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখা। জীব-নিরাপত্তা নিতে অতিরিক্ত কোন খরচ হয় না। এটি মূলত আচরণবিধি। এর ফলে রোগজীবাণু থেকে খামার রক্ষা পাবে এবং হাঁস-মুরগি রোগজীবাণু থেকে মুক্ত থাকবে।

খামারের হাঁস-মুরগি সব সময় ভাল জায়গায় রাখতে হবে। আর ভাল জায়গা হ'ল পরিষ্কার পানি ও খাবারের ব্যবস্থা আছে এমন জায়গা; যেখানে নিয়মিত টিকা ও ওষুধপথ্যের ব্যবস্থাও আছে। হাঁস-মুরগি সব সময় সংরক্ষিত ঘেরা জায়গায় রাখতে হবে। খামারে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। দর্শনার্থীদের জুতা-স্যান্ডেল, ছাগল, ভেড়া, বন্য পাখি, রিকশাভ্যান ও মোটর গাড়ির মাধ্যমে আক্রান্ত এলাকা থেকে অন্য এলাকার খামারে রোগ ছড়াতে পারে। সেজন্য দর্শনার্থীদের চলাচল নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে।

পার্শ্ববর্তী খামারে রোগ দেখা দিলে করণীয়ঃ

পাশের খামারে এই রোগ দেখা দিলে অন্য খামারও মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। এ সময় অধৈর্য না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় কতগুলো মৌলিক নীতি অবলম্বন করতে হবে।

খামারের হাঁস-মুরগির জন্য সুরক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। নতুন হাঁস-মুরগি ক্রয় করা ও বহিরাগতদের কোনভাবেই খামার শেডের কাছে আসতে দেওয়া যাবে না। খামারের আশপাশ, শেড, শেডের প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি এমনকি সাইকেল, মোটরসাইকেল নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। খামারের বর্জ্য ও বিষ্ঠা সুরক্ষিত জায়গায় রাখতে হবে।

মড়ক লাগলে করণীয়ঃ

খামারে মুরগির মৃত্যু বা মড়ক অনেক সময়ই হয় ও হ'তে পারে। যে কারণেই মড়ক লাগুক না কেন, দ্রুত নিকটস্থ পশুসম্পদ হাসপাতালে যোগাযোগ করতে হবে। স্মর্তব্য যে, চোখে দেখে কোনভাবেই বোঝা যাবে না মৃত্যুর কারণ বার্ড ফ্লু ভাইরাস কি-না। তাই রোগের কারণ নিশ্চিত হওয়ার জন্য অবশ্যই ল্যাবরেটরি টেষ্ট করাতে হবে। পশুসম্পদ হাসপাতালের চিকিৎসক নির্দিষ্ট ল্যাবরেটরিতে রক্তের নমুনা পাঠিয়ে পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়ার পর রোগের কারণ নিশ্চিত করবেন। যদি বার্ড ফ্লু ভাইরাস পাওয়া যায়, তাহ'লে নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে খামারের মুরগি নিধন ও ডিম নষ্ট করতে হবে এবং খামারের বর্জ্য পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

করণীয়ঃ

* মুরগির গোশত ও ডিম ভালভাবে রান্না ও সিদ্ধ করে খেতে হবে।
* খাওয়ার আগে হাত ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।
* ডিম ফ্রিজে রাখার আগে হাল্কা গরম পানি বা ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানিতে ধুয়ে রাখতে হবে।
* বাড়ির হাঁস-মুরগি খাঁচায় ভরে রাখতে হবে। অথবা কোন নির্দিষ্ট জায়গার বাইরে যেতে দেওয়া যাবে না।
* খামারে কাজ করার সময় মাস্ক, গ্লাভস বা দস্তানা এবং অ্যাপ্রোন পরে কাজ করতে হবে।
* খামারের ফুটপথে পা ধুয়ে প্রবেশ করতে হবে।
* হঠাৎ জ্বর, কাশি, গলার স্বর ভেঙ্গে গেলে, চোখে কোন সংক্রমণ হ'লে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

বর্জনীয়ঃ

* অতিথি পাখি শিকার ও খাওয়া যাবে না।
* মুরগি কাটার ছুরি, বঁটি ও গোশত রাখার পাত্র গরম পানি ও সাবান দিয়ে ধুয়ে রাখতে হবে।
* জীবন্ত মুরগি ছাড়া কোন রোগগ্রস্ত মুরগি, হাঁস, কবুতর কেনা বা খাওয়া যাবে না।
* খামার শেড থেকে শিশুদের দূরে রাখতে হবে।
* খামারের অসুস্থ মুরগি খাওয়া যাবে না।
* গুজবে বিশ্বাস করা যাবে না।

[সংকলিত]

কবিতা

বাংলাদেশের গান

- *মাহফূযুর রহমান আখন্দ*
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

গোলাপ রাঙা সাঁঝের আকাশ
পাখির ডানায় ভোর,
পিঠ ঝাঁঝালো বোশেখ দুপুর
খুলুক রাতের দোর।
মিষ্টি দাদুর গল্প শুনি
নিত্য সবুজ স্বপ্ন বুনি
চিলের পাখায় আকাশ ফুঁড়ে
চাই যেতে চাই সুখের পুর
আঁধার রাতের গহীন কালো
বাড়ায় ঘুমের ঘোর।
গাছ গাছালি লতায় পাতায়
কিংবা আমার ছবির খাতায়
প্রজাপতি শালিক ডানায়
আমার মায়ের দেশটি মানায়
এদেশ আমার জন্মভূমি
চাই যে আলোর ভোর।

প্রিয় বাংলাদেশ

- *এফ. এম. নাছরুল্লাহ*
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

বসন্তে বাসন্তী বনে
কোকিলের কুহুতানে
কৃষক ঝড় রোদ্দুরে
রাখাল রাখালীয়া সুরে
বলে প্রিয় দেশ আমার বাংলাদেশ!
সবুজ অরণ্য তার সবুজ প্রান্ত জুড়ে
দোয়েল শ্যামা নিত্য ফসলের ক্ষেতে উড়ে,
গ্রাম বাংলার নবান্ন উৎসবে,
মাঝি তার ভাটিয়ালী সুরে
বলে, প্রিয় দেশ আমার বাংলাদেশ।
রক্তিম সূর্যটা পুবাকাশে ওঠে
রাতের আঁধারে হাযার তারা ফোটে
ষড়ঋতু প্রতি বার মাসে
লেখা রয় জীবনের ইতিহাসে
প্রিয় দেশ আমার বাংলাদেশ।
যেখানে আমি হারিয়ে যাই হই নিরুদ্দেশ
সেখানে মিশে আছে জীবনের নিঃশ্বাস
কত রক্ত-বন্যা-ক্ষুধা-দারিদ্র দুর্ভিক্ষ পাড়ি দিয়ে
এগিয়ে চলছে সামনের দিকে বিজয়ের পথে নির্ভয়ে
সে কে? সে প্রিয় দেশ আমার প্রিয় বাংলাদেশ।

দেশের গান

- *মুস্তাকুর রহমান*
গাছবাড়ী, কানাইঘাট, সিলেট।

কোথায় ফলে শস্যশ্যামল কোথায় সবুজ ছায়া?
বাগ-বাগিচায় পাখ-পাখালির নিত্য উড়ে ডানা।
কোথায় সদা স্বপ্ন জাগায় পল্লীবালার কেশ?
সে যে আমার মাতৃভূমি সোনার বাংলাদেশ।
কোথায় ফোটে শাপলা-শালুক রাঙ্গা লতার পদ্ম?
জুই-চামেলী ফুলের গন্ধে মন হয়ে যায় মুগ্ধ,
কার আকাশে নিত্য রাতে চন্দ্র-তারা হাসে?
হাওয়ার তালে সাদা-কালো মেঘের ভেলা ভাসে।
সুখে-দুঃখে বিলায় কে তার ভালবাসার রেশ?
সে যে আমার মাতৃভূমি সোনার বাংলাদেশ।
কার বুকেতে অকুল পাথার নদীর মোহনায়?
পাল উড়াইয়া সুজন মাঝি ভাটিয়ালী গায়,
ঝুমুর তালে বৃষ্টি নামে কোন সে মাঠের পরে?
রাখাল ছেলে গরু-ছাগল ফিরায় আপন ঘরে,
রক্তঝরা মায়ের বুকে নেই ভাবনার লেশ
সে যে আমার মাতৃভূমি সোনার বাংলাদেশ।
আমার স্বাধীন বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা সংগ্রাম

- *মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান*
বাগমারা, রাজশাহী।

বৎসর পরে ঘুরে এলো
স্বাধীনতার রোল,
ছাব্বিশে মার্চের রাতের অন্ধকারে
রক্তে ভিজানো আঁচল।
পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী
লেলিয়ে দিয়েছিল সৈন্য,
কামান ও ট্যাংকে যুদ্ধ চালিয়ে
মানুষ মেরে হলো ধন্য।
পরাধীনতার শৃংঙ্খল হ'তে
মুক্ত করিব এ দেশ,
সিপাহী-জনতা শপথ নিল
স্বাধীন করব দেশ।
যা আছে মোদের তাই নিয়ে করিব
তবু শত্রুর মোকাবিলা চাই,
নয় মাস ধরে যুদ্ধ চালিয়ে
শত্রু করিনু ক্ষয়।
এই যুদ্ধে খালি হ'ল কত
বাঙালী মায়ের কোল,
কেউ পিতা হারা, স্বামী হারা কেউ
সন্তান হারার রোল।
হাযার হাযার মুক্তিযোদ্ধা
যুদ্ধে শহীদ হ'ল,
শতসহস্র মা-বোনের ইয্যত
হায়েনারা লুটে নিল।
পোড়াইল কত বাড়িঘর
তার ইয়ত্তা নেই,
কত নিরপরাধ লোককে
ধরে নিয়ে মারিল বৃথাই।
এ দেশের তরে যারা একাত্তরে
বিলিয়ে দিল প্রাণ,
তারাই এদেশের মুক্তিযোদ্ধা
স্বাধীনতা তাদের অবদান।
জীবনের মায়া ভুলে দেশের তরে
যারা দিয়ে গেল জান,
তাদের রক্তে লেখা হয়ে গেল
বাংলাদেশের নাম।
উড়িল আকাশে লাল পতাকা
স্বাধীনতার বিজয় নিশান,
সাতকোটি বাঙালী গাহিল একত্রে
মুক্তির জয় গান।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (শিক্ষা সংক্রান্ত)-এর সঠিক উত্তর

১। শিক্ষা হ'ল সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের অব্যাহত অনুশীলন। শিক্ষা নিয়ে যে বিজ্ঞান আলোচনা করে তা হ'ল শিক্ষা বিজ্ঞান।
২। শিক্ষা সম্পর্কে। মহান আল্লাহ বলেন, 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক্ব ১)*।
৩। সংস্কৃত শব্দ 'শ্বাস' ধাতু থেকে।
৪। ইংরেজী প্রতিশব্দ `Education' এটি ল্যাটিন শব্দ Educere বা Educatum থেকে এসেছে।
৫। বৃটেনের ক্যামব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ১৭০২ খৃষ্টাব্দে।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। ভিটামিন 'এ'। ২। ভিটামিন 'ডি'। ৩। আয়োডিন।
৪। মাছের তেল। ৫। ক্যালসিয়াম।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১। মন্ত্রণালয়ের পরিচালক কে?
২। বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর প্রধান কে?
৩। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান কে?
৪। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধান কে?
৫। বাংলাদেশের প্রথম প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

** সংগ্রহেঃ মাহফূযুর রহমান*
জামদহী, মান্দা, নওগাঁ।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। কোন বস্তুর ভিতর ও বাহিরের ব্যাস পরিমাপক যন্ত্রের নাম কি?
২। পানির তলায় তেলকূপ খোঁজার যন্ত্রের নাম কি?
৩। মানুষের হৃৎপিণ্ডের গতি প্রকৃতি নির্ণয়ক যন্ত্রের নাম কি?
৪। দুধের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ক যন্ত্রের নাম কি?
৫। উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপক যন্ত্রের নাম কি?

** সংগ্রহেঃ আহমাদ সাঈদ আল-আশিক*
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ক্যাম্পাস।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৩ জানুয়ারী বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর নওদাপাড়াস্থ প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর প্রিন্সিপ্যাল শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। প্রধান অতিথি সোনামণিদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে আদর্শবান হওয়ার এবং সুশিক্ষিত ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার প্রতি আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহিল কাফী ও জাগরণী পরিবেশন করে শাহাদত হোসাইন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সোনামণি মারকায শাখার পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান।

কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ ৩০ জানুয়ারী বুধবারঃ অদ্য বাদ যোহর স্থানীয় মহিষামুড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মহিষামুড়া মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসার শিক্ষক জনাব মাওলানা আব্দুল কাদের। অনুষ্ঠানে সমাপনী ভাষণ পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

একই মসজিদে পরের দিন বাদ ফজর এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি জনাব শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। সমাবেশে সোনামণি মহিষামুড়া শাখা গঠন করা হয়। অতঃপর সভাপতি নব নির্বাচিত শাখা দায়িত্বশীলদের নামের তালিকা ঘোষণা করেন।

রশীদপুর, সিরাজগঞ্জ ১ ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য সকল ৭-টায় রশীদপুর পূর্বপাড়া সালাফিয়াহ মাদরাসায় এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আশরাফ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণিদেরকে সুশিক্ষিত ও সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠার প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি নাসীমা খাতুন ও জাগরণী পরিবেশন করে কহীনুর খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রশীদপুর জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মুযযাম্মিল হক। সমাবেশে অর্ধশতাধিক সোনামণি উপস্থিত ছিল।

কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ১ ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ সদাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুল মতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণি বালক-বালিকাদেরকে লেখাপড়া শিখে প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে ওঠার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ২ ফেব্রুয়ারী শনিবারঃ অদ্য সকাল ৭-টায় বড়কুড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আব্দুস সালাম কাযীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণি সংগঠন পরিচিতি, সাধারণ জ্ঞান ও ইসলামী আচার-আচরণের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ আহসান হাবীব এবং জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি আব্দুল জাব্বার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জনাব আব্দুস সাত্তার।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

আর্সেনিকের ঝুঁকিতে দেশের ৮ কোটি মানুষ

আর্সেনিক বিষক্রিয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন দেশের ৮ কোটি মানুষ। এদের মধ্যে উচ্চমাত্রায় আর্সেনিকে আক্রান্ত হওয়া হাযার হাযার মানুষ এখন মরণব্যাধি ক্যান্সারের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। টিউবওয়েলের পানি আর্সেনিকে দূষিত হওয়ার পর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এই সমস্যা। দেশের শতকরা ৭০ ভাগ টিউবওয়েলেই রয়েছে উচ্চমাত্রায় আর্সেনিক। এমন এলাকা রয়েছে যেখানে শতকরা ১০০ ভাগ টিউবওয়েলেই রয়েছে আর্সেনিক। দূষিত পানি ব্যবহারে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া এখন স্বাস্থ্য, মাটি ও খাদ্যচক্রের সঙ্গে মিশে আছে। ফলে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ এখন আর্সেনিকের বিষে ঝুঁকিপূর্ণ। গত ১৩ ফেব্রুয়ারী ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের উদ্যোগে হাসপাতাল মিলনায়তনে আয়োজিত 'ভূগর্ভস্থ পানির আর্সেনিক দূষণ এবং উপশম' শীর্ষক ৭ম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়।

প্রবন্ধে বলা হয়, প্রতি লিটার পানিতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত আর্সেনিকের মাত্রা হচ্ছে ০.০১ মিলিগ্রাম। কিন্তু বাংলাদেশের পানিতে আর্সেনিকের নিরাপদ মাত্রা ধরা হয়েছে ০.০৫ মিলিগ্রাম। দেশের ৩০ ভাগ টিউবওয়েলে উচ্চমাত্রায় আর্সেনিক রয়েছে। কিন্তু আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা ০.০১ মিলিগ্রাম ধরা হ'লেও ৭০ ভাগ টিউবওয়েলেই রয়েছে উচ্চমাত্রায় আর্সেনিক।

গ্রাম সরকার বাতিল হচ্ছে

গ্রাম সরকার বাতিলের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। গত ১৭ ফেব্রুয়ারী প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে গ্রাম সরকার (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ ২০০৮ নীতিগতভাবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এরপর আইন মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অধ্যাদেশটি পুনরায় উপদেষ্টা পরিষদে তোলা হবে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করার জন্য সাবেক সচিব (বর্তমানে স্বাস্থ্য ও খাদ্য উপদেষ্টা) এ.এম.এম শওকত আলীকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করে। ঐ কমিটি তাদের সুপারিশে গ্রাম সরকার বাতিলের সুপারিশ করে। বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ২০০৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদে গ্রাম সরকার বিল পাস করে। এর ফলে সারাদেশে প্রায় ৪০ হাযার গ্রাম সরকার গঠন করা হয়। গ্রাম সরকারের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫ জন। এদের সিংহভাগ সদস্য ছিল বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত।

বার্ড ফ্লুতে ক্ষতি সাড়ে চারশ' কোটি টাকা

কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রের সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, দেশের সম্ভাবনাময় পোলট্রি শিল্পে বার্ড ফ্লুতে এ পর্যন্ত সাড়ে চারশ' কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। তবে বার্ড ফ্লুর কারণে আতঙ্কিত হওয়ার কিছুই নেই। প্রয়োজন সচেতনতা। বক্তারা বলেন, ৯০ ডিগ্রী তাপে রান্না করা মুরগির গোশত ও মুরগির ডিম খেতে কোন বাধা নেই। সেমিনারে জানানো হয়, বাংলাদেশ ও ভারতে এ পর্যন্ত কোন মানুষের বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ার নযীর নেই।

গত ২২ ফেব্রুয়ারী জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তারা এসব তথ্য জানান। সেমিনারে বক্তারা বলেন, যে কোন মূল্যে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এটি দেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। এই শিল্প দেশের গ্রামেগঞ্জেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। অচিরেই দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রফতানীর পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনাও তৈরী হয়েছিল। এই অবস্থায় বার্ড ফ্লু নিয়ে সচেতনতার পরিবর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে দেশ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। প্রায় ৫০ লাখ লোক কর্মসংস্থান হারাবে। এতে অর্থনীতিতেও বিপর্যয় নেমে আসবে বলে উল্লেখ করেন বক্তারা।

সাত মাসে রাজস্ব আদায় ২৩ হাযার ৫শ' কোটি টাকা

চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে রাজস্ব আদায় হয়েছে ২৩ হাযার ৫৮৮ দশমিক ২৫ কোটি টাকা। ফলে গত অর্থবছরের তুলনায় এ বছর (২০০৭-০৮) একই সময়ে ৪ হাযার ৭৪২ দশমিক ৭৮ কোটি টাকা বেশী রাজস্ব আহরিত হয়েছে। রাজস্ব আহরণে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ২৫ দশমিক ১৭ শতাংশ।

জানা গেছে, চলতি ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত সময়ে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ২২ হাযার ৫০৮ দশমিক ৫৬ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রথম সাত মাসে রাজস্ব আহরিত হয়েছে ২৩ হাযার ৫৮৮ দশমিক ২৫ কোটি টাকা।

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

বিদেশ

ব্রিটেনে কিছু ইসলামী আইন গ্রহণ করতে ক্যান্টারবারি আর্চবিশপের সুপারিশ

ব্রিটেনে ইসলামী আইন গ্রহণের প্রশ্নে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। ক্যান্টারবারির আর্চবিশপ ডঃ রোয়ান উইলিয়াম সম্প্রতি ব্রিটেনে কিছু ইসলামী আইন গ্রহণের যুগান্তকারী সুপারিশ করেছেন। তিনি বলেছেন, ব্রিটেনে কিছু ইসলামী আইন গ্রহণ করা হ'লে তাতে দেশটির মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে। ব্রিটিশ মুসলমানরা এই সুপারিশদানের জন্য ডঃ উইলিয়ামকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ডঃ রোয়ান বলেন, ব্রিটেনকে একটি সত্যের মুখোমুখি হ'তে হচ্ছে যে, কিছু নাগরিক ব্রিটিশ আইন পদ্ধতির সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কিত করে না। তিনি আরো বলেন, আংশিক ইসলামী আইন গ্রহণের ফলে সামাজিক সমঝোতা সৃষ্টি হ'তে পারত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মুসলমানরা তাদের বৈবাহিক বিষয় এবং আর্থিক ইস্যুতে ইসলামী আদালতের দ্বারস্থ হওয়াটা পসন্দ করে।

কুরআন মাজীদ হিফয করছে ৯ বছরের হিন্দু বালিকা হেমলতা

বিহারের রাজধানী পাটনার কাছে খগৌল গ্রাম। এই গ্রামের ৯ বছরের বালিকা হেমলতা চৌধুরী পবিত্র কুরআন তার মনের মণিকোঠায় ধরে রাখতে চায়। ধরে রাখতে চায় অন্তরে। তাই সে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করতে ব্যস্ত। বাবা দিলীপ চৌধুরী এবং মা উর্মিলা দেবী এজন্য গর্বিত। তারা চান তাদের মেয়ে কুরআনের হাফেযা হোক। তাদের বাড়ীর কাছেই মাদরাসা মদীনাতুল উলূম। প্রতিদিন সেখানে পাঠ নিতে যায় হেমলতা। তার ৭ বছরের ভাই আশিষ বিদ্যার্থীও খগৌলের জুম'আ মসজিদে উর্দূর পাঠ নিতে যায়। তারও ইচ্ছে পরবর্তীতে আরবী পড়ার। মা উর্মিলা দেবী গর্বিত যে, তার মেয়ে আল-কুরআন তেলাওয়াত করছে। খগৌলের প্রোগ্রেসিভ পাবলিক হাইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী হেমলতা জানায়, আরবী তার ভালবাসার বিষয় এবং সে তা মুখস্থ করতে চায়।

ফিদেল ক্যাস্ট্রোর পদত্যাগ

কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো গত ১৯ ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট এবং কিউবার সর্বাধিনায়কের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। রাষ্ট্রীয় দৈনিক গ্রানমার অনলাইন ভার্সনে তার এই পদত্যাগের ঘোষণার কথা জানানো হয়েছে। তিনি তাঁর পদত্যাগের চিঠিতে বলেন, 'রাষ্ট্র পরিষদের প্রেসিডেন্ট এবং সর্বাধিনায়কের পদের প্রত্যাশা তিনি করেন না কিংবা তিনি এই পদ গ্রহণও করবেন না'। এই পদত্যাগের মাধ্যমে তাঁর প্রায় অর্ধশতকের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অবসান হ'ল। ৮১ বছর বয়সী কিউবার এই নেতা গত বছর জুলাই মাসে শরীরে অস্ত্রোপচারের পর প্রকাশ্যে এ ধরনের ঘোষণা দিলেন। ক্যাস্ট্রো সে সময় অস্ত্রোপচারের উদ্দেশ্যে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে তাঁর ভাই রাউল ক্যাস্ট্রোর কাছে সাময়িকভাবে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

এ বছর যুক্তরাষ্ট্রে ক্যান্সারে মারা যাবে ৫ লাখ ৬৫ হাযার জন

চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং প্রাথমিক স্তরেই রোগ চিহ্নিত করার পর চিকিৎসা শুরু করা সত্ত্বেও প্রতি বছর কমপক্ষে ৫ লাখ ৬৫ হাযার ৬৫০ জন আমেরিকান মারা যাবে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে। ২০ ফেব্রুয়ারী আমেরিকা ক্যান্সার সোসাইটি উদ্বেগজনক এ তথ্যটি প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী অবশ্য বিগত দেড় দশকে ক্যান্সারে মৃত্যুর হার বার্ষিক ১ শতাংশ করে কমেছে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৫ সালে ৫ লাখ ৫৯ হাযার ৩১২ জন আমেরিকানের মৃত্যু হয়েছে ক্যান্সারে। তবে সে সংখ্যা আগের বছরের চেয়ে ৫ হাযার বেশী ছিল। ক্যান্সার সোসাইটি বলেছে, ক্যান্সারে মৃত্যুর হার কমলেও সংখ্যা বাড়ছে। কারণ জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। তবে ২০০৫ সালে প্রতি লাখে মৃত্যুর হার হচ্ছে ১৮৪ জন।

পাক-ভারত নিরাপত্তা তথ্য বিনিময় চুক্তি

পাকিস্তান ও ভারত নিরাপত্তা তথ্য বিনিময়ের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সরকারী কর্মকর্তারা জানান, এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগের নতুন পথ উন্মোচিত হ'ল। এই চুক্তির ফলে ভারতের সামরিক সাহায্যপুষ্ট প্রতিরক্ষা স্টাডিজ ও বিশ্লেষণ ইনষ্টিটিউট এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্র পরিচালিত স্ট্র্যাটেজিকে স্টাডিজ ইনষ্টিটিউটের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগের পথ প্রশস্ত হ'ল। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ভারতের সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব ও ভারতীয় ইনষ্টিটিউট প্রধান নরেন্দ্র সি শোদিয়া এবং পাকিস্তানী ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিরীন মাজারি।

যুক্তরাষ্ট্রে ২০৫০ সাল নাগাদ সংখ্যালঘু হবে শ্বেতাঙ্গরা

হিস্পানিক বংশোদ্ভূত নয় এমন শ্বেতাঙ্গরা ২০৫০ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবে। ঐ সময় মার্কিন মুলুকের জনসংখ্যার ৮২ শতাংশই হবে অভিবাসী ও তাদের বংশধর। নিউ হিস্পানিক সেন্টারের (পিএইচসি) গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল ২৯ কোটি ৬০ লাখ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৪৩ কোটি ৮০ লাখে। তারা জানায়, হিস্পানিক নয় এমন শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে ২০৫০ সালে দাঁড়াবে মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪৭ শতাংশে। তখন প্রতি পাঁচ জন মার্কিনীর মধ্যে একজন হবে অভিবাসী মার্কিন। এই সংখ্যা ২০০৫ সালে ছিল প্রতি আট জনে এক জন।

যৌথ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র স্থাপনে সম্মত আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল

আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট ক্রিষ্টিনা ক্রিশনার এবং ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুই ইনাসিও লুলা ডা সিলভা ২২ ফেব্রুয়ারী উভয় দেশের প্রয়োজনে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী পরমাণু চুল্লি স্থাপনে একটি যৌথ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কোম্পানী গঠনে সম্মত হয়েছেন। আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেলসো এমোরিন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, এটি হবে একটি যৌথ কোম্পানী এবং প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক দেশ তাদের নিজ পরমাণু প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করবে। আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ পিংক হাউসে ক্রিশনার ও লুলা এক বৈঠকে মিলিত হন এবং দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন। পরে উভয়ে পরমাণু বিমানচালনা কৌশল ও জ্বালানি সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

মুসলিম জাহান

স্বাধীন হ'ল কসোভো

বিশ্বের মানচিত্রে আরেকটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটল। ইউরোপের বুকে স্থলবেষ্টিত এই নতুন রাষ্ট্রের নাম কসোভো। ২২ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত এবং ৪ হাযার ২শ' বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট এই ক্ষুদ্র দেশটির প্রায় ৯০ ভাগ মুসলমান। গত ১৭ ফেব্রুয়ারী কসোভোর প্রধানমন্ত্রী হাশিম থাচি পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী পার্লামেন্ট অধিবেশনে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাব উত্থাপন করলে উপস্থিত পার্লামেন্ট সদস্যদের সর্বসম্মত ভোটে তা পাস হয়।

১৯৯১ সাল থেকে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার ভাঙ্গন শুরু হ'লে একে একে স্বাধীন হয় শ্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, মেসিডোনিয়া, বসনিয়া ও মন্টেনিগ্রো। সার্বিয়ার প্রদেশ কসোভো ষষ্ঠ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করায় সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার ভাঙ্গন প্রক্রিয়ার ইতি ঘটল। রক্তাক্ত, নির্যাতিত ও বেদনার্ত অতীত থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতার ঘোষণাপর্বে পরিষ্কারভাবে বলা হয়, কসোভো হবে এমন এক সমাজ যা মানুষের মর্যাদাকে সম্মান করবে এবং সংহতি ও ক্ষমার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বেদনাদায়ক নিকট অতীতের ইতিহাসকে মোকাবিলা করবে।

প্রধানমন্ত্রী হাশিম থাচি স্বাধীনতার জন্য যারা জীবন দিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে জানান, আমরা এতকাল এই শুভ দিনটির জন্য অপেক্ষা করেছি। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে কসোভোর জাতীয় সঙ্গীত ও পতাকা এখনো নির্ধারিত না হ'লেও বন্ধনমুক্তির আতিশয্যে জনগণ আলবেনিয়ার লাল পতাকা উড়িয়ে এবং মাইনাস ৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রাতে গাড়ী নিয়ে র‍্যালি ও উল্লাস করে তাদের স্বাধীনতাকে উদযাপন করেছে। স্বাধীন হবার অভূতপূর্ব আনন্দের মাঝে কসোভোবাসী শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন সেই ১০ হাযার মুজাহিদকে যারা কসোভোর স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানী, ইতালী ও ওআইসি কসোভাকে স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। উল্লেখ্য, কসোভো বিশ্বের ১৯৩ তম স্বাধীন দেশ।

এদিকে সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে জাতিসংঘ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বেশিরভাগ দেশ কসোভোর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিলে গণভোটের মাধ্যমে 'বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা' থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে সেখানকার সার্ব রিপাবলিকের এমপিরা।

তুরস্কে হিজাব পরিধানে সাংবিধানিক স্বীকৃতি

বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের হিজাব পরিধানের অনুমতি দিয়ে সংবিধানের একটি সংশোধনী পাস করেছে তুরস্কের পার্লামেন্ট। পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পীকার নবজাত পাকদিল জানান, সংবিধান সংশোধনের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পড়ে। এর আগে এ নিয়ে পার্লামেন্টে ১৩ ঘণ্টা যাবৎ তীব্র বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় এবং অবশেষে হিজাব সংক্রান্ত মূল ধারাটি আইনে পরিণত করার লক্ষ্যে চূড়ান্ত ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ থাকায় অনেক শিক্ষার্থীনী লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও এ কারণে লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হ'ত। হিজাবের উপর বর্তমান নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় ১৯৮০ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর। উল্লেখ্য, তুরস্কের ৬০ শতাংশের বেশী মহিলা হিজাব পরিধান করলেও অফিস-আদালত, স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ে হিজাব নিষিদ্ধ। সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ এই সংশোধনীতে বলা হয়েছে, কাউকে উচ্চশিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। যুবতী মহিলাদের হিজাব পরতে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই এই ধারা যোগ করা হয়েছে।

সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ গুল গত ২২ ফেব্রুয়ারী হিজাব পরার স্বীকৃতি সংক্রান্ত বিলে স্বাক্ষর করেন।

বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য দুবাইয়ের কৃত্রিম দ্বীপ জুমাইরা পাম আইল্যান্ড

আরব আমীরাতের দুবাইয়ে বিস্ময়কর কৃত্রিম দ্বীপ জুমাইরা পাম আইল্যান্ড বিশ্বের সর্বোত্তম সুবিধা সংবলিত হোটেল ও আবাসিক স্থাপনা। সারি সারি পাম আইল্যান্ডের নৈসর্গিক বিন্যাস ও নানা বিলাসবহুল এবং আধুনিক সুবিধার কারণে এটি এখন বিশ্বের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্রগুলোর একটি। বিলাসবহুল ও বিশাল আকৃতির বিস্ময়কর কৃত্রিম দ্বীপ বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ ও আকর্ষণ করে তুলেছে। পাম গাছের আকৃতিতে গড়ে ওঠা এ বিশাল দ্বীপটিতে রয়েছে আবাসিক, বাণিজ্যিক, অবকাশ এবং বিনোদন কেন্দ্র। ২০০১ থেকে শুরু করে ২০০৬ সাল নাগাদ এ দ্বীপ নির্মাণসহ ভিলা ও এপার্টমেন্ট সমূহের কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রতিটি ভিলা সর্বনিম্ন ৩ মিলিয়ন এবং সর্বোচ্চ ১০ মিলিয়ন দেরহাম আর প্রতিটি এপার্টমেন্ট সর্বনিম্ন ১ মিলিয়ন দেরহামে বিক্রি হচ্ছে। এ দ্বীপকে বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য হিসাবে মনে করা হয়।

উল্লেখ্য, পাম আইল্যান্ড হ'ল দুবাই সরকারের অধীনস্থ নাখীল নামে একটি প্রতিষ্ঠানের তৈরী তিনটি কৃত্রিম দ্বীপের সমন্বয়। আরব আমীরাতের সাগর উপকূলে পাম গাছের আকৃতিতে তৈরী করা হয়েছে এ দ্বীপমালা

মিসরে ৭ হাযার বছরের প্রাচীন নগরী আবিষ্কার

মানব সভ্যতা বিকাশের সঠিক ইতিহাস আজো নিশ্চিত করে বলা যায় না। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, ইরাকেই মানব সভ্যতার প্রথম বিকাশ লাভ হয়। কারো কারো মতে, মিসরই সভ্যতা বিকাশের প্রথম দাবীদার। তবে এসব যুক্তির পেছনে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে চান পাথুরে প্রমাণ। কখনো দেখতে চান ধাতু বা মুদ্রা প্রমাণ। এছাড়া রয়েছে পোড়ামাটি প্রমাণ বা স্থাপত্য প্রমাণ। এই পর্যায়ে দেখা হয় প্রাচীন স্থাপনা ও নগরীর ধ্বংসাবশেষ। প্রাচীন স্থাপনার ব্যাপারে এগিয়ে আছে ইরাক। তবে অতি সম্প্রতি মিসরের একটি মরুদ্যানে পাওয়া গেছে ঈসা (আঃ)-এর জন্মের প্রায় ৫ হাযার বছর আগে নির্মিত একটি বিশাল নগরী। এ নগরীর ব্যাপ্তি প্রায় ৪ বর্গমাইল।

মিসরের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা মিলিত চেষ্টায় কারানিচ এলাকার একটি মরুদ্যানে আবিষ্কার করেছে এ প্রাচীন নগরী। পুরাতাত্ত্বিকেরা জানিয়েছেন, যেসব ভাঙ্গা দেয়াল ও ভাঙ্গা ইমারতের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলোর সঙ্গে রোমান ও গ্রিক সভ্যতার ইমারতের নিদর্শনের মিল রয়েছে। ৭ হাযার বছরের প্রাচীন নগরী শুধু প্রাচীনত্বের দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য নয় এখানকার রাস্তাঘাট, দেয়াল, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা আধুনিক নাগরিক সভ্যতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

দুবাইয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ব্রীজ নির্মিত হচ্ছে

রেকর্ড সৃষ্টি করতে যাচ্ছে দুবাইয়ের একটি নতুন ব্রীজ। এখনও পর্যন্ত আমরা বিস্মিত হ'তাম আমেরিকার মিনেসোটার আগামী প্রজন্মের সেতু সেন্ট অ্যান্থনী ফলস ব্রীজ দেখে। তবে এখন দুবাইতে একটি নতুন ব্রীজ নিয়ে কাজ করছে নিউইয়র্কের ফক্সফাউল কোম্পানীর স্থপতিরা। তাদের ফলপ্রসূ চিন্তার ফসল এই সেতু হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ব্রীজ। এতে থাকবে ১২টি রাস্তা। যেখানে চলতে পারবে প্রায় ২০০ গাড়ী। সেতুটির উচ্চতা হবে ৬৭০ ফুট। এখন পর্যন্ত আমেরিকার ওয়াশিংটন ব্রীজের উচ্চতা রয়েছে ৬০৪ ফুটের মতো। আগামী ২০১০ সালের মধ্যে এর কাজ শেষ হবে বলে ধারণা করছে গবেষকরা।

পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন

গত ১৮ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে মোশাররফ বিরোধী দলগুলো বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করেছে। অন্যদিকে মোশাররফের দলের ভরাডুবি হয়েছে। পাকিস্তান পার্লামেন্টের সর্বমোট ৩৪২ আসনের মধ্যে পিপিপি পেয়েছে ১১৩, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (নওয়ায) পেয়েছে ৮৪, মোশাররফপন্থী পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কায়েদ) পেয়েছে ৫৫, মুত্তাহিদা কওমী মুভমেন্ট (এমকিউএস) পেয়েছে ২৫, আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টি (এএনপি) ১৪ এবং স্বতন্ত্র ও অন্যান্য ৪৬।

মাখদূম আমীন ফাহিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেনঃ পাকিস্তান পিপলস পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট মাখদূম আমীন ফাহিম পরবর্তী নতুন প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। মার্চ মাসে পার্লামেন্ট অধিবেশন শুরু হবার পর পাকিস্তানের নতুন সরকার নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবে। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের সদ্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী দু'টি প্রধান দল নিহত বেনজীর ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) এবং নওয়াজ শরীফের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে গত ২৩ ফেব্রুয়ারী বলা হয়, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে পার্লামেন্ট অধিবেশন বসলে সেখানে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা হবে। উভয় দলের শীর্ষ নেতারা পিপিপি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট মাখদূম আমীন ফাহিমকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মেনে নিয়েছেন এবং একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনে একমত হয়েছেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সর্দির চিকিৎসায় ইঁদুর

মানুষ মাত্রই সর্দি-কাশিতে ভোগে। ঠাণ্ডা লেগে এ ধরনের রোগ দেখা দেয়। এটি ভাইরাসজনিত। রাইনো ভাইরাসের সংক্রমণে সর্দি-কাশির শিকার হয় মানুষ। অনেক সময় ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস ইত্যাদি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে। সাধারণ সর্দি-কাশি সারাতে কার্যকর ওষুধ এখনো পাওয়া যায় না। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এর চিকিৎসায় সম্প্রতি নতুন এক উপায় খুঁজে পেয়েছেন। ইঁদুরকে ঠাণ্ডা লাগিয়ে সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত করতে পেরেছেন। এখন ইঁদুরের উপর সর্দি-কাশির বিভিন্ন গবেষণা চালানো যাবে। এতদিন ধারণা ছিল, রাইনো ভাইরাস শুধু মানুষকে আক্রমণ করে। জিন কৌশলে জন্মানো ইঁদুরের সর্দি লাগিয়ে সর্দি-কাশির চিকিৎসায় নতুন পথ খুঁজে পেয়েছেন লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের বিজ্ঞানীরা। প্রায় ৫০ বছর আগে রাইনো ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়। এর প্রায় একশ' স্ট্রেইন রয়েছে। তার মধ্যে নব্বই শতাংশই মানুষের সর্দি-কাশির জন্য দায়ী। এতদিন এই ভাইরাসকে কোনমতেই কায়দা করা সম্ভব হয়নি। এখন ইঁদুরকে সর্দিতে আক্রান্ত করে তার উপর বিভিন্ন পরীক্ষা চালিয়ে রাইনো ভাইরাস দমনে কার্যকর ওষুধ আবিষ্কার সম্ভব বলে আশা করা হচ্ছে।

আসছে যন্ত্র মানুষ!

এখন চলছে রোবটদের যুগ। রোবটরা কত নিখুঁতভাবে মানুষের মতো কাজ করতে পারে তা নিয়ে গবেষণার কোন শেষ নেই। মার্কিন গবেষকরা বলছেন ২০২৯ সালের মধ্যে যন্ত্র মানুষের মতো উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। ক্ষুদ্রকায় রোবটদের মানবদেহে প্রবেশ করিয়ে মানুষের কর্মক্ষমতাকে আরো নিখুঁত করা হবে। যেসব ক্ষেত্রে মানুষের দুর্বলতা রয়েছে, সেসব রোবটের সাহায্যে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। এক কথায় আগামীতে মানুষ আর মেশিনের সম্মিলনে নিখুঁত মানুষের আবির্ভাব ঘটবে। আজকাল অনেক কাজ মেশিন দিয়ে করা হয়, যা মানুষের পক্ষে দ্রুত করা সম্ভব হয় না। মানুষের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ম্যাচ করার মতো মেশিনের আবির্ভাব এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এমনকি ২০২৯ সালের মধ্যেই মানুষের আবেগ-অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে- এমন মেশিনও আসছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ল্যানোবট আমাদের মস্তিষ্কে প্রতিস্থাপন করে আমাদের মন-মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো হবে। এদের মাধ্যমে আমরা আরো বেশী স্মার্ট, আরো বেশী মেধাসম্পন্ন হ'তে পারব বলে জানান মার্কিন গবেষক দলের প্রধান রে কুর্জওয়েল।

এজমা প্রতিরোধে বুকের দুধ

শিশুদের জন্য মায়ের বুকের দুধের কোন বিকল্প নেই। এই আপ্তবাক্যটি আমরা কমবেশী সবাই জানি। বুকের দুধের বিভিন্ন পুষ্টিকর উপাদান শিশুদের বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে রক্ষা করে। সম্প্রতি ফরাসী চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের এক গবেষণায় দেখা গেছে, মায়ের বুকের দুধ সন্তানকে বিভিন্ন এলার্জি যেমন হাঁপানি থেকেও রক্ষা করে।

পৃথিবীতে ৩০ কোটিরও বেশী মানুষ এলার্জিজনিত এজমা বা হাঁপানি রোগে আক্রান্ত। অনেক চিকিৎসা বিজ্ঞানীর মতে শিশুকালে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার উপর নির্ভর করে বড় হয়ে ব্যক্তির এলার্জির শিকার হওয়া বা না হওয়া। দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (ইমিউন সিস্টেম) যখন বিজাতীয় কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখন এলার্জিজনিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন রকমের বস্তুকণা ধুলাবালির সঙ্গে আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে। তখন ইমিউন সিস্টেমের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে শ্বাসনালী স্ফীত হয়ে সরু হয়ে পড়ে। তখন হাঁপানি হয়। অনেক হাঁপানি রোগীকে সারাজীবন ধরে ওষুধ খেতে হয়। প্রাথমিকভাবে ইঁদুরের উপর গবেষণা চালিয়ে বুকের দুধের মাধ্যমে শিশুর এজমা প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই গবেষণার ফলে আরো একবার প্রমাণিত হ'ল, শিশুদের জন্য মায়ের বুকের দুধের আসলেই কোন বিকল্প নেই।

কফি ডায়াবেটিস বাড়ায়

ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য আরেকটি দুঃসংবাদ হ'ল কফি, চা বা সফট ড্রিংক বেশী খাওয়া যাবে না। এগুলোর মাঝে যে ক্যাফেইন রয়েছে তা ডায়াবেটিসের প্রকোপকে আরো বাড়িয়ে দেয়। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যাফেইন রক্তে ব্লাড সুগারের মাত্রা বৃদ্ধি করে। স্বেচ্ছাসেবকদের পরীক্ষামূলকভাবে ক্যাফেইন পিল খাইয়ে এই তথ্য পাওয়া গেছে। এর আগের এক গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, ক্যাফেইন শরীরে ইনসুলিনের প্রভাব রোধে সহায়ক। সুস্থ লোকজনের জন্য এটি কোন সমস্যা নয়। কিন্তু ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য এটি একটি সমস্যা। বিশেষ করে টাইপ টু ডায়বেটিক রোগীদের জন্য ক্যাফেইন ক্ষতিকর। ডায়াবেটিক রোগীরা নিয়মিত কড়া চা, কফি বা সফট ড্রিংক পান করলে তাদের ব্লাড সুগার বৃদ্ধি পাবে। রক্তে এদের ব্লাড সুগার বৃদ্ধির হার সকালে নাস্তার পর ৯ শতাংশ, দুপুরে লাঞ্চের পর ১৫ শতাংশ এবং রাতে খাবারের পর ২৬ শতাংশ। তাই ডায়বেটিক রোগীদের জন্য পরামর্শ ঘন, কড়া চা, কফি এবং কোল্ড ড্রিংক যথাসম্ভব পরিহার করুন। কফি খেলেও খুব পাতলা করে খাওয়া যেতে পারে। তাও ব্লাড সুগার লেভেল নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে। সুগারের মাত্রা বেশী দেখা গেলে ক্যাফেইন গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

গর্ভবতী মা আর্সেনিক পানি খেলে আক্রান্ত হবে শিশুও

গর্ভবতী মা আর্সেনিকদুষ্ট পানি পান করলে তা গর্ভস্থ ভ্রূণের জিনগত পরিবর্তন আনে। ঐ পরিবর্তন শিশুর দেহে ক্যান্সারের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। এমনকি জন্মের আগে কখনো আর্সেনিকদুষ্ট পানি পান না করলেও ক্যান্সারের আশঙ্কা থেকেই যায়। এতদিন ধারণা ছিল, মায়ের দেহ থেকে ক্ষতিকারক আর্সেনিক প্লাসেন্টা অতিক্রম করে ভ্রূণের দেহে যেতে পারে না। তাই নবজাতকের শরীরে আর্সেনিক বিষক্রিয়া হয় না। কিন্তু সেই ধারণাটা এবার ভেঙ্গে দিল ম্যাসাচুসেট ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি বা এমআইটির তিনটি বিভাগের যৌথ গবেষণা। শুধু তাই নয়, ঐ গবেষণাপত্রটি পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে নতুন একটি দিগন্ত খুলে দিয়েছে। দূষণ যে এভাবে ভ্রূণের জিনগত পরিবর্তন আনতে পারে, এতদিন জানাই ছিল না। থাইল্যান্ডের একটি শহরে ৩২ জন মা ও তাদের সন্তানদের উপরে পাঁচ বছর ধরে গবেষণা চালানোর পরে ঐ গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করেছেন এমআইটির চার বিজ্ঞানী ও তাদের সহযোগীরা।

এমআইটির 'সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল হেলথ সায়েন্সেস' বিভাগের অধিকর্তা লিয়োনা ডি স্যামসনের নেতৃত্বাধীন ঐ গবেষক দলটি দেখেছে, যেসব মহিলা গর্ভাবস্থায় আর্সেনিকদুষ্ট পানি খাচ্ছেন তাদের গর্ভস্থ ভ্রূণের অন্তত ৪৫০টি জিনের সাময়িক পরিবর্তন ঘটছে। কোন কোন জিন অতি সক্রিয় হয়ে যাচ্ছে, কোনটা আবার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে। ঐ জিনগুলোর এ ধরনের আচরণ দেখেই গবেষকরা নিশ্চিত হন যে, মায়ের শরীরে আর্সেনিকের উপস্থিতিই ঐ জিনগুলোকে প্রভাবিত করছে।

ফ্রান্সে উদ্ভাবিত বিস্ময়কর রাবার

ফরাসী গবেষকরা এমন এক ধরনের রাবার আবিষ্কার করেছেন, যা কেটে ফেললেও আপনা-আপনি জোড়া লেগে যায়। এই কৃত্রিম রাবারটির এখনও নামকরণ করা হয়নি। এটি প্রস্তুত করা হয়েছে ভেজিটেবল অয়েল ও মুত্রের একটি উপাদান থেকে। 'ন্যাচার' পত্রিকায় এ বিষয়ে বলা হয়েছে, রাবারটি কেটে অর্ধেক করার সঙ্গে সঙ্গে একটির সঙ্গে অপরটির শক্তিশালী রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ফলে এরা একে অপরের সঙ্গে লেগে যায় আগের মতোই। এর জন্য কোনরকম আঠাও প্রয়োজন পড়ে না। এই পদার্থটির মধ্যেকার অনুগুলোর এই বিক্রিয়া বিজ্ঞানের চোখে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। ফরাসী গবেষকরা এর মধ্যেই কয়েক কিলোগ্রাম পরিমাণ রাবার তৈরী করে ফেলেছেন। তারা আশা করছেন, এই বারারের মধ্যে আরো কয়েক রকমের গুণাগুণ তারা ঢোকাতে পারবেন।

এ গবেষণার কর্ণধার ডঃ লেইবলার বলেছেন, এই রাবার দিয়ে শিশুদের খেলনা তৈরী করলে ভীষণ উপকার হবে। কারণ বাচ্চাদের জন্য খেলনা ভাঙ্গা খুবই সহজ ব্যাপার। তখন ওরাই দেখতে আনন্দিত হবে যে, খেলনা ভাঙ্গার পরও আবার জোড়া লেগে যাচ্ছে।

টিকটিকির পা থেকে তৈরী হ'তে যাচ্ছে সার্জারির ব্যান্ডেজ

ম্যাসাচুসেটসের একদল বৈজ্ঞানিক টিকটিকির পায়ের গঠন থেকে এক নতুন পানিরোধক আঠালো ব্যান্ডেজ তৈরী করার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। এই ব্যান্ডেজের গঠন টিকটিকির পা যে উপায়ে দেয়াল আঁকড়ে রাখে। তার উপর নির্ভর করেই এ ব্যান্ডেজ তৈরী করা হয়েছে। ব্যান্ডেজের উপরে এমন একটি আঠালো পদার্থ দেয়া হবে, যা যে কোন ভেজা যখমের মধ্যেও আটকে থাকবে। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি জানিয়েছে, অপারেশন থিয়েটারেও এ ব্যান্ডেজ অনেক কাজে আসবে। খুব কম সময়ের মধ্যে রোগীর আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে এই ব্যান্ডেজ আটকে যাবে। যারা আলসারে ভুগছেন, তাদের অপারেশনের পর যে ছিদ্রটি পেটে থাকে, সেটিকে খুব সহজে বন্ধ করা যাবে এই ব্যান্ডেজের মাধ্যমে। এতে অপারেশনের পর রোগী কষ্টও কম পাবেন। গবেষকরা ধারণা করছেন, অপারেশনের পর যে সেলাইয়ের প্রয়োজন পড়ে, ব্যান্ডেজটি বসাবার পর আর তাতে সেলাই করতে হবে না। ব্যান্ডেজটি তৈরীর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে বায়োরাবার।

মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

সংসর্গ

জন্মের পর মানব শিশু থাকে চরম অক্ষম ও অসহায়। যতদিন সে নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে জীবিকার ব্যবস্থা করতে না পারে ততদিনই সে থাকে পরনির্ভরশীল। এ দীর্ঘ সময় ধরেই সে মাতা-পিতার স্নেহ-মমতায় জীবন কাটায় এবং তাদের সংস্পর্শে বেড়ে উঠে। স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে গঠিত হয় পরিবার। অগণিত পরিবার নিয়েই দেশ। মানুষ সামাজিক জীব। প্রয়োজনের তাকীদেই মানুষকে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে হয়। একজন মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা এককভাবে মিটাতে পারে না। একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবন যাপন করে।

শিশু যখন ছোট থাকে, তখন তার পরিসরও থাকে ছোট। এ সময় সে মাতা-পিতা ও ভাই-বোন ছাড়া আর কাউকে তেমন চিনে না। তাদের সংস্পর্শে থেকে এবং তাদের কথাবার্তা শুনে শুনেই শিশু কথা বলতে শিখে। কোন শিশুই মায়ের পেট থেকে মাতৃভাষা শিখে আসে না। দেশের প্রচলিত ভাষা শুনে শুনেই সে ঐ ভাষা শিখে এবং ঐ ভাষায় কথা বলে। কথা বলা শেখার জন্য তাকে বিদ্যালয়ে যেতে হয় না। শিশুর ভাষা শেখার প্রথম বিদ্যালয় হ'ল পরিবার। শিশুর চরিত্র গঠনে পরিবারের ভূমিকা অত্যধিক। একটি ভদ্র পরিবারের ছেলেমেয়ের কথাবার্তা ভদ্রোচিত হয়ে থাকে। যে পরিবারে অশ্লীল অমার্জিত কথাবার্তা চলে, সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের কথাবার্তা অশ্লীল ও অমার্জিত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। দেশের অধিকাংশ পরিবারের অভিভাবকরা ধূমপানে অভ্যস্ত। বড়দেরকে ধূমপান করতে দেখে দেখে শিশুরাও ধূমপানে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

শিশুরা বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী হ'লেই অভিভাবকরা তাদেরকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেয়। এখানে তারা একই বয়সের অনেককে পায়। তাদের সাথে মিলেমিশে পড়াশুনা করে, খেলাধূলা করে, কথাবার্তা বলে ও শুনে। শিশুর চরিত্র গঠনে পরিবারের পরই বিদ্যালয়ের স্থান। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবার থেকে বিদ্যালয়ের গুরুত্বই বেশী হয়ে থাকে। যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আদর্শ চরিত্রের হয়ে থাকেন, তাঁদের সংস্পর্শে ছাত্র-ছাত্রীরাও আদর্শ চরিত্রের হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই ধূমপায়ী। শিশুরা বাড়ীতে বড়দের ধূমপান করতে দেখেছে, বিদ্যালয়ে এসেও দেখে শিক্ষকরা ধূমপানে অভ্যস্ত। সবার দেখাদেখি ধূমপানের প্রতি চরমভাবে আকৃষ্ট হয়ে অবশেষে তারাও ধূমপানে আসক্ত হয়ে পড়ে। আমরা বড়রাই তাদেরকে ধূমপানে প্রলুব্ধ করি। অথচ তারা ধূমপান করলে আমরা ধমক দিয়ে থাকি। তারা বুঝে না, এতে তাদের দোষ কোথায়?

শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই জানে, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তা সত্ত্বেও আমরা ধূমপান করি। অধিক মাত্রায় ধূমপানে দুরারোগ্য ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা বেশী। তাছাড়া অন্যান্য রোগ সৃষ্টিতেও ধূমপান বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হ'তে ধূমপান অপব্যয় ও অপচয়ের পর্যায়ভুক্ত। এছাড়া এটি এক প্রকার নেশা ও মাদকতা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটি নিষিদ্ধ বা হারামের অন্তর্ভুক্ত। সেকারণ এ থেকে বিরত থাকা মুসলমান মাত্রের জন্যই আবশ্যক।

আমরা যদি পরবর্তী প্রজন্মকে আদর্শ নাগরিক করে গড়ে তুলতে চাই, তাহ'লে সর্বাগ্রে আমাদের নিজেদেরকে আদর্শবান হ'তে হবে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যে চরিত্র গঠন, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে সে উদ্দেশ্য মোটেই অর্জিত হচ্ছে না। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তন না হ'লে সুনাগরিক গড়ে উঠার সম্ভাবনাও কম। তাই আমাদের সমাজের পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। আমাদের দেশে এ প্রবচনটি প্রচলিত আছে, 'সঙ্গ দোষে চরিত্র নাশে'। আবার সৎ সংসর্গের প্রভাব যে কতখানি, তার একটি উদাহরণ হিসাবে ছোট্ট একটি কবিতা পেশ করে এ আলোচনা শেষ করব।-

একদা স্নানের আগারে পশিয়া হেরিনু মাটির ঢেলা,
হাতে নিয়ে তারে শুকিয়া দেখিনু রয়েছে সুবাস মেলা।
কহিল তাহারে, কস্তুরী তুমি, তুমি কি আতরদান?
তোমার গায়েতে সুবাস ভরা, তুমি কি গুলিস্তান?
কহিল, ওসব কিছু নহি, আমি অতি নিচু মাটি,
ফুলের সহিত থাকিয়া তাহার সুবাসে হনু খাঁটি।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

বর্তমান চলচ্চিত্র ধ্বংস করছে মুসলিম জাতিসত্তা

টেলিভিশন একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। কিন্তু আমাদের কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানের এই সুন্দর আবিষ্কারকে আশীর্বাদ হিসাবে ব্যবহার না করে অভিশাপ হিসাবে ব্যবহার করছে। এর মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দিতে পারত ন্যায়-নৈতিকতা। টেলিভিশন জাতির ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা তথা মন-মগজ ও চরিত্রের পরিবর্তনের মাধ্যমে সত্য ও ন্যায়ের বিপ্লব ঘটাতে পারত। কিন্তু না এ সবের পরিবর্তে এটা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে অশ্লীলতা, বেহায়া-বেলেল্লাপনা। এতে প্রদর্শিত ছায়াছবি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে প্রগতিশীলতার নামে চরিত্রহীনতার নিম্নস্তরে নামা যায়, কিভাবে মাস্তান-সম্রাট হওয়া যায়, কিভাবে

অবৈধ প্রেম করা যায়, কিভাবে খুন, যখম, অপহরণসহ বিভিন্ন অপরাধ করা যায়।

আমাদের তরুণ-তরুণীরা টিভি-সিনেমা, ভিসিআরে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই নৃত্যে মাতাল হয়, অনৈসলামী কর্মকাণ্ড, অবৈধ প্রেম বা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে নেশাগ্রস্ত হয়। একশ্রেণীর প্রাশ্চাত্যঘেসা এজেন্টদের বিকৃতরুচী ও মন-মানসিকতার ফসল এসব।

আজ আমাদের সিনেমাগুলো শুধু অশ্লীলতা ও প্রেম প্রেম খেলায় ব্যস্ত। জনৈক লেখক তার একটা নিবন্ধে আমাদের দেশের সিনেমাগুলোর যথাযথ চরিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে- 'সমাজটা যেন নার্সারী ক্লাস, ছন্দে আর নাচে, চোখ ঘুরিয়ে আর করতালি বাজিয়ে না বললে কিছুই মরমে পৌঁছেই না, দৃষ্টি কাড়ে না। না নাচলে সিনেমার প্রেম গজায় না, প্রেম জমে না, প্রেম জোড়াও লাগে না, মালিকের ছেলেরও না, চাকর ছোড়ারও না, জোকার বাবারও না।... ছবির বিষয়বস্তুতেও প্রেম। নায়ক-নায়িকা তারাই হন যারা প্রেম করেন। যারা বাদ সাধেন তারা হন দুস্কৃতকারী, যারা কার্যোদ্ধার করেন তারা হন জনদরদী'। আর এভাবেই বিনোদন ও সময় কাটানোর নামে আমরা যুবসমাজকে শয়তানের হাতিয়ার হিসাবে গড়ে উঠার কাজটিকে নীরবে প্রত্যক্ষ করছি। যারা সমাজে অশ্লীলতা প্রচারে ব্যস্ত আল্লাহপাক ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, 'যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না' *(নূর ১৯)*।

আজ আমাদের সমাজে প্রাশ্চাত্য সংস্কৃতির যে ব্যাপক প্রসার ও আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধের যে অবক্ষয় তা এসব টিভি, সিনেমা, ভিসিপির বদৌলতেই এসেছে। যার কারণে আমরা দেখছি, মুসলিম ভাই-বোনেরা অমুসলিমদের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে, মুসলিম যুবকরা গলায় স্বর্ণের চেইন, হাতে বালা ও কানে দুল পরছে, ছেলে-মেয়েরা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধান করছে ইত্যাদি। মুসলিম মেয়েরা সিনেমা-নাটকের নায়িকাদের দেখাদেখি পোশাক পরছে, তাদের মত চলার চেষ্টা করছে। এক কথায় তাদের অনুসরণ করছে। অথচ পবিত্র কুরআন বলে, 'মুমিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশমান তা ব্যতীত তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, ভাই, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, আপন নারীগণ যারা তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনারহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো কাছে তাদের আবরণ প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। মুমিনগণ তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর যাতে তোমরা সকলে সফলকাম হ'তে পার' *(নূর ৩১)*।

কুরআনের উক্ত বিধান প্রত্যাখান করে এসব অশ্লীল পোশাক পরিধানের কারণেই আমাদের মা-বোনেরা রাস্তা-ঘাটে ধর্ষণ, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপের মত ঘটনার শিকার হচ্ছে, যা রোধে নিত্য নতুন কঠোর আইন প্রয়োগ করেও কাজ হচ্ছে না।

বর্তমানে প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয় যৌন উচ্ছৃংঙ্খলতা, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, হত্যা, দাম্পত্য জীবনে কলহ ইত্যাদি অপরাধের আপত্তিকর ছবি। এসব ছায়াছবি লজ্জা ও ভদ্রতার পরিপন্থী। দর্শকের রুচি ও বয়স অনুসারে দর্শকের উপর এর প্রভাব পড়ে। দুর্বলচেতা, স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন, কুরুচিপূর্ণ যুবক যখন সিনেমার পর্দায় যৌন সুড়সুড়ি উদ্রেককারী ও হত্যাসহ অন্যান্য আপত্তিকর চিত্র দেখে তখন সে এসবের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এসব করতে সচেষ্ট হয়। ভবিষ্যতে এরাই সমাজের জন্য ঝুকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

শুধু নগ্নতাই নয়, সিনেমার সংলাপ ও গানগুলোও অশ্লীলতায় ভরা। আমাদের সংযমশীলতা রক্ষার জন্য এসব বাজে সিনেমা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তব্য হচ্ছে এসব সিনেমা দেখা থেকে বিরত থাকার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং এসব ফিল্মের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা।

অন্যান্য বিনোদন ও গণমাধ্যমের অপপ্রভাব থেকেও বেঁচে থাকা যরূরী। যেমন সংগীত, নাটক, নৃত্য, বই ও পত্রপত্রিকা, প্রাশ্চাত্য সংস্কৃতি, বিদেশী কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল টিভি চ্যানেল, অশ্লীল বিজ্ঞাপন, দেশী-বিদেশী অশ্লীল সংবাদ পত্র, বিজাতীয় সাহিত্য, অশ্লীল ম্যাগাজিন, বিজাতীয় শিক্ষা ইত্যাদি এসব দ্রুত আমাদের পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক মূল্যবোধ ও দ্বীনি আক্বীদা-বিশ্বাস ধ্বংস করছে।

পরিশেষে, মধ্যপ্রাচ্যের বিশিষ্ট আলেম ও অপরাধ বিশেষজ্ঞ জনাব আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ তাববারার একটি বক্তব্যের মাধ্যমে আমি আমার লেখার ইতি টানছি। বক্তব্যটি হ'ল- 'হে প্রাশ্চাত্য পোশাক অন্বেষণকারী! কত অল্প তোমাদের জ্ঞান। আমরা উত্তম কার্যে প্রাশ্চাত্যের অনুকরণ করব, আর অনুকরণ করব যা আমাদের বিরোধী না হয়, আর আমরা নিশ্চয়ই তাদের অশ্লীল কার্যাবলী ও শালীনতা বিবর্জিত আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করব' *(আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ তাববারা, ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), পৃঃ ৯৮)*।

** মুহাম্মাদ রায়হান আলী*
সহকারী শিক্ষক, কাকলি শিশু নিকেতন, কালাই, জয়পুরহাট।

হায়রে ৫৪ ধারা!

হঠাৎ কানে প্রবিষ্ট হ'ল এক দুঃসংবাদ, হৃদয়ে শেলবিদ্ধ হ'ল, শিরোপরি হ'ল বজ্রাঘাত, দেহ হ'ল তমসাচ্ছন্ন আধারে আবিষ্ট। কারণ আর কিছু নয় কেবল সন্দেহ, সন্দেহ, আর সন্দেহ, মানে ৫৪। এতদিন জানতাম ইংরেজীতে যাকে 54 (ফিফটি ফোর) বলে বাংলাতে তাকে ৫৪ বলে। কিন্তু তার সাথে চাক্ষুষ সাক্ষাৎ পেলাম ২০০৫ এর ২২ ফেব্রুয়ারী রাত ২-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর, রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়ের আরবী বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের আচমকা আটকের মাধ্যমে।

মাঝ নিশি পেরিয়ে হঠাৎ করে বাহির থেকে অপরিচিত কণ্ঠ। স্যার, বাহিরে আসুন, গাড়ীতে উঠুন। কারণ কি, ৫৪। ব্যাস সন্দেহের আর কিছু থাকতে পারে? যেখানে বলা হচ্ছে সন্দেহ সেখানে আর কি করা, হয়তো সন্দেহের অবসান হ'লে এ নাটকের ইতি ঘটতে পারে। কিন্তু বিধিবাম, না, ইতি নয়, সন্দেহ মানে ১ ডজন কেস। তাহ'লে ৫৪ মানে সন্দেহ নয়, ১ ডজন কেস? আচ্ছা যদি ৫৪ মানে ১ ডজন কেস হয়, তবে কেস দেখিয়ে ধরলো না কেন? ব্যাপার কি বলুন তো? কাকে জিজ্ঞেস করব? ৫৪ কে, নাকি ডঃ গালিবকে গ্রেফতারকারী প্রশাসনকে? তারা তো বলবে, যত দোষ ৫৪-এর। আচ্ছা ৫৪ তুমি এত নিষ্ঠুর কেন? যদি ৫৪ মানে ১ ডজন কেস হয়, তবে ১ ডজন কেস দিয়ে ধরলে কত ডজন কেস হ'ত তাঁর নামে? মজার খৈ মামুর বাড়ীর। তিনি ৫৪-এর আসামী, না ১ ডজন কেসের আসামী? যদি ১ ডজন কেসের আসামী হন, তবে ধরার সময় কেস দেখিয়ে না ধরে ৫৪ ধারায় ধরল কেন? কে বলে দেবে এ খটকার উত্তর? বসন্তের কোকিল, না শ্রাবণের কাক? কে বলবে? বল, বল কে বলবে? কি হে আদম সন্তান! চুপ করে রইলে যে! আসলে মনে হয় হুকুমদাতা ছিলেন বসন্তের কোকিল এবং পালনকারী ছিলেন শ্রাবণের কাক। আর দ্বৈতের মিলন হ'ল ডঃ গালিব ধরার শখ। হায়রে শখের খেলা আর কতদিন ধরে খেলবে? প্রথম বাজল ৫৪-এর হর্ণ, তারপর ১ ডজন কেসের সনদ।

ওহে ৫৪! বলো, কে তোমার জনক, কত সালে তোমার জন্ম? যে তোমাকে জন্ম দিয়েছে তাকে কি তুমি কোন ক্ষতি করেছ? ৫৪ মানে সন্দেহ? শুনেছি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ৫৪ হ'লে দেয় তালাক, পিতা-পুত্রের মধ্যে ৫৪ হ'লে হয় আলাদা, বন্ধুত্বের মধ্যে ৫৪ হ'লে হয় সম্পর্ক ছেদ, নেতার প্রতি ৫৪ হ'লে তিনি হন পদচ্যুত, খাদ্যের প্রতি ৫৪ হ'লে হয় বিক্রয় নিষিদ্ধ, দূরারোগ্য রোগ দর্শনে সেবকের মনে ৫৪ হ'লে ডাকে চিকিৎসক, দলীল দস্তাবেজের প্রতি ৫৪ হ'লে ডাকে উকিল, শেষমেশ ডঃ গালিবের প্রতি ৫৪ মানে ১ ডজন কেস? বাহ! বাহ! হায়রে ৫৪-এর আবাদকারী শক্তিধর নেতা। ৫৪-এর সাথে তোমাদের ধ্বংস হোক!

অনুক্ত মিত্র
তালা, সাতক্ষীরা।

ইসলাম কি আধুনিকতার পরিপন্থী?

ইসলামী জীবনাচরণকে কেউ কেউ মধ্যযুগীয় মনে করে থাকেন। সেটা ভুল ধারণা নয়কি? যে ব্যক্তি মনে-প্রাণে ইসলামের অনুসারী, সে সেকেলে হবে কেন? সে-ই তো আধুনিক। আধুনিকতার মানে হওয়া উচিত সত্য-সুন্দর, মঙ্গলময় এবং যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণার কবল থেকে মুক্ত হওয়া।

অথচ যারা নিজেদেরকে আধুনিক সমাজের মানুষ বলে মনে করে থাকেন, তারা অনেক সময় নাস্তিক্যবাদকে প্রশ্রয় দেন, ইসলামী জীবনাচরণকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন। কিন্তু মৃত্যুর পর ঠিকই তার জানাযা হয়। তাকে কবরে নামানো হয়। তার আত্মার মাগফেরাতের জন্য দো'আ করা হয়। এটা কি এক ধরনের ভণ্ডামি নয়?

বরং ইসলামই হ'ল স্বভাবধর্ম। মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তার ইহলৌকিক ও পরলৌকিক মুক্তির জন্য জীবন-বিধানও দিয়েছেন। মানব রচিত বিধানই অস্বাভাবিক। মানুষ বিধান তৈরী করে, আবার প্রয়োজনের তাকীদে তার পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অপরিবর্তনীয়।

আমাদের শিল্প-সাহিত্যে আধুনিকতার নামে যা প্রশ্রয় পেয়ে আসছে তা কি সত্যিই আধুনিক? বেলেল্লাপনা কখনো আধুনিক হ'তে পারে না। মনুষ্যমূর্তি গড়লেই ভাস্কর্য হয় না। পুষ্পার্ঘ অর্পণ করলেই শ্রদ্ধা জানানো হয় না; বরং এতে অন্ধকার যুগের পৌত্তলিকতাই প্রশ্রয় পায়।

এই ভ্রান্ত আধুনিকতা আমাদের ব্যক্তি জীবনকেও বিপর্যস্ত করে তুলছে। আমাদেরকে গহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত করছে। অবাধ যৌনতাকেও কেউ কেউ আধুনিক ভেবে থাকেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, তাতে কী হচ্ছে? এইডস-এর মতো জীবন হরণকারী ভয়াল রোগের থাবা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

অতএব আসুন, আমরা তথাকথিত আধুনিকতার মোহ ত্যাগ করে ইসলামের সুমহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হই, উজ্জীবিত হই ইসলামী শিক্ষায়।

** তারিক*
ঈদগাহ বাজার
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৮

রাজশাহী ২৮ ও ২৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ১৮শ' বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা গত ২৮ ও ২৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়াস্থ মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর প্রিন্সিপ্যাল ও তাবলীগী ইজতেমার সভাপতি **শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর** উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে ১ম দিন বাদ আছর তাবলীগী ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন তাবলীগী ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম।

উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, ইসলাম বিশ্বমানবতার জন্য শান্তি, কল্যাণ ও ন্যায়-নীতির এক চিরন্তন আদর্শের নাম। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধেই এর অবস্থান। তিনি ইসলামের আলোকে আলোকিত জীবন গঠনের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন নতুন কিছু নয়। বরং এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকে। রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হক্বপন্থী এই জামা'আত প্রতি যুগেই সক্রিয় থেকেছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই ক্রমধারা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন কোন গোষ্ঠীকেন্দ্রীক বা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির চিন্তা প্রসূত আন্দোলন নয়। বরং এ আন্দোলন সর্বস্তরের মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী তাদের সার্বিক জীবন পরিচালনার আহ্বান জানায়।

তিনি বলেন, এ আন্দোলন জিহাদের নামে নিকট অতীতে ঘটে যাওয়া দেশবিরোধী অপতৎপরতার তীব্র ধিক্কার ও নিন্দা জানায়। তিনি দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ মিথ্যা মামলায় কারাবন্দী 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর অনুপস্থিতিতে গভীরভাবে মর্মাহত হন ও দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি সকলের নিকট তাঁর জন্য দো'আ কামনা করেন এবং অবিলম্বে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে তাঁকে মুক্তি দানের জন্য বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান।

দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের উপর বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা), সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম (গাইবান্ধা), প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল লতীফ (সিরাজগঞ্জ), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা), প্রচার সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের (গাইবান্ধা), 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ময়মনসিংহ আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান, এ্যাডভোকেট যিল্লুর রহমান (সাতক্ষীরা), মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), 'আন্দোলন'-এর মজলিসে শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), মাওলানা কফীলুদ্দীন (গাযীপুর), মাওলানা বেলালুদ্দীন (পাবনা) মাওলানা মুনীরুদ্দীন (খুলনা), হাফেয আব্দুছ ছামাদ (ঢাকা), মাওলানা সাঈদুর রহমান (রাজশাহী), মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), হাফেয আব্দুল আলীম (ঝিনাইদহ), মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম (সাতক্ষীরা), মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক (রাজশাহী), মাওলানা বদরুযযামান (সাতক্ষীরা), মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (টাঙ্গাইল), মাওলানা রফীকুল ইসলাম (রাজশাহী), মাওলানা আব্দুল মালেক (টাঙ্গাইল), হাফেয মাওলানা আব্দুল হামীদ (ঢাকা) প্রমুখ।

ইজতেমার ২য় দিন বাদ এশা মুহতারাম আমীরে জামা'আতের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

ইজতেমার ২য় দিন বেলা ১১-টায় ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আগত ছাত্রদেরকে বিশেষ নছীহত করেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। তিনি সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যত কর্ণধার। সুতরাং তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষায়, মেধায়-মননে, চরিত্র মাধুর্যে অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে গড়ে উঠতে হবে, হ'তে হবে দেশপ্রেমিক সুনাগরিক। কেননা ভবিষ্যতে তাদেরকেই দেশের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ প্রমুখ।

প্রতিবারের ন্যায় এবারও ইজতেমা কমিটির পক্ষ থেকে খাবার হোটেল এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ইজতেমার মূল প্যান্ডেলের উত্তর পার্শ্বে বেশ কিছু বুক স্টলের ব্যবস্থা করা হয়। এবার মহিলাদের জন্য পৃথক ২টি প্যান্ডেল তৈরী করা হয়। একটি প্যান্ডেল ইজতেমার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অনতিদূরে এবং অপরটি হয়েছিল নওদাপাড়া মাদরাসার পশ্চিম পার্শ্বস্থ মাঠে। কিন্তু বিপুল সংখ্যক মহিলার উপস্থিতির কারণে দুই প্যান্ডেলেও জায়গা সংকুলান না হওয়ায় প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদেও মহিলাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়।

উল্লেখ্য যে, গত বছর প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে দু'দিনের স্থলে এক দিনেই সমাপ্ত হয়েছিল তাবলীগী ইজতেমা। কিন্তু এবার আবহাওয়া অনুকূল থাকায় এবং গতবার ইজতেমা সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এবার জনসমাবেশ ছিল অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশী।

ঢাকা, কুমিল্লা, নরসিংদী, গাযীপুর, সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, খুলনা, বাগেরহাট, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, নীলফামারী, লালমণিরহাট, কুড়িগ্রাম সহ দেশের প্রায় সব যেলা থেকে হাযার হাযার মহিলা-পুরুষ কর্মী ও সুধী রিজার্ভ বাস ও অন্যান্য যানবাহনে করে তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করেন।

১ম দিন বাদ আছর শুরু হয়ে রাত ২-টা পর্যন্ত এবং ২য় দিন দিবা-রাত্র একটানা ইজতেমার কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। শনিবার বাদ ফজর 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফের সমাপনী ভাষণের মধ্য দিয়ে দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার কার্যক্রম শেষ হয়।

'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান জনাব মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্র আব্দুল্লাহ আল-নো'মান প্রমুখ ইজতেমায় জাগরণী পরিবেশন করেন।

তাবলীগী ইজতেমায় উপস্থাপনা করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, গাযীপুর যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন।

মহিলা সমাবেশঃ

অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার সকাল ১০-টায় মহিলা প্যান্ডেলে সমবেত স্থানীয় এবং দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত বিপুল সংখ্যক মহিলার উপস্থিতিতে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ প্রমুখ। সমাবেশে প্রধান অতিথি পর্দার অন্তরালে সমবেত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে বলেন, একটি সুন্দর ও সুশিক্ষিত জাতিগঠনে নারীদের ভূমিকা সর্বাধিক। কারণ শিশু মায়ের নিকট থেকেই প্রথম কথা বলতে শেখে, শেখে তার আচার-আচরণ, চাল-চলন ইত্যাদি। সুতরাং মা যদি আদর্শবতী না হয় তাহ'লে তার কাছ থেকে আদর্শ জাতি আশা করা যায় না। এজন্য তাদেরকে আয়শা, খাদীজা, মরিয়মের মত আদর্শবতী নারী হিসাবে গড়ে উঠতে হবে। তিনি সকলকে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র পতাকা তলে সমবেত হয়ে মহিলা অঙ্গনে দাওয়াতী কাজ জোরদার করার আহ্বান জানান।

জুম'আর খুৎবাঃ

তাবলীগী ইজতেমার মূল প্যান্ডেলে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর প্রিন্সিপ্যাল শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে খুৎবা প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে খুৎবা প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম।

বৈঠকী দানঃ দ্বীনে হক্ব প্রচার ও প্রসারে সহযোগিতার জন্য 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মহিলা ও পুরুষ প্যান্ডেলে সমবেত শ্রোতারা হাত খুলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করেছেন। ১ম ও ২য় দিন মিলে এবার নগদ বৈঠকী দান উঠেছে মোট ১ লাখ ৭ শত ৩৮ টাকা। এছাড়া ধান, গম, চাল, আলু, আম, কুল সহ বিভিন্ন ধরনের ফল-ফলাদি ও ফসল প্রদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও মা-বোনেরা তাদের ব্যবহৃত স্বর্ণের গহনা খুলে দান করেছেন।

বাইসাইকেলে ইজতেমায় আগমনঃ

গত বছরের ন্যায় এবারও 'আন্দোলন'-এর দুইজন কর্মী সুদূর সাতক্ষীরা থেকে বাইসাইকেল যোগে ইজতেমায় যোগদান করেন। সাইকেল আরোহী দু'জন হচ্ছে সাতক্ষীরা যেলার গড়ের ডাঙ্গা নিবাসী আব্দুল বারী ও মানিকহারের মুহাম্মাদ রুস্তম আলী। তারা সাতক্ষীরা থেকে ১৭ ঘন্টায় রাজশাহীতে পৌঁছেন।

ইসলামী সম্মেলন

দোরমুটিয়া, যশোর ১৯ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবারঃ অদ্য বিকাল ৫-টায় যেলার দোরমুটিয়া কাঁঠাল বাগিচায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দোরমুটিয়া শাখার যৌথ উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কেশবপুর ৬নং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আলাউদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন সম্মেলনের আহ্বায়ক কেশবপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আশরাফ হোসাইন। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব মুযাফফর বিন মুহসিন। তিনি সমাজে চেপে বসা জাল, যঈফ হাদীছ ও কুসংস্কারের উপর সারগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল আলীম, মাওলানা ইউনুস আলী (সাতক্ষীরা), কেশবপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব আব্দুল মুত্তালিব বিন ঈমান প্রমুখ। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মুযযাম্মিল হক, যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আলহাজ্জ আব্দুল আযীয, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল মালেক ও মাওলানা আব্দুল আহাদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর বর্তমান সভাপতি মুহাম্মাদ ইবরাহীম, সাধারণ সম্পাদক যিল্লুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আলম, তাবলীগ সম্পাদক আমীনুর রহমান, দফতর সম্পাদক আব্দুছ ছামাদ, কেশবপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইবরাহীম খলীল প্রমুখ। সম্মেলনে কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কেশবপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল বারী।

গড়মাটি, নাটোর ২১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর যেলার উদ্যোগে স্থানীয় গড়মাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বাবর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। সম্মেলনে অন্যান্যের বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল বারী প্রমুখ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন মানুষকে আক্বীদা ও আমল সংশোধনের প্রতি দাওয়াত দেয়। মুমিন জীবনে আক্বীদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আমল যত সুন্দর হোক না কেন মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাসে যদি গড়মিল থাকে, আক্বীদা যদি ভ্রান্ত হয় তাহ'লে আমল কোন কাজে আসবে না। তেমনি আমল কবুল হওয়ার জন্য তা রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি আক্বীদা ও আমল সংশোধনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

জয়পুরহাট ২২ ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল সংলগ্ন জয়পুরহাট নূরানী আহমাদিয়া মহিলা দাখিল মাদরাসা ময়দানে এক ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। জয়পুরহাট ছিদ্দীকীয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত জালসায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান, মাওলানা ছফীরুদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা খলীলুর রহমান ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, একশ্রেণীর আলেম সমাজে জাল ও যঈফ হাদীছ প্রচার করছে, তাফসীরের নামে মিথ্যা ও বানোয়াট গল্প-কাহিনী বর্ণনা করে সমাজের সরল-সহজ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এ শ্রেণীর আলিমদের কারণে সমাজে দলাদলি ও ফির্কাবন্দীর সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি আলেম সমাজকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বক্তব্য প্রদানের আহ্বান জানান।

নশিপুর, বগুড়া ২৪ ফেব্রুয়ারী রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে যেলার গাবতলী থানাধীন নশিপুর আল-মারকাযুল ইসলামী ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম

ভারপ্রাপ্ত আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর প্রিন্সিপ্যাল শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা নূর হোসাইন আযাদী (সাতক্ষীরা) ও নশিপুর মাদরাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল হামীদ (গাইবান্ধা) প্রমুখ। সম্মেলনে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির জন্য সকলকে অহি-র আলোকে সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে হবে। মানব রচিত সকল প্রকার ইজম, তরীকা ও মতবাদকে পরিহার করে কেবল অহি-র দিকে ফিরে আসতে হবে। তাহ'লে সকল দলাদলি ও ফির্কাবন্দীর অবসান ঘটবে, সমাজে ফিরে আসবে শান্তি-শৃংখলা, সামাজিক বন্ধন হবে মযবূত ও সুদৃঢ়। তিনি সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে সমবেত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

তাবলীগী সভা

চাপরাশিরহাট, নোয়াখালী ৬ ফেব্রুয়ারী, বুধবারঃ অদ্য বাদ যোহর চাপরাশির হাট আব্দুর রব ফাযিল মাদরাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা ইসহাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা যাকির হোসাইন ও মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন ছাহাবায়ে কেরামর যুগ থেকে চলে আসা এক নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। এ আন্দোলন মানুষকে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মানুষের সার্বিক জীবন গড়ে তোলার প্রতি আহ্বান জানায়। এ আন্দোলন মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার কামনা করে। সমাজে পুঞ্জীভূত শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারকে দূরীভূত করে শান্তিপূর্ণ একটি ইসলামী সমাজ কায়েমের লক্ষ্যে এ আন্দোলন কাজ করে। তিনি সকলকে এ আন্দোলনে শরীক হওয়ার প্রতি আহ্বান জানান।

বসুরহাট, নোয়াখালী ৬ ফেব্রুয়ারী, বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর বসুরহাট থানাধীন উত্তর ওমরপুর জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব শামসুদ্দীন ও মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম বাবুল প্রমুখ। তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এ আন্দোলন মুসলিম ঐক্য কামনা করে। তিনি দুনিয়াবী স্বার্থদ্বন্দ্ব পরিহার করে সকলকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

যুবসংঘ

আলোচনা সভা

নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া ২৫ জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার কুমারখালী থানাধীন নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সহ-সভাপতি হাশিমুদ্দীন, উক্ত মসজিদের ইমাম হাফেয ইমাম হোসাইন প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন, ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভের জন্য প্রত্যেক মুমিনকে আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে হবে। তাঁরা অবিলম্বে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর মুক্তির জোর দাবী জানান।

কিশোরীনগর, কুষ্টিয়া ২৫ জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার দৌলতপুর থানাধীন কিশোরীনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন

মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল কিবরিয়া। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ মাজিদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল গাফফার প্রমুখ।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৬ ফেব্রুয়ারী, শনিবারঃ অদ্য বাদ এশা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ', নওদাপাড়া মাদরাসা এলাকা কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাদরাসা এলাকার সভাপতি মুহাম্মাদ মেছবাহুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। তিনি বলেন, নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এদেশের একক যুবসংগঠন হচ্ছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'। দেশপ্রেমিক এ সংগঠনটি সকলপ্রকার নেগেটিভ মুভমেন্টের সম্পূর্ণ বিরোধী। এ সংগঠন মানুষকে অহি-র আলোকে জীবন গঠনের প্রতি আহ্বান জানায়। তিনি উপস্থিত সকলকে একজন সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার প্রতি আহ্বান জানান। বৈঠকে মাদরাসা এলাকার সকল দায়িত্বশীল উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্র সমাবেশ

সাতক্ষীরা ৭ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিরঃ অদ্য বেলা ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে কদমতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। সমাবেশে অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ গোলাম সরওয়ার, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুযাফফর রহমান, সীমান্ত ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, এ্যাডভোকেট যিল্লুর রহমান, সাতক্ষীরা সিটি কলেজ শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মা'ছূম বিল্লাহ, সাতক্ষীরা সরকারী কলেজেরে সভাপতি আব্দুল গাফফার, সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ বিন মুসলিম, সাতক্ষীরা আলীয়া মাদরাসার সভাপতি আবদুল্লাহ আল-মামূন, আহছানিয়া মিশন মাদরাসার সভাপতি হাফেয আব্দুর রহমান আল-ফারূক প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শাহীদুযযামান ফারূক।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২০ ফেব্রুয়ারী বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওদাপাড়া মাদরাসা এলাকার উদ্যোগে দারুল ইমারত জামে মসজিদে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা সভাপতি মুহাম্মাদ মেছবাহুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। সমাবেশে মাদরাসা এলাকার দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মুজাহিদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাদরাসা এলাকার সাধারণ সম্পদাক হাফেয হাসীবুল ইসলাম।

সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারকে অন্যায়ভাবে দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ কারারুদ্ধ রাখার তীব্র নিন্দা করে অনতিবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দানের জোর দাবী জানানো হয়। পরিশেষে ছাত্রদেরকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পতাকাতলে শামিল হওয়ার এবং আসন্ন তাবলীগী ইজতেমাকে সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

ইসলামী সম্মেলন

হাসাডাঙ্গা, যশোর ২৫ ফেব্রুয়ারী সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' হাসাডাঙ্গা শাখার উদ্যোগে স্থানীয় আহলেহাদীছ ঈদগাহ ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আব্দুল আহাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যশোর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল মালেক, কেশবপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব আব্দুল মুত্তালিব বিন ঈমান, মাওলানা মুশাররফ হোসাইন, ইবাদুল্লাহ বিন আব্বাস, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আলম, দফতর সম্পাদক আব্দুছ ছামাদ, হাসাডাঙ্গা শাখা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক রাশীদুল ইসলাম, হাসাডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম হাফিযুর রহমান প্রমুখ। সম্মেলনে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, সমাজে বিরাজমান দুর্নীতি ও অপরাধ প্রবণতা প্রতিহত করতে সবাইকে বিশেষ করে যুবসমাজকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছমুখী হ'তে হবে। যে যুবসমাজ তাদের জীবনী শক্তি ত্বাগূতকে জয়ী করতে ব্যবহার করছে তা যদি ইসলামের স্বার্থে ব্যয় করে তাহ'লে এদেশে অচিরেই ইসলাম কায়েম হবে। তাই যুবসমাজকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়ে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে। তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** মুক্তির জন্য সকলের নিকট দো'আর আহ্বান জানান।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২০১)ঃ কবরে 'মুনকার' ও 'নাকীর'-এর পূর্বে কোন ফেরেশতা আগমন করবেন কি? 'দাক্বায়েকুল আখবার' বইয়ে রয়েছে, 'মুনকার' ও 'নাকীর'-এর পূর্বে রূমান নামক একজন ফেরেশতা আসবেন এবং তিনি মৃতকে পাপ ও পুণ্য লিখতে বলবেন। প্রমাণ স্বরূপ সূরা বাণী ইসরাঈলের ১৩ নং আয়াত পেশ করা হয়েছে, 'আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। ক্বিয়ামতের দিন তাকে একটি কিতাব বের করে দেখাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে'। উক্ত কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আহসান হাবীব
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কবরে 'মুনকার' ও 'নাকীরের' পূর্বে রূমান নামক একজন ফেরেশতা আসবে বলে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল বা মিথ্যা। ইবনুল জাওযী (রহঃ) তার 'মাওযূ'আত' বা জাল হাদীছের গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন *(ফাৎহুল বারী ৩/২৮০)*। সঠিক কথা হ'ল, যখন মৃতকে দাফন করা হবে তখন তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসবেন। তাদের একজন হ'লেন 'মুনকার' আর অপরজন 'নাকীর' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩০, সনদ হাসান)*। উল্লেখ্য, সূরা বাণী ইসরাঈলের উক্ত আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্যে হ'ল কিরামান, কাতিবীন। রূমান নামক ফেরেশতা উদ্দেশ্য নয় *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ৮/৪৪৫)*।

প্রশ্নঃ (২/২০২)ঃ উমাইয়া গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কি একজন ধার্মিক শাসক ছিলেন, না যালিম শাসক ছিলেন? জনৈক আলেম বলেন, তিনি পবিত্র কুরআনের যের, যবর, পেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং তাকে যালিম শাসক বলা যাবে না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-রফীকুল ইসলাম
ঘোনা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একজন অত্যাচারী শাসক ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ)-কে হত্যা করেছিলেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর দীর্ঘ দশ বছরের খাদেম আনাস (রহঃ) সহ অন্যান্য অনেক ছাহাবীদের সাথে তিনি দুর্ব্যবহার করেছিলেন *(ছহীহ মুসলিম হা/৬৪৯৬)*। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিদ্বানগণ আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরকে মাযলূম বলেছেন এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে খারেজীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন *(ছহীহ মুসলিম শরহে নববী ২/৩১২, 'মানাকিব' অধ্যায়, 'মিথ্যুক' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ পবিত্র কুরআনের হরকত প্রদান সহ ইসলামের কতিপয় কল্যাণমূলক কাজ করলেও সামগ্রিক বিবেচনায় তিনি যালেম শাসক ছিলেন। সুতরাং উক্ত আলেমের বক্তব্য ঠিক নয় *(দ্রঃ মা'আরিফ (উর্দূ মাসিক পত্রিকা), জানুয়ারী ২০০৮, পৃঃ ৪৭; ইসলামী বিশ্বকোষ ২৫/৯০-৯৪)*।

প্রশ্নঃ (৩/২০৩)ঃ পবিত্র কুরআনে কতটি মঞ্জিল আছে? এ সম্পর্কে শরী'আতের বিধান জানতে চাই।

-আমীনুল ইসলাম
কোমরগ্রাম, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ তেলাওয়াতের সুবিধার্থে পবিত্র কুরআনকে বিভিন্ন অংশ বা মঞ্জিলে ভাগ করা হয়েছে। যেমন সম্পূর্ণ কুরআনকে ৩০ পারায় ভাগ করা হয়েছে। এটা ইসলামের শুরু যুগ থেকেই প্রমানিত। যেমন-

(১) 'সুবউ ত্বিওয়াল', যা বড় বড় প্রথম ৭টি সূরাকে বলা হয়। অর্থাৎ সূরা বাক্বারাহ থেকে আনফাল পর্যন্ত।

(২) ১০০ আয়াত বিশিষ্ট। যে সূরাগুলোতে কমবেশী ১০০ আয়াত আছে। সেগুলো হ'ল সূরা ইউনুস থেকে ফাত্বির পর্যন্ত। একে বলা হয় 'মিয়ীন'।

(৩) উপদেশ, কিচ্ছা ও ঘটনাবলী সংক্রান্ত সূরা সমূহ। সেগুলো হ'ল, সূরা 'ইয়াসীন' হ'তে সূরা 'ক্বাফ' পর্যন্ত। যাকে 'মাছানী' বলা হয়।

(৪) যে সূরাগুলোর বিষয়বস্তু পৃথক পৃথক। সূরা 'ক্বাফ' থেকে কুরআন মাজীদের শেষ পর্যন্ত। একে বলা হয় 'মুফাছছাল'। মুফাছছাল আবার তিন ভাগে বিভক্ত। যথা-

(ক) 'ত্বিওয়ালে মুফাছছাল' (طوال مفصل) বা সূরা ক্বাফ থেকে বরূজ পর্যন্ত।

(খ) 'ওয়াসতে মুফাছছাল' (وسط مفصل) বা সূরা বরূজ থেকে বাইয়িনাহ পর্যন্ত।

(গ) 'ক্বিছারে মুফাছ্ছাল' (قصار مفصل) বা সূরা বাইনিয়াহ হ'তে কুরআন মাজীদের শেষ পর্যন্ত *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৮৫৩, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*।

কেউ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের অর্ধেক হ'ল সূরা কাহফ-এর وليتلطف পর্যন্ত। তিন ভাগে ভাগ করার কথাও কেউ কেউ বলেছেন। এর প্রথম অংশ হ'ল সূরা আত-তাওবাহ এর ১০০ আয়াত পর্যন্ত, দ্বিতীয় অংশ হ'ল সূরা আশ-শু'আরা এর ১০১ আয়াত পর্যন্ত। এরপর থেকে কুরআন মাজীদের শেষ পর্যন্ত তৃতীয়াংশ। *(বিস্তারিত দ্রঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মালিক, আত-তাহরীর ফী উছূলুত তাফসীর, পৃঃ ৪৫-৪৭)*।

প্রশ্নঃ (৪/২০৪)ঃ হাদীছে আছে, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। প্রশ্ন হ'ল, আমার বড় মামা আম্মাকে খুব ভালবাসতেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে তিনি শহরে চলে যান। অতঃপর প্রায় ২৬ বছর যাবৎ মামার সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই। ১৩ বছর পূর্বে আমার মা মারা গেছেন, কিন্তু মামার সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ হয়নি। এমতাবস্থায় আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক কি আছে? এর জন্য আম্মার জান্নাতে যাওয়ার পথে কোন অন্তরায় হবে কি?

-মুখলেছুর রহমান
আল-কাসিম, সঊদী আরব।

উত্তরঃ ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে চায় তার জীবিকা এবং বয়সে প্রশস্ততা আসুক, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে' *(ছহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৮)*। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য যোগাযোগ রক্ষা করা উচিত। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মামার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। কেবল যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছে মাত্র। আর এই যোগাযোগহীনতা মায়ের জান্নাতে প্রবেশ করতে কোন বাধা হবে না। তবে উভয়েরই উচিত ছিল সম্পর্ক শক্তিশালী করার স্বার্থে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।

প্রশ্নঃ (৫/২০৫)ঃ 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' কি সূরা ফাতিহার অংশ? একে প্রথম আয়াত মনে করে যেহরী ক্বিরাআতে যেহরী বা সরবে পড়লে কিংবা কখনো সেররী বা নীরবে পাঠ করলে ছালাতের ক্ষতি হবে কি?

-আব্দুল হালীম
সিনিয়র, শিক্ষক
সেগুনবাগিচা হাইস্কুল
তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।

উত্তরঃ 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহার অংশ হওয়া বা না হওয়ার পক্ষে অনেক কথা থাকলেও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহার অংশ *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, বিস্তারিত দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৩৪৩)*। তবে 'যেহরী' ছালাতে 'বিসমিল্লাহ' নীরবে পড়ার কথা ছহীহ হাদীছে এসেছে। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি। তাদের কাউকেই 'বিসমিল্লাহ' জোরে পড়তে শুনিনি *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/২৭৭)*। অন্য হাদীছে এসেছে, আমি নবী করীম (ছাঃ), আবুবকর, ওমর এবং ওছমান (রাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি। তারা কেউই 'বিসমিল্লাহ' জোরে পড়তেন না *(আহমাদ, নাসাঈ; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/৩৭৯; হাশিয়াহ বুলূগুল মারাম, হা/২৭৭ পৃঃ ৮৩)*।

উল্লেখ্য 'বিসমিল্লাহ' জোরে বলার পক্ষে যে হাদীছগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলো যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৮৬ ও ৭৮৭; বিস্তারিত দ্রঃ নায়লুল আওত্বার ৩/৪৭)*।

প্রশ্নঃ (৬/২০৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি বলেন, ছালাতের পর মাথায় হাত রেখে 'সাতবার রাব্বি যিদনি ইলমা' পাঠ করলে মেধাশক্তি বৃদ্ধি পায়। এর কোন ছহীহ দলীল আছে কি?

-মুহাম্মাদ আবু সাঈদ মোল্লা
ও হাফেয মুনীরুল ইসলাম
রসূলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে কোন ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাই উক্ত সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যায় আমল করা থেকে বিরত থাকা যরূরী। তবে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য যেকোন সময় উক্ত আয়াত পড়ে আল্লাহ্র কাছে জ্ঞান চাওয়া যাবে।

প্রশ্নঃ (৭/২০৭)ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি হিন্দু পরিবেশে থেকে তাদের আচরণ বিধি মেনে চলে এবং ভগবান বলে আহ্বান করে তাহ'লে কি সে মুসলিম থাকবে?

-মুশাররফ
সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য অমুসলিমের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ এবং সাদৃশ্য অবলম্বন করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। যদি কেউ তা করে তাহলে সে তাদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হবে *(আন'আম ৫১)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তাদের (বিধর্মীদের) সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে ব্যক্তি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।

প্রশ্নঃ (৮/২০৮)ঃ আমাদের মসজিদে বাদ ফজর তা'লীম হয়। তা'লীমের ফযীলত বর্ণনায় ইমাম ছাহেব বলেন, 'এখানে কিছু শিখার উদ্দেশ্যে বসলে এক হাযার নফল ইবাদতের ছওয়াব হবে এবং একটি অধ্যায় মুখস্থ করলে

একশ' গলাকাটা শহীদের ছওয়াব হবে। ইমামের উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ সেলিম রেযা
রায় দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। তবে সাধারণ যিকির সম্পর্কে ছহীহ হাদীছে অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আবু দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা ছাহাবীদেরকে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি আমলের কথা বলব? যা যাবতীয় আমল হ'তে উত্তম, আল্লাহ্র নিকট বেশী পবিত্র, তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাদানকারী, আল্লাহ্র রাহে স্বর্ণ, রৌপ্য খরচ করার চেয়েও অধিক উত্তম এবং শত্রুর সাথে জিহাদ করার সময় পরস্পরকে হত্যা করার চেয়েও উত্তম। ছাহাবীগণ বললেন! হ্যাঁ আপনি বলুন! তখন তিনি বললেন, তা হ'ল আল্লাহ তা'আলার যিকির করা' *(তিরমিযী হা/৩৩৭৭, ফযীলত অনুচ্ছেদ, 'দাওয়াত' অধ্যায়, সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য, সমাজে প্রচলিত হু, হু, আল্লাহ, আল্লাহ, ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহর যিকির থেকে সাবধান! এগুলোর শারঈ কোন ভিত্তি নেই।

উল্লেখ্য, যে সমস্ত ইমাম, ওয়ায়েয, বক্তা, মুফাসসিরগণ মিথ্যা, উদ্ভট ও প্রমাণহীন কথা বলেন, তাদের সভা-সম্মেলন ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। আব্দুর রহমান আস-সুলামী (রাঃ) মিথ্যা ও কল্পিত কাহিনী প্রচারকারীদের সমাবেশে বসতে সর্বদা নিষেধ করতেন *(ছহীহ মুসলিম, হা/৫১, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, অনুচ্ছেদ-৬)*।

প্রশ্নঃ (৯/২০৯)ঃ ছাহাবী ছা'লাবা (রাঃ) সম্পর্কে যাকাত দিতে অস্বীকার করা এবং রাসূল (ছাঃ), আবুবকর, ওমর, ওছমান (রাঃ) তারা কেউ তার যাকাত নেননি বলে যে ঘটনা প্রচলিত আছে তা ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুল খালেক
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী

উত্তরঃ সূরা তওবার ৭৫ নং আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত উক্ত ঘটনা প্রসিদ্ধ হ'লেও এর ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। ইবনু হাযম, কুরতুবী, যাহাবী, ইবনু হাজার, হাফেয ইরাক্বী, শায়খ আলবানী প্রমূখ মুহাদ্দিছ এ ঘটনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন *(আসবাবুল খাত্বা ফিত তাফসীর, ২/৬০১-৬০৩; ফাৎহুল বারী ৩/২৬৬; যঈফুল জামে হা/৪১২২)*।

প্রশ্নঃ (১০/২১০)ঃ ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ জানিয়ে বাধিত করবেন?

-জামালুদ্দীন
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের অনেকগুলো আলামতের কথা কুরআন-হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে বেশ কিছু আলামত অনেক আগে থেকেই ধীরে ধীরে প্রকাশিত হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের অন্যতম হ'ল- ইলম উঠে যাবে, মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে, ব্যভিচার বেড়ে যাবে, মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে, পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেশী হবে। এমনকি ৫০ জন মহিলার পরিচালক হবে একজন পুরুষ। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, ইলম কমে যাবে এবং মূর্খতা প্রকাশ পাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৩৭)*।

আর ক্বিয়ামতের একেবারে নিকটবর্তী সময়ে ১০টি বিশেষ আলামত দেখা দিবে এবং তখনই ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। হুযাইফা ইবনু আসীদ গিফারী (রাঃ) বলেন, একদা আমরা কথা-বার্তা বলছিলাম, এমন সময় নবী করীম (ছাঃ) আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী সম্পর্কে আলোচনা করছ? তারা বলল, আমরা ক্বিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেন, দশটি নিদর্শন না দেখা পর্যন্ত ক্বিয়ামত কায়েম হবে না। (১) ধোঁয়া, *(যা এক নাগাড়ে ৪০ দিন পূর্ব হ'তে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হবে)*। (২) দাজ্জালের আবির্ভাব (৩) যমীন হ'তে একশ্রেণীর চতুষ্পদ জন্তু বের হওয়া (৪) পশ্চিমাকাশ হ'তে সূর্য উদিত হওয়া (৫) ঈসা (আঃ)-এর (২য় আসমান হ'তে) অবতরণ (৬) ইয়াজূজ ও মাজূজ, (৭,৮,৯) তিনটি ভূমিধ্বস। পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল এবং আরব উপদ্বীপে (১০) সর্বশেষে ইয়ামন হ'তে এমন এক আগুন বের হওয়া যা মানুষদেরকে তাড়িয়ে সমবেত হওয়ার স্থানের দিকে নিয়ে যাবে। অপর বর্ণনায় আছে, আদল (এডেন)-এর অভ্যন্তর হ'তে আগুন বের হবে যা মানুষদেরকে সমবেত হওয়ার স্থানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। অন্যত্র এসেছে, দশম লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এমন এক বায়ু প্রবাহিত হবে যা মানুষদেরকে (কাফেরদেরকে) সাগরে নিক্ষেপ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৬৪)*। এগুলো ছাড়াও ক্বিয়ামতের আরও কতিপয় আলামত আছে।

প্রশ্নঃ (১১/২১১)ঃ জনৈক আলেম বলেন, জাহান্নামের ৪টি পা এবং ৩০ হাযার মুখ আছে। ৩০ হাযার মুখের মধ্যে ৭০ হাযার করে ফেরেশতা শিকল দিয়ে টেনে হাশরের মাঠে জাহান্নামকে উপস্থিত করবেন। উক্ত বক্তব্য কি ঠিক?

-আবুল হোসাইন মিয়া
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং ছহীহ হাদীছের বিরোধী। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নামের ৭০ হাযার লাগাম

থাকবে। প্রতিটি লাগামে ৭০ হাযার ফেরেশতা থাকবে। ক্বিয়ামতের দিন ফেরেশতারা জাহান্নামকে টেনে হাশরের মাঠে উপস্থিত করবেন' *(মুসলিম হা/৭১৬৪, 'জান্নাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১২/২১২)ঃ আমরা জানি, পরকালে কাফেরদের কোন নেকী থাকবে না। কিন্তু কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে কাফেরদের কিছু ভোগ করে অথবা অন্যায় আচরণ করে তাহ'লে ঐ মুসলিম ব্যক্তির নেকী কেটে নেওয়া হবে কি? ঐ নেকী কাফের ব্যক্তিকে দেওয়া হবে কি? উক্ত নেকী তাদেরকে দুনিয়াতে না পরকালে দেওয়া হবে?

- সৈয়দ ফয়েয
ধামতী, মীরবাড়ী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন কাফেরের অন্যায় করলে এবং তার কাছে ক্ষমা না চাইলে নেকী কেটে নেওয়া হবে এবং বিনিময়ে দেওয়া হবে কাফেরকে বদলা *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭)*। তবে তা পরকালে নয়, দুনিয়াতেই দেওয়া হবে। অবশ্য কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, পরকালে তার বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট কাফের ব্যক্তি শাস্তি কম-বেশী করা হবে *(দ্রঃ ছহীহ মুসলিম শরহে নববী ১/৫১১ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২১৩)ঃ আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকেই কি সমান জ্ঞান দান করেছেন? নাকি কম-বেশী করেছেন? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমীনুল ইসলাম ও
শামসুল ইসলাম
জান্নাতপুর, সুখানদিয়া, চাঁদপাড়া
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে সমানভাবে জ্ঞান দেননি। বরং কম-বেশী করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছে অধিকতর আরেক জ্ঞানীজন' *(ইউসুফ ৭৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাদের সম্পর্কে বলেছেন, জ্ঞান এবং দ্বীনের স্বল্পতা সত্ত্বেও জ্ঞানী-গুণী পুরুষকে বশিভূত করতে মহিলাদের চেয়ে বেশী আর কাউকে দেখিনি। মহিলারা জ্ঞানের স্বল্পতা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'মহিলার সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটাই তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২১৪)ঃ মুসলিম কত প্রকার ও কি কি?

- দিদার বক্স
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুসলিম সাধারণতঃ দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয় (১) সাধারণ মুসলিম (২) নির্দিষ্ট মুসলিম।

আল্লাহ তা'আলা এবং নবী-রাসূলের আনুগত্য করা ও নিষেধসমূহ বর্জনের মাধ্যমে যুগে যুগে আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণকারী সকল মানুষকে সাধারণ মুসলিম বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'ইবরাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং খ্রীষ্টান ছিলেন না, বরং তিনি একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন। আর তিনি মুশরিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না' *(আলে ইমরান ৬৭)*।

অন্যদিকে কেবল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে খাছ মুসলিম বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে নবী (ছাঃ) আপনি বলুন, আমার ছালাত, আমার কুরবানী এবং জীবন-মরণ বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্য। তার কোন অংশীদার নেই; আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম মুসলিম' *(আন'আম ১৬২-৬৩; ফাতাওয়া উছায়মীন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১৭-১৮)*।

উল্লেখ্য, উম্মতে মুহাম্মাদীর মাঝেও ঈমান-আমলের ত্রুটির কারণে মুসলিম জনসাধারণ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে গেছে। পূর্ণাঙ্গ মুসলিম বা মুমিন ব্যক্তির খুবই অভাব। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে ছেড়ে অধিকাংশ মানুষই বিপথে ধাবিত হচ্ছে।

প্রশ্নঃ (১৫/২১৫)ঃ কোন ব্যক্তি মারা গেলে সাথে সাথে কবর খনন করা হয়। আর দাফন করতে দেরী হ'লে কবরটিকে বসে বসে সতর্ক পাহারা দেওয়া হয়। পাহারা দেওয়ার কারণ কি? এটা কি শরী'আত সম্মত?

-আব্দুল জাব্বার
সোনাবাড়ীয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মাইয়েতকে দাফন করতে দেরী হ'লে কবর পাহারা দেওয়ার কোন বিধান নেই। কোন কিছু ধারণা করে এটা করলে তা কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে মাইয়েতকে দাফন করার পর যদি লাশের ক্ষতি সাধনের আশংকা থাকে, তাহ'লে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পাহারা দেওয়া যাবে।

প্রশ্নঃ (১৬/২১৬)ঃ তারাবীহর জামা'আত চলাকালীন কেউ যদি মসজিদে প্রবেশ করে এবং মসজিদের এক পাশে একাকী এশার ছালাত আদায় করে তাহ'লে কি তার ছালাত হবে?

-আযীযুর রহমান
বুলবুল লাইব্রেরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ তারাবীহর জামা'আত চলা অবস্থায় কেউ এশা পড়তে আসলে সে এশার ছালাত একাকী আদায় না করে তারাবীহর জামা'আতের সাথে নিয়ত করে ইক্তেদা করবে। যদি মুসাফির হয় তাহ'লে ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে আর যদি মুক্বীম হয় তাহ'লে ইমামের ছালাম ফিরানোর পর অবশিষ্ট দু'রাক'আত আদায় করে নিবে *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৩০৬, মাসআলা নং ২২৩)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২১৭)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, 'যে ব্যক্তি সুদৃষ্টিতে পিতা-মাতার দিকে একবার তাকাবে, সে একটি কবুল হজ্জের নেকী পাবে। এমনকি দিনে একশ' বার তাকালেও সেই নেকী পাবে। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

মাহবুবুর রহমান
হরিরামপুর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য মিথ্যা বা জাল। যা বায়হাক্বী ও মিশকাতে বর্ণিত হয়েছে *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৯৪৪-এর টীকা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২১৮)ঃ এক বন্ধু আমাকে ভাল-মন্দ কিছু কথা বলল আর আমি অপর বন্ধুকে হুবহু ঐ কথাগুলি বললাম যে, সে এগুলি বলেছে। তাহ'লে এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

-জাফরুল কবীর
আটরা শিল্প এলাকা, খুলনা।

উত্তরঃ উক্ত কথাগুলি অপর বন্ধুর নিকট প্রকাশ করাকে প্রথম বন্ধু যদি অপসন্দনীয় মনে করে তাহ'লে তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে। অন্যথা গীবত হবে না। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কি জান গীবত কী'? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-ই ভাল জানেন। তিনি বললেন, 'তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা সে অপসন্দ করে। অতঃপর বলা হ'ল, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে তাহ'লেও কি গীবত হবে? তিনি বললেন, 'যদি উহা তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহ'লে গীবত হবে আর যদি এ দোষ না থাকে তাহ'লে তার উপর অপবাদ দেওয়া হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৮)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২১৯)ঃ আমি একজন পল্লী চিকিৎসক। আমার বেশীরভাগ রোগী হিন্দু। তাই পূজা মন্দিরের সামনে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সেখানে গিয়ে চিকিৎসা দেওয়া যাবে কি? তাদের দেওয়া নাস্তা খাওয়া যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন?

- মীযানুর রহমান
টেংরামারী বাজার, মনিরামপুর, যশোর।

উত্তরঃ অমুসলিমদের চিকিৎসা করা এবং হারাম খাদ্য ব্যতীরেকে তাদের নাস্তা খাওয়া যায়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা এক সফরে আমাদের এক সাথী জনৈক গোত্রপতিকে শুধু সূরায়ে ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়ে সাপের বিষ ঝাড়েন ও তিনি সুস্থ হন। চিকিৎসার বিনিময়ে তারা তাদের নিকট থেকে এক পাল ছাগল গ্রহণ করেন। তারা সেগুলো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসেন এবং তাঁর জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করেন *(বুখারী, হা/৫৭৩৬)*। উল্লেখ্য, কাফের-মুশরিকদের যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া যাবে না। কারণ তারা সেগুলো দেব-দেবী ও মূর্তির নামে যবেহ করে থাকে *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্নঃ (২০/২২০)ঃ কোন এক জলাশয়ের মালিকানা নিয়ে এলাকায় দ্বন্দ লেগে যায়। ফলে সামাজিক পরামর্শক্রমে সেখানকার উপার্জিত অর্থ মসজিদের কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রশ্ন হ'ল, উক্ত বিল ডাকের টাকা মসজিদে লাগানো শরী'আত সম্মত কি?

- সাগর আলী
উপাধ্যক্ষ
নিতপুর ফাযিল মাদরাসা, পোরশা, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত অর্থ যদি সম্পূর্ণ জলাশয় ডাকের মাধ্যমে উপার্জিত হয় তবে জায়েয। আর যদি শুধু পানির মাছের উপর প্রচলিত নিয়মে ডাক করা হয় তাহ'লে তা বৈধ নয়। কারণ, ইহা ধোঁকার শামিল। উক্ত পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়কে ধোঁকযুক্ত ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়, যেটা শরী'আতে নিষিদ্ধ। আবু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা পানিতে মাছ ক্রয় করো না। নিশ্চয়ই ইহা ধোঁকা *(আহমাদ, বুলুগুল মারাম হা/৮০৯)*। মূল কথা উক্ত জলাশয় থেকে বৈধ পথে অর্জিত অর্থ মসজিদে ব্যবহারে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্নঃ (২১/২২১)ঃ কবর যিয়ারত কিভাবে করতে হয় এবং কি কি দো'আ পড়তে হয়?

-নজীবুল্লাহ সরদার
কামালনগর উত্তরপাড়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কবর যিয়ারতের সময় মৃত্যু ও আখেরাতকে স্মরণ করবে এবং কবরবাসীর উদ্দেশ্যে খালেছ মনে দো'আ পাঠ করবে। দো'আর সময় একাকী দু'হাত উঠানো যাবে। বাক্বীউল গারক্বাদ গোরস্থানে দীর্ঘক্ষণ ধরে দো'আ করার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনবার হাত উঠিয়েছিলেন *(মুসলিম, তালখীছ ৮৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যিয়ারতের সময় নিম্নের দো'আ পড়তে বলেছেন-

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ-

উচ্চারণঃ *আস্সালা-মু 'আলা আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইয়ারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা'খিরীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হিকূনা।*

অনুবাদঃ মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের উপরে আল্লাহ রহম করুন! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৭)*।

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ–

উচ্চারণঃ *আসসালা-মু 'আলায়কুম আহলাদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হিকূনা; নাসআলুল্লা-হা লানা ওয়া লাকুমুল 'আ-ফিয়াতা'।*

অনুবাদঃ মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ! আপনাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি। আমাদের ও আপনাদের জন্য আমরা আল্লাহ্র নিকটে মঙ্গল কামনা করছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৪)*।

কবর যিয়ারতের সময় কেবল দো'আ ব্যতীত, ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত যিকর-আযকার কিছুই করা জায়েয নয়। অনুরূপ যিয়ারতের প্রথমে নির্দিষ্ট সংখ্যায় সূরা ফাতিহা, দরূদ, ইখলাছ, ফালাক্ব, নাস ইত্যাদি পড়ার যে নিয়ম বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত আছে তারও শারঈ কোন ভিত্তি নেই। এ সমস্ত বিদ'আতী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

উল্লেখ্য যে, তিরমিযীতে বর্ণিত 'ইয়া আহলাল কুবূরে ইয়াগফিরুল্লাহ লানা ওয়া লাকুম' ... মর্মে প্রসিদ্ধ হাদীছটি 'যঈফ' *(মিশকাত হা/১৭৬৫)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২২)ঃ জনৈক ইমাম খুৎবায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সর্বপ্রথম জানাযার ছালাত আদায় করেছিলেন জিবরীল, ইসরাফীল, মিকাঈল এবং মালাকুল মউত (আঃ)। অতঃপর ছাহাবায়ে কেরাম আদায় করেছিলেন। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- শহীদুল ইসলাম
গোদাগাড়ী, রেলবাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত ঘটনা যঈফ ও মুনকার। আলী ইবনুল মাদিনী, আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও ইমাম বুখারী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ যঈফ বলেছেন *(আলে-বিদায়াহা ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০৩)*। ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, লোকেরা দশ জন দশ জন করে গৃহে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযার ছালাত ইমাম বিহীন আদায় করেছিলেন। সর্বপ্রথম জানাযার ছালাত আদায় করেছিলেন তার পরিবার-পরিজন, অতঃপর ক্রমাগতভাবে মুহাজির, আনছার, পুরুষ, মহিলা ও বালকেরা *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৪৭১)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২২৩)ঃ আহলেহাদীছ আন্দোলনের জনৈক বক্তাকে বলতে শুনেছি যে, কোন মানুষের নামের পরে হাসান, হুসাইন বা আলী লিখা যাবে না। কিন্তু তাদের বড় বড় দায়িত্বশীলদের নামের পরে উক্ত শব্দগুলো লিখতে দেখা যায়। কোন্‌টি সঠিক?

- মুবারক
হাট গাংগোপাড়া, বাগরামা, রাজশাহী।

উত্তরঃ নবী-রাসূল ও ছাহাবীদের অসংখ্য নাম থাকা সত্ত্বেও শুধু আলী, হাসান, হুসাইন, ফাতিমা নামগুলি উপমহাদেশের মুসলিম জনসাধারণের নামের সাথে যোগ করার পিছনে শী'আদের ভ্রান্ত আক্বীদা কাজ করেছে। যা শারঈ দৃষ্টিতে ঠিক নয়। শী'আদের ভ্রান্ত বিশ্বাস হ'ল সম্মানের পাত্র শুধু উক্ত ছাহাবীগণ অন্য কোন ছাহাবী নন। তাই শী'আরা শুধু-আলী, হাসান, হুসাইন, ফাতিমা ও রাসূল (ছাঃ) কে ভক্তি করে। আর এজন্যই এখন অনেকে পাঁচ কলির টুপি মাথায় দেয়। তাদেরকে মাথায় রেখে মহব্বত করার আক্বীদায়। সুতরাং উক্ত আক্বীদা থাকায় কারো জন্যই সেগুলি ব্যবহার করা ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (২৪/২২৪)ঃ ধবল ও কুষ্ঠ রোগ থেকে আরোগ্য লাভের কোন উপায় থাকলে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ ধবল, কুষ্ঠ ও অন্যান্য যাবতীয় রোগ হ'তে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করতেন,

اَللّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ–

উচ্চারণঃ আল্লা হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল বারাছি ওয়াল জুযামি ওয়াল জুনূনি ওয়া মিন সাইয়িল আসক্বা-মি।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগ, পাগলামি ও খারাপ রোগ সমূদয় হ'তে আশ্রয় চাই' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৭০; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৫৫৪)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২২৫)ঃ গত ৬/৭ বছর পূর্বে আমার স্ত্রীর সাথে আমার মনোমালিন্য হওয়ার দরুন তার সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় না। যোগাযোগ অব্যাহত থাকলেও এক সময় আমার স্ত্রী গ্রামের ক্বাযীর মাধ্যমে আমার অজান্তে আমাকে ডিভোর্স করে। বর্তমানে আমি আমার স্ত্রীকে গ্রহণ করতে চাই এবং সেও আমার কাছে আসতে চায়। স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার সুযোগ থাকলে তার পদ্ধতি দলীল সহকারে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীকুল ইসলাম
কাতলাসেন, সদর, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ স্ত্রী গ্রামের ক্বাযীর মাধ্যমে স্বামীকে ডিভোর্স করায় তা 'খোলা তালাক' বা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। অতএব

অন্যত্র বিবাহ না হয়ে থাকলে স্বামী নতুন বিবাহের মাধ্যমে মোহর ধার্য করে স্ত্রীকে সাধারণভাবেই ফিরিয়ে নিতে পারবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩২৪; তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২৮৩-৮৪ পৃঃ; ফাতাওয়া নাযীরিইয়্যাহ ৩/৫৮)*। উল্লেখ্য, সমাজে প্রচলিত হিল্লা প্রথা হারাম।

প্রশ্নঃ (২৬/২২৬)ঃ যে গরীবদের প্রতি সদাচারণ করে কিন্তু নিজ পরিবারকে কষ্ট দেয় সে কি পূর্ণ মুমিনের অন্তর্ভুক্ত?

-আব্দুল হাকিম
লালপুর, নাটোর।

উত্তরঃ পরিবারকে কষ্ট দেওয়া আদৌ ঠিক নয়। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই যে তার পরিবারের নিকট উত্তম' *(তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৩২৫২)*। যে ব্যক্তি অন্যের সাথে উত্তম আচরণ করে, আর স্বীয় পরিবারের সাথে অন্যায় আচরণ করে সে পূর্ণ মুমিন হ'তে পারে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি যে তাদের (সকলের) সাথে উত্তম আচরণ করে' *(আবুদাঊদ, দারেমী মিশকাত হা/৫১০১)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২২৭)ঃ আমার পিতা আমার তিন সহোদর বোনকে একই ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিয়েছেন। আমি ঐ বিবাহের বিরোধিতা করায় আমার বোন ও পিতা-মাতা আমার উপর অসন্তুষ্ট। এমতাবস্থায় শারঈ দৃষ্টিকোন থেকে তাদের সাথে আমার ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত?

- যিয়াউর রহমান
বর্ষাপাড়া, হিরণ
কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা একাধিক বোনকে এক সাথে বিবাহ করা হারাম করেছেন *(নিসা ২৩)*। সুতরাং তিন বোনকে একই ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ দেওয়া গর্হিত অন্যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই' *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত ২/৩৬৯৬, সনদ ছহীহ)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে সে তা হাত দ্বারা প্রতিহত করার চেষ্টা করবে। এটা সম্ভব না হ'লে মুখ দ্বারা পতিহত করার চেষ্টা করবে। তাও সম্ভব না হ'লে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*। সুতরাং পিতা-মাতার উক্ত শরী'আত বিরোধী কাজের সমর্থন করা যাবে না।

তবে পিতা-মাতার সাথে কোনক্রমেই দুর্ব্যবহার করা যাবে না। বরং তাদের সাথে সদাচারণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে অবস্থান করবে' *(লুকমান ১৫)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২২৮)ঃ মসজিদে প্রবেশ করে 'তাহিইয়্যাতুল মসজিদ' দু'রাক'আত না পড়ে যদি কেউ ৪ রাক'আত পড়ে তাহ'লে তা ঠিক হবে কি?

-ডাঃ কামারুযযামান সরকার
তুলগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ 'তাহিইয়্যাতুল মসজিদ' হিসাবে ২ রাক'আত ছালাত রাসূল (ছাঃ) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং এর কম-বেশী করার অধিকার কারো নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে মসজিদে বসে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৪)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২২৯)ঃ আমি ছাত্রাবাসে থাকি। আমার সাথে যে ভাই থাকে সে ছালাত পড়ে না। বিড়ি-সিগারেট খায়। তার পাশে বিভিন্ন প্রাণীর ছবি আছে। উক্ত ঘরে ছালাত হবে কি? তার সাথে ঐ ঘরে থাকার ব্যাপারে শরী'আতের বিধি-নিষেধ আছে কি?

-আলাল
বিলশহর, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ছালাত হবে না *(ফাতাওয়া লাজনা-দায়েমা ৬/১৭৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ঘরে ছবি থাকে ঐ ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯২)*। উক্ত ভাইকে প্রথমত ছালাতের দিকে আহ্বান করতে হবে এবং সিগারেট বর্জনের নছীহত করতে হবে। যদি একান্তই না মানে তাহ'লে সম্ভবপর তার সাহচর্য এড়িয়ে চলতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩০/২৩০)ঃ বিশেষ কারণে আমাকে পূর্ব দিকে মাথা এবং পশ্চিম দিকে পা রেখে শয়ন করতে হয়। এ ব্যাপারে শরী'আতের বিধান জানতে চাই।

-আলম
বিলশহর, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ আরামের সুবিধার্থে যে কোনদিকে মাথা ও পা রেখে শয়ন করা যায়। এতে কোন শারঈ বাধ্যবাধকতা নেই।

প্রশ্নঃ (৩১/২৩১)ঃ নারীদের ঋতু কখন থেকে শুরু হয়? তাদের ঋতু হওয়ার কারণ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জাহাঙ্গীর
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মা হাওয়া (আঃ) থেকেই ঋতু চালু হয়েছে। ঋতুর স্পষ্ট কোন কারণ পাওয়া যায় না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, জান্নাত থেকে নামিয়ে দেয়ার পর হাওয়া (আঃ)-এর ঋতু শুরু হয় *(ফাৎহুল বারী ১/৪৮৬ পৃঃ)*। উল্লেখ্য, ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে এসেছে যে, বাণী ইসরাঈলের যুগে নারী-পুরুষ এক সাথে মসজিদে ছালাত আদায় করার সময়

নারীরা মাথা উঁচু করে পুরুষদের দেখত। তখন আল্লাহ তাদের উপর ঋতু নির্ধারণ করেন এবং মসজিদে যাওয়া হ'তে বিরত রাখেন *(ফাৎহুল বারী ১/৪৮৬ পৃঃ)*। তবে পূর্বের বক্তব্যই অধিক ছহীহ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত *(ঐ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২৩২)ঃ সরকার বিভিন্ন বৈধ ও অবৈধ খাত থেকে টাকা সংগ্রহ করে দেশ পরিচালনা করে সে সরকারের অধিনে চাকরি করা যায় কি?

- আব্দুস সবুর
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এমন সরকারের অধীনে চাকরী করা যায়। কারণ পূর্ণাঙ্গভাবে শরী'আত মানে না এমন সরকারের অধীনে থেকে তার আনুগত্য করতে বলা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭০-৭২)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৩৩)ঃ বর্তমানে বিবাহতে এমন পরিমাণ মোহর ধার্য করা হচ্ছে যা স্বামীর পক্ষে আদায় করা খুবই কষ্টকর। তাই স্বামী একটি স্বর্ণের আংটি পরিয়ে দিয়ে বলে, তুমি মোহরানা মাফ করে দাও। স্ত্রী স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মাফ করে দেয়। এটা কি জায়েয।

- লিটন
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ বিবাহে মোহর বেশী না করাই শরী'আত সম্মত। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা নারীদের মোহর বেশী কর না' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইরওয়া হা/১৯২৭)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মোহর কম হ'লে বরকত বেশী হয় *(ইরওয়া ৬/৩৫০ পৃঃ)*। স্বামী কিছু মোহর দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারে না। তবে স্ত্রী ইচ্ছা করলে খুশী হয়ে নিজের পক্ষ থেকে কিছু মোহর ছেড়ে দিতে পারে *(সূরা নিসা ৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৩৪)ঃ ফরয ছালাতের ইক্বামত হ'লে কোন নফল ছালাত আদায় করা যাবে কি? অনেক কিতাবে লেখা আছে, সুন্নাত শেষ করে জাম'আতে শরীক হ'তে হবে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- হাবীবুল্লাহ
মানামা, বাহরাইন।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের ইক্বামত দেয়া হ'লে কোন নফল ছালাত আদায় করা যাবে না। বরং নফল ছালাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শরীক হ'তে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'ফরয ছালাতের ইক্বামত দেয়া হ'লে ফরয ছালাত ছাড়া অন্য কোন ছালাত আদায় করা যাবে না' *(মুসলিম হা/১৬৪২, তিরমিযী হা/৪২১; আবুদাঊদ হা/১২৬৬; নাসাঈ হা/৮৬৪; ইবনে মাজাহ হা/১১৫১; আহমাদ হা/৮৪০৯; মিশকাত হা/১০৫৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৩৫)ঃ ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী লাইফ ইনসুরেন্স, চাষি কল্যাণ সমিতি ইত্যাদি সংস্থা কি শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয?

- আব্দুস সালাম
বোনারপাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ এর মূল বিষয় হ'ল বিনিয়োগ। যাকে ক্রয়-বিক্রয় বা লেন-দেন বলে। আর তা হচ্ছে উভয়ের সম্মতিতে বিনিময়ে লেনদেন করা। এই লেন-দেনের জন্য শরী'আতে দু'টি বিধান রয়েছে (১) 'ইশতিরাক' বা শরিকানা ব্যবসা (২) 'মুযারাবা' বা একজনের সম্পদ আর অপরজনের ব্যবসা। প্রচলিত ব্যাংক ও ইন্সুরেন্সগুলি যদি উক্ত দু'টি শর্তের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সম্পূর্ণ সূদ ও ধোঁকা মুক্ত হয় তাহ'লে তার সাথে লেনদেন করা জায়েয।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৩৬)ঃ ত্বাগূত শব্দের অর্থ কি? ত্বাগূত কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?

- আব্দুর সবূর
চান্দা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ত্বাগূত শব্দের অর্থ শয়তান, মূর্তি, প্রতিমা। আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-কে বাদ দিয়ে অন্য কারো নিকট থেকে ফায়ছালা গ্রহণ করা বা অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করাই ত্বাগূত *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৫৩১, সূরা ৬০ নিসার ৬০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মাঝে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি। তাঁর মাধ্যমে সকলকে সতর্ক করেছি যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর আর ত্বাগূতের ইবাদত করা হ'তে দূরে থাক' *(নাহল ৩৬)*। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত আনুগত্য অনুসরণ করা হয় তারাই ত্বাগূত। এছাড়া প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে ভ্রান্ত পথে দাওয়াত দেয় *(কুরতবী)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৩৭)ঃ স্ত্রী দাড়ি রাখতে বাধা দিলে দাড়ি রাখা যাবে না। একথা কি ঠিক?

-নুরুল ইসলাম
মথুরা পশ্চিমপাড়া, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ একথা ঠিক নয়; বরং শারী'আত বিরোধী। দাড়ি রাখার জন্য শরী'আতে কড়া নির্দেশ রয়েছে। দাড়ি রাখা সকল নবী-রাসূলের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'গোঁফ খাট কর, দাড়ি লম্বা কর। আর অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা কর' *(মুসলিম, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'বৈশিষ্ট্য' অনুচ্ছেদ)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর। দাড়ি লম্বা কর এবং গোঁফ ছেটে ফেল' *(বুখারী 'লিবাস' অধ্যায়, 'নখ কেটে ফেলা দাড়ি লম্বা করা' অনুচ্ছেদ)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, নবীগণের বৈশিষ্ট্য ১০টি। তার একটি

হচ্ছে দাড়ি লম্বা করা। অতএব দাড়ি রাখার বিপক্ষে স্ত্রীর কোন কথা গ্রহণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না' *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৩৮)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, গম ও যব মিশ্রিত করে খাওয়া যাবে না এবং মধু ও দুধ মিশ্রিত করে খাওয়া যাবে না। আরও বলেন, লবণ ধার অথবা বাকি করে খাওয়া হারাম। উক্ত বক্তার বক্তব্য সঠিক কি?

-আব্দুল মান্নান
পারিলা, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য বানাওয়াট ভিত্তিহীন ও মস্তিষ্কপ্রসূত। কারণ উক্ত পদ্ধতিতে খাওয়া হারাম এমন কোন কথা শরী'আতে নেই।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৩৯)ঃ ছালাতের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে পায়ের দিকে লক্ষ্য করে কাতার সোজা করা যাবে কি? ছালাত অবস্থায় কাপড় নাভীর নীচে অথবা টাখনুর নীচে চলে গেলে কাপড় উঠানো যাবে কি?

- আমানুল্লাহ
ধানদিয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় সর্বদা কাতার সোজা রেখেই ছালাত আদায় করতে হবে। পরস্পরের মাঝে ফাঁকা রাখা যাবে না। অনুরূপ কাতার যেন বাঁকা না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৭; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১০৯৩)*। ছালাতের মধ্যে কাপড় নাভীর নীচে বা টাখনুর নীচে নেমে গেলে পুনরায় উঠিয়ে পরতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮৪)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৪০)ঃ মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেছেন, আমার ওফাতের পরে আমার উম্মতের মধ্য থেকে ৩০ জন মিথ্যা নবীর আবির্ভাব ঘটবে। প্রশ্ন হ'ল, এ পর্যন্ত কতজন মিথ্যা নবীর আবির্ভাব ঘটেছে এবং কোথায় ঘটেছে?

- শামীমা সুলতানা
মুকুন্দপুর, আখড়াখোলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার পরে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে, যারা প্রত্যেকেই নিজেকে 'আল্লাহ্র নবী' বলে দাবী করবে। অথচ আমিই শেষ নবী। আমার পরে কোন নবী নেই' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪০৬)*। এ পর্যন্ত যে সমস্ত মিথ্যা নবীর আবির্ভাব ঘটেছে তারা হ'লঃ ইয়ামানে 'আসওয়াদ', ইয়ামামাতে 'মুসায়লামাহ', নজদে 'তুলায়হা আসাদী' এবং ইরাকে 'সাজা' নাম্নী জনৈকা মহিলা। ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর যেলার বাটালা মহকুমাধীন 'কাদিয়ান' উপশহরের মির্যা গোলাম আহমাদ (১৮৩৫-১৯০৮ খৃঃ) ১৮৯১ সালে নিজেকে 'মসীহ ঈসা' ও ১৮৯৪ সালে 'মাহদী' এবং ১৯০৮ সালে মৃত্যুর দু'মাস আগে নিজেকে 'রাসূল ও নবী' দাবী করে *(আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, টীকা দ্রঃ, পৃঃ ১২৫)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

মাসিক আত-তাহরীক-এর নতুন গ্রাহক চাঁদা

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ

এতদ্বারা মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্মানিত গ্রাহক-এজেন্টদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, 'বাংলাদেশ ডাক বিভাগ' জানুয়ারী '০৮ থেকে নতুন ডাক মাশুল নির্ধারণ করেছে। যা পূর্বের ডাক মাশুলের চেয়ে প্রায় ৩ গুণ বেশী। সেকারণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'আত-তাহরীক'-এর গ্রাহক চাঁদা বাড়াতে হচ্ছে।

নতুন বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	২৫০/= (ষান্মাসিক ১৩০)	--
সার্কভুক্ত দেশ সমূহ	১৩০০/=	৬৫০/=
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৬০০/=	৯৫০/=
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৮৫০/=	১২০০/=
আমেরিকা মহাদেশ	২১৫০/=	১৫০০/=

ড্রাফট পাঠানোর জন্য একাউন্ট নাম্বার

মাসিক **আত-তাহরীক**, এস.এন.ডি-১১৫, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ।